

অ্যাডেলে এবার অভিনয়ে পৃষ্ঠা ২১

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 20 November 2025, 9th Year, Issue 453, 40 Pages



ট্রুডোর প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক স্ত্রী সোফি পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৩, পৃষ্ঠা ৪০

শান্তিপূর্ণ ভোটে সামরিক বাহিনীর সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক



মুহাম্মদ ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা চেয়ে বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখরভাবে আয়োজন করতে হবে। তিনি বলেন, 'এখন নির্বাচনের সময়। আমরা প্রস্তুত, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা প্রয়োজন।'

রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজে (ডিএসসিএসসি) ২০২৫ সালের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলে চিঠির প্রস্তুতি

ট্রাইবুনালে সাজা

মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা চেয়ে ইন্টারপোলকে চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ।

ঢাকা অফিস

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা চেয়ে ইন্টারপোলকে চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি)। চিঠিতে একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪



শেখ হাসিনা

- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও সেই চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ফেরত পাওয়া কঠিন হতে পারে। এ কারণে সরকার ইন্টারপোলের মাধ্যমে প্রচেষ্টায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন পরীক্ষা

বিবিসির বিশ্লেষণ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সম্পর্ক কৌশলগতভাবে মূল্যবান হলেও রাজনৈতিকভাবে তা ছিল ব্যয়বহুল। ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন হাসিনা দিল্লির সঙ্গে এমন স্থিতিশীলতা ও যোগাযোগের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন যা চীনের বিপরীতে ভারতকেই বেশি অগ্রাধিকার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



ডোনাল্ড ট্রাম্প



জোহরান মামদানি

ট্রাম্প-মামদানির সাক্ষাৎ শুক্রবার

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আগামীকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউসে নিউইয়র্ক শহরের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে সাক্ষাতের পরিকল্পনা করছেন। গত বুধবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন। মামদানি চলতি মাসের শুরুর দিকে মেয়র নির্বাচিত হন। মামদানি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম এই দুই রাজনীতিকের মধ্যে মুখোমুখি বৈঠক হতে যাচ্ছে।

ট্রাম্প তাঁর পোস্টে লেখেন, নিউইয়র্ক শহরের কমিউনিস্ট মেয়র জোহরান মামদানি বৈঠক করতে চেয়েছেন। ২১ নভেম্বর, শুক্রবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বৈঠকটি করার বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫







Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

নির্বাচনী প্রচারে তারেক রহমানের ছবি ব্যবহারে আপত্তি এনসিপির

ইসি সংলাপে আপত্তি

বুধবার ইসি আয়োজিত রাজনৈতিক দলের সংলাপে এনসিপির নেতারা এমন সুপারিশ করেন।

ঢাকা অফিস

নির্বাচনী প্রচারে দলীয় প্রধানের সঙ্গে তারেক রহমান বা সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছবি ব্যবহার করলে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে ইসি আয়োজিত রাজনৈতিক দলের সংলাপে এনসিপির নেতারা এমন সুপারিশ করেন।

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মূসা বলেন, 'দলীয় প্রধানের ছবি ছাড়া অন্য কারো ছবি না রাখতে পারার বিধান রাখায় স্বাগত জানাই। এখন খালেদা জিয়া হচ্ছেন বিএনপির প্রধান, তারেক রহমানের বা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছবি কেউ ব্যবহার করলে এই বিধি ব্যবহার করে ব্যবস্থা নিতে হবে। তখন এই কমিশনের সক্ষমতা আমরা দেখতে পারব।'

এ সময় দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'নির্বাচনী জোট করলেও নিজ দলের প্রতীকেই ভোট করতে পারে—এই সিদ্ধান্তে অটল থাকার অনুরোধ জানাব নির্বাচন কমিশনকে।' তিনি বলেন, 'কেউ যদি নিজের শরীর থাকে কিন্তু অন্যের জামা পরে যায়... সেটা ঠিক নয়। এখন একটা সুযোগ এসেছে নিজ দল নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়ার।'

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও বলেন, প্রতিটি দলের জন্য যদি একজন করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হবে এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমও আরও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

জহিরুল ইসলাম মূসা বলেন, 'বিলবোর্ডের ক্ষেত্রে কাপড় দিয়ে করা, এটা প্র্যাকটিক্যাল না। দলে ব্যয় ৫০ লাখ টাকা করা হয়েছে। এখন একটা বিলবোর্ড করতেই ২০ লাখ টাকা লাগে। এতে অন্যায্য প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এগুলো কীভাবে ব্যবস্থা করবেন। একটা সুন্দর বিধি আপনারা করেছেন। কিন্তু আইনের ভেতরে অনেক অস্পষ্টতা এবং কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে।'

এনসিপিরি এ নেতা বলেন, 'মাইকের ক্ষেত্রে ৬০ ডেসিবল শব্দের মাত্রার কথা বলেছেন। কিন্তু এটা মাপার যন্ত্র কী আছে? নির্বাচন ঘনিয়ে এলে অস্ত্রের ঝনঝনানি নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে অন্য দলের প্রার্থীকে সুরক্ষা দেবেন। যে আইন করেছেন সেটা বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা এবং সদিচ্ছা নাই আপনাদের। তরুণ প্রার্থীদের জনগণের কাছে পৌঁছানের সুযোগ দিতে হবে। অবশ্যই আগের মন্ত্রী, এমপিদের সঙ্গে এক মঞ্চে বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। যারা পেশি বা কালো টাকা বা অস্ত্র দিয়ে ভোট নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাদেরও একই বৈঠকে বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে'।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার রোধে মেটা, টিকটকের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে সংলাপে অন্য নির্বাচন কমিশনার, ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দলের নেতারা অংশ নেন।

সাকিব আল হাসানকে দুদকে তলব

ঢাকা ডেস্ক



সাকিব আল হাসান

শেয়ারবাজার কারসাজির মামলায় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির নোটিশে এই ক্রিকেটারকে চলতি মাসের ২৬ তারিখ দুদকে হাজির হয়ে তাঁর বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

দুদকের মহাপরিচালক বলেন, মোহাম্মদ আবুল খায়ের ওরফে হিরু অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে শেয়ারবাজারে কারসাজি করেছেন। তিনি বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে ক্ষতিসাধন করেছেন এবং ক্যাপিটাল গেইনের মাধ্যমে অর্জিত অপরাধ লব্ধ অর্থ গোপনের উদ্দেশ্যে লেয়ারিং করে বিভিন্ন খাতে হস্তান্তর করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

আক্তার হোসেন বলেন, মোহাম্মদ আবুল খায়ের ওরফে হিরু অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে শেয়ারবাজারে কারসাজি করেছেন। তিনি বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে ক্ষতিসাধন করেছেন এবং ক্যাপিটাল গেইনের মাধ্যমে অর্জিত অপরাধ লব্ধ অর্থ গোপনের উদ্দেশ্যে লেয়ারিং করে বিভিন্ন খাতে হস্তান্তর করেন তিনি।

দুদকের মহাপরিচালক আরও বলেন, এ ঘটনায় সাকিবসহ বেশ কয়েকজনের নামে মামলা করা হয়েছে। মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। সাকিবসহ মামলাসংশ্লিষ্ট ১৫ আসামিকে ২৫ ও ২৬ নভেম্বর তলব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শেয়ারবাজারে কারসাজির মাধ্যমে ২৫৬ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক আবুল খায়েরসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে গত ১৭ জুন মামলা করে দুদক।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

তারেক রহমানকে নিয়ে ‘কটূক্তি’র অভিযোগে মামলার আবেদন খারিজ

ঢাকা অফিস



তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে ‘কটূক্তি’র অভিযোগে শাহীন মাহমুদ নামে এক কনটেন্ট নির্মাতার বিরুদ্ধে করা মামলার আবেদন আদালত খারিজ করে দিয়েছেন।

মামলাটি যথাযথ নথিপত্রসহ দায়ের না করায় ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান গাজী এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী মো. জুয়েল মিয়া বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বুধবার কনটেন্ট নির্মাতা শাহীন মাহমুদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মামলার আবেদনটি করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক ইলতুৎমিশ সওদাগর।

বিচারক অভিযোগকারীর বক্তব্যও রেকর্ড করেন এবং মামলার আদেশ দেওয়ার জন্য আজ দিন ধার্য করেন।

মামলার আবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের ১২ নভেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলীয় সমাবেশে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে, গণভোটের চাইতে আলুর ন্যায্যমূল্য পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

শাহীন মাহমুদ ১৫ নভেম্বর তার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে লেখেন, ‘৮৮ কোটি টাকা দিয়ে বুলেটপ্রুফ গাড়ি না কিনে ওই টাকা কৃষকদের দিলে পেঁয়াজ, আলুর ন্যায্য দাম পেত।’

এতে অভিযোগ করা হয়, এই পোস্টের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন ও মিথ্যা পোস্ট দিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গৌরব, সম্মান, দেশপ্রেম, রাজনৈতিক দূরদর্শিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার হীন প্রয়াসকে প্রস্ফুটিত করেছে। ৮৮ কোটি টাকার বিনিময়ে কোনো বিলাসবহুল বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা হয়নি।







KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

সম্পাদকীয়

রাজনীতির অশুভ চক্র থেকে বেরিয়ে আসার এখনই সময়

প্রতিহিংসা রাজনীতিতে কোনো কল্যাণ আনে না। এটি ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত সত্য। ক্ষমতার পালাবদল যতবার হয়েছে, প্রতিশোধের আগুন ততবারই সমাজকে দগ্ধ করেছে। রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার মানক্ষুণ্ন হয়েছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। আর তাই আজ নতুন করে ভাবার সময় এসেছে—প্রতিহিংসার চক্র থেকে বেরিয়ে না এলে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও সংকটময় হয়ে উঠবে।

মানুষ যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন মনে হয় তার অধিকার সবকিছু। বিরোধীরা যেন শত্রু। সমালোচনা যেন অপরাধ। আর ক্ষমতা হাতছাড়া হলে বিপরীত পক্ষের হাতে প্রতিশোধের পথ খুলে যায়। এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির ভেতর একটি অশুভ চক্র তৈরি হয়েছে—"তুমি আমাকে করেছ, আমিও তোমাকে করবো।" এই চক্রে পতিত হলে রাষ্ট্র আর জনগণ—দু'জনই হারায়।

রাজনীতিতে প্রতিহিংসা যে সর্বনাশ ডেকে আনে, তার উদাহরণ আমাদের উপমহাদেশে বহু। পাকিস্তানের সামরিক শাসনকালের নিষ্ঠুরতা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত সংঘাত। একের পর এক হত্যাকাণ্ড, পাল্টা প্রতিশোধ, জরুরি অবস্থা, রাজনৈতিক দমন—এসব কখনো দেশকে সমৃদ্ধ করেনি। বরং প্রতিবারই আমাদের সমাজকে আরও অনিরাপদ করেছে।

তাই যখন বলা হয়, "আমি প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি বলে আমিও প্রতিশোধ নেব"—এ কথা শুধু অপরিণত নয়, বিপজ্জনক। অন্যায় হলে তার প্রতিকার আছে। বিচারব্যবস্থা আছে। আইন আছে। কিন্তু প্রতিশোধের মানসিকতা আইনকে অতিক্রম করে যায়। সেখানে যুক্তি থাকে না। থাকে শুধু প্রতিহিংসার তীব্রতা। এই আগুন কখনোই একটি সীমায় থেমে থাকে না। সেটি ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের রাজনীতিতে আরেকটি অসুখ দীর্ঘদিন ধরে আছে—বিচারকে দলীয় চশমায় দেখা। কেউ ক্ষমতায় থাকলে মনে হয়, সব মামলা ন্যায়সঙ্গত। আর ক্ষমতায় না থাকলে সব মামলা প্রতিহিংসাপরায়ণ। এই মনোভাব বিচারব্যবস্থাকে দুর্বল করে। জনগণের আস্থা নষ্ট করে। রাষ্ট্রের ভিত্তিকে ঝুঁকির মুখে ফেলে।

বিচারকে প্রশ্নাতীত রাখার দাবি তাই শুধু একটি নীতি নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। আইন যদি নিরপেক্ষ না হয়, আদালত যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, প্রশাসন যদি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে চলে—তাহলে রাজনীতির প্রতিহিংসা কখনোই থামবে না। সমাজে ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে যাবে। আর সাধারণ মানুষ মনে করবে দেশ শক্তির কাছে বন্দী।

প্রতিহিংসা শুধু রাজনীতির সমস্যা নয়। এটি সামাজিক সম্পর্কেও বিষ ছড়ায়। ক্ষমতায় থাকা মানুষদের আচরণ সাধারণ মানুষ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। রাজনীতিবিদেরা যদি শত্রুতা ও প্রতিশোধে মেতে ওঠেন, সমাজ একই পথে হাঁটতে শেখে। ফলে ভিন্নমত সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়। সহিংসতা বাড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লা পর্যন্ত প্রতিহিংসার ভাষা ছড়িয়ে পড়ে।

> আজকের বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিরোধ আছে, থাকবে। মতের পার্থক্য আছে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব মতবিরোধ যেন প্রতিহিংসার অশুভ চক্রে রূপ না পায়—এ দায় রাজনীতির সব পক্ষের। যিনি প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন, তাঁর পক্ষে প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নেওয়া সহজ। কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারাই নেতৃত্বের প্রকৃত গুণ।

আমাদের দরকার এমন নেতৃত্ব, যারা কঠিন সময়ে শান্ত থাকার শিক্ষা দেন। যারা প্রতিহিংসার বদলে আইনের শাসনকে অগ্রাধিকার দেন। যারা দেখাতে পারবেন—ক্ষমতা মানে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার নয়। কোনো দেশে গণতন্ত্র পরিপক্ব হয় তখনই, যখন ক্ষমতাসীন ও বিরোধী—দু'পক্ষই আইনের প্রতি সমান আস্থা রাখে। ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিচারবিভাগের রং বদলায় না। প্রশাসন বদলায় না। নীতি বদলায় না। কেবল নেতৃত্ব বদলায়।

রাজনীতিতে প্রতিহিংসার বৃত্ত ভাঙতে হলে আমাদের কিছু মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রথমত, আইনের শাসনের প্রতি অবিচল সম্মান। আইন যদি সবার জন্য সমান না হয়, প্রতিহিংসা কখনো থামবে না। আদালতকে স্বাধীন হতে হবে। তদন্ত সংস্থাগুলোকে পেশাদার হতে হবে। বিচার যেন কখনো রাজনৈতিক প্রতিশোধের হাতিয়ার না হয়—এ নিশ্চয়তা দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিরোধী মতকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করার সংস্কৃতি গড়া। বিরোধীকে শত্রু ভাবলে প্রতিহিংসা জন্মে। কিন্তু বিরোধীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে পারলে সহনশীল রাজনীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা। ক্ষমতা হাতে পেলে সবাই যেন মনে না করে—এটাই সুযোগ "ওদের শায়েস্তা করার।" এমন মানসিকতার অবসান ঘটাতে হবে।

চতুর্থত, স্মৃতি থেকে শিক্ষা নেওয়া। অতীতের প্রতিহিংসা আমাদের কী ক্ষতি করেছে—এ কথাটি ইতিহাসের সামনে তুলে ধরতে হবে। নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে হবে, রাষ্ট্র কারও ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জায়গা নয়।

পঞ্চমত, সংলাপের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা। যেসব রাজনৈতিক সংঘাত সহজেই মীমাংসা করা যায়, সেগুলোকে প্রতিশোধের পথে ঠেলে দিলে ক্ষতি শুধু রাজনৈতিক দলের নয়—সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের।

রাজনীতি যদি সত্যিই জনগণের জন্য হয়, তাহলে সবার আগে দরকার একটি শান্ত, স্থিতিশীল, ন্যায়নিষ্ঠ পরিবেশ। প্রতিহিংসা সেখানে বড় বাধা। প্রতিশোধ কখনো কোনো জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে না। বরং দেশকে পিছিয়ে দেয়, দুর্বল করে।

আজকের বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিরোধ আছে, থাকবে। মতের পার্থক্য আছে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব মতবিরোধ যেন প্রতিহিংসার অশুভ চক্রে রূপ না পায়—এ দায় রাজনীতির সব পক্ষের। যিনি প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন, তাঁর পক্ষে প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নেওয়া সহজ। কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারাই নেতৃত্বের প্রকৃত গুণ। রাষ্ট্রনায়কত্ব এখানেই।

অতএব সময় এসেছে নতুন পথ বেছে নেওয়ার। সেই পথ হলো—আইনের প্রতি অটল আস্থা। ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। ক্ষমতার বদলে নৈতিকতার শক্তি। প্রতিহিংসার রাজনীতি নয়—সহনশীল, মানবিক, গণতান্ত্রিক রাজনীতি।

অশুভ চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এখনই। কারণ প্রতিহিংসা কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না। আর আমরা যদি সত্যিই উন্নত, শান্তিপূর্ণ, মানবিক রাষ্ট্র গড়তে চাই—তাহলে প্রতিহিংসাকে নয়, আইনকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে।

বন্দর নিয়ে চুক্তিতে লুকোচুরির কারণ কী

আনু মুহাম্মদ



বন্দর নিয়ে সরকারের কয়েকটি যুক্তি রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান যুক্তি– বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়া যাবে এবং বিদেশি কোম্পানি এলে দুর্নীতি হবে না। তারপর সক্ষমতা বাড়বে। সরকার এসব যুক্তি সামনে রেখে যেসব কাজ করছে, তার মধ্যে অসংগতি খুব প্রকট। যেমন গতকাল একটা অস্বাভাবিক দিনে তারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। একটা ডেনমার্ক, আরেকটি সুইজারল্যান্ড। এগুলোর পেছনে অন্যান্য যুক্তি হলো, এ চুক্তি জাতীয় স্বার্থ ও সক্ষমতা বাড়াবে। এটা বাংলাদেশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের বড় একটি অবদান।

এ চুক্তি করার ক্ষেত্রে কয়েকটি আশঙ্কাজনক প্রবণতা দেখা গেছে। সরকার সাংঘাতিক রকমের তাড়াহুড়া করেছে। যে দিনটি স্বাক্ষরের জন্য বাছাই করা হয়েছে, সেটিও স্বাভাবিক ছিল না। তারা বলেছে, যে চুক্তি হয়েছে, সেটিও জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। কাজের ধরনসহ সবকিছুতে একটা লুকোচুরি খেলা!

বিদেশি বিনিয়োগ একটা দেশের জন্য দরকার। কিন্তু সেই বিনিয়োগ দেশের জন্য ভালো, নাকি ক্ষতিকর হবে– তা নির্ভর করে কী ধরনের শর্তে কীভাবে বিনোয়োগটি আসছে তার ওপর। যেসব বিদেশি কোম্পানি বিনিয়োগ করছে, তাদের জবাবদিহি বা স্বচ্ছতার জায়গা আছে কিনা; তারা যেভাবে কাজ করবে কিংবা যেখানে বিনিয়োগ করবে, সেটা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে বাংলাদেশের স্বার্থে কাজে লাগবে কিনা–এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ।

এই যে রামপালে বিদেশি বিনিয়োগ, সুন্দরবনে বিদেশি বিনিয়োগ, মাতারবাড়ীতে বিদেশি বিনিয়োগ; সেগুলো ইতোমধ্যে নদীগুলোর সর্বনাশ করেছে, এখনও সর্বনাশ করেই যাচ্ছে। বাঁশখালীতে বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে; পায়রা, রূপপুরে বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। একটা বিনিয়োগেও বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে– এমন দাবি করা যাবে না। তারপর আদানি চুক্তি, সেটিও এক বিদেশি কোম্পানি।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের কথা বলা হচ্ছে। নৌপরিবহন উপদেষ্টা, বিডার চেয়ারপারসন এটাকে আরও লাভজনক এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিদেশি কোম্পানি নিয়ে আসতে হবে, বলছেন। অথচ কোনো দরপত্র না ডেকে, সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত দিয়ে চুক্তি করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক যে প্রক্রিয়ার মধ্যে যাওয়া উচিত, সে পথে যায়নি।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল আবুধাবির যে কোম্পানিকে দিতে চায়, তার ব্যাপারে তারা যুক্তি দিল– এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। তারা দক্ষতা নাকি সক্ষমতা বাড়াবে; দুর্নীতি থেকে রক্ষা করবে। এ কথা বলে তারা মাসুল করল ৪০ গুণ। মাশুল বৃদ্ধি করা দুর্নীতির আরেকটা ধরন। বিদেশি কোম্পানির জন্য যাতে উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত হয়, সে জন্যই এ মাশুল বৃদ্ধি। অদক্ষতা ও দুর্বল সক্ষমতার কারণ হচ্ছে কাস্টমস ও আমলাতন্ত্র। এই দুটি অপরিবর্তিত রেখে অপারেটর পরিবর্তন করলে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়বে– এটা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। এসবের পরিণতি কী হবে সেটা বাংলাদেশের অর্থনীতি দেখলে স্পষ্ট হয়। এখানে মাশুল বৃদ্ধির জন্য যে যুক্তি দেওয়া হলো– উন্নয়নের জন্য এটি দরকার, এটাও আরেক মিথ্যাচার। কারণ নিউমুরিং কনটেইনার একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যত খরচ হয়, তার চেয়ে দ্বিগুণ লাভ হয়। সুতরাং তার কাছে উদ্বৃত্ত লাভ রয়েছে। উন্নয়নের জন্য, সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিদেশি বিনিয়োগ কিংবা কোম্পানি লাগবে, মাশুল বৃদ্ধি করতে হবে– এ যুক্তি একেবারেই মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকার ক্ষমতায় এসেছে একটা গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানোর জন্য। তার দায়িত্ব হচ্ছে দেশের মানুষ যেন ভয়হীন পরিবেশে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন গণতান্ত্রিক রূপান্তরে ভূমিকা রাখতে পারে। নির্বাচিত সরকার এসে বন্দরের ক্ষেত্রে কী কী কাজ করবে, তার জন্য (যেমন জুলাই সনদ ও সংস্কার কমিশনে যেভাবে বলা আছে) কিছু পথরেখা ঠিক করে দেওয়া। যেমন দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু কোথায় কোথায় তা হচ্ছে সেটা সুনির্দিষ্ট করা, সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আর কী কী করতে হবে তা চিহ্নিত করা। সে জন্য জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কীভাবে সক্ষমতা বাড়ানো যায়, সেগুলোর সুপারিশ করাই হলো তাদের কাজ। তারা এর কোনোটাই চিহ্নিত করেনি। পাইকারিভাবে জাতির ওপর একটি বদনাম দিচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিভাবে তারা প্রচার করছে। কিন্তু দুর্নীতিটা কোথায় হয়, কীভাবে হয়, তার জন্য কারা দায়ী– এগুলো যদি চিহ্নিত করা না হয়, তাহলে দুর্নীতি দূর করা যাবে না; দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। দুর্নীতিবাজরা কেবল বন্দরে বসে থাকে না, তারা সচিবালয় পর্যন্ত আছে। আর এই যে চুক্তিগুলো করা হলো, এগুলো তো বিদেশি লবিস্ট ও কমিশনভোগীদের সাফল্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বলা যেতে পারে, এটা হলো এই সরকারের আমলে বিদেশি লবিস্ট ও কোম্পানিগুলোর সাফল্যের নজির। এগুলো দেশের স্বার্থের দিক থেকে বিরোধী একটা তৎপরতা। এটা তারা করছে এ জাতীয় হীনম্মন্যতা তৈরি করে যে, বাংলাদেশের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৪ বছর পার হচ্ছে। সেখানে যদি একটা বন্দরও পরিচালনা করতে না পারে তাহলে এ স্বাধীনতার অর্থ কী? দেড়শর মতো বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এগুলো কী কাজ করে, যদি একটা বন্দরও পরিচালনা করা না যায়? মন্ত্রণালয়গুলো দুর্নীতির আখড়া; তাহলে কি মন্ত্রণালয়গুলো বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে দিতে হবে? তাদের যুক্তিগুলোর বিন্যাস এই রকম– তারা দেশের স্বার্থ, জাতীয় সক্ষমতা জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য যে ধরনের কূটতর্ক, কুযুক্তি দেওয়া দরকার, সেটাই করছে। বাংলাদেশের জন্য যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে তার আত্মমর্যাদার এবং জাতীয় সক্ষমতার ওপর দাঁড়ানো। জাতীয় সক্ষমতার ওপর দাঁড়ালেই কেবল একটা দেশ যথাযথভাবে গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে পারবে। এই সরকার এখানে যে ভূমিকা রাখতে পারত, সেদিকে না গিয়ে উল্টা পথে হাঁটছে। আর পরবর্তী ৩০ বা ৪০ বছরের জন্য যে চুক্তি হচ্ছে, তার নেতিবাচক পরিণতি দেশের মানুষ ভোগ করবে, অর্থনীতির ওপর প্রভাব পড়বে। তখন জবাবদিহি করার জন্য তাদের কাউকেই পাওয়া যাবে না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ

তরুণদের মধ্যে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ

শাহারিয়া নয়ন



দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইচআইভি (এইডস) সংক্রমণ, বিশেষ করে ১৭ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বলছে, গত তিন বছরে (২০২২-২৫) দেশে নতুন করে এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছে ৩ হাজার ৬০০ জনের বেশি এবং মারা গেছে অন্তত ৬০০ জন। শুধু ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসেই শনাক্ত হয়েছে ৮৮২ জন।

যশোর ও রাজশাহীর সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ১৭ থেকে ২৩ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি।

২০২২ সালে দেশে নতুন করে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয় প্রায় ৯৪৭ জন। মৃত্যুবরণ করে ২৩২ জন। পরের বছর শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ২৭৬ জন এবং মৃত্যু হয় ২৬৬ জনের।

২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে ১ হাজার ৪৩৮ জন। একই সময়ে মারা গেছে ১৯৫ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগের বছরের তুলনায় সংক্রমণের হার বেড়েছে; বিশেষ করে তরুণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ প্রবণতা স্পষ্ট হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যশোরে নতুন করে ৪০ জনের দেহে এইচআইভি ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে ২৫ জনই শিক্ষার্থী। আক্রান্তদের বয়স ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। গত বছরের তুলনায় এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ।

যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তথ্য বলছে, আক্রান্তদের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। বর্তমানে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার ২২০ জন এইচআইভি রোগী এ হাসপাতালের অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টারে নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছে।

ডা. কানিজ ফাতেমা বলেন, তরুণদের মধ্যে সংক্রমণের হার বর্তমানে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। ইন্টারনেটের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, কৌতূহল এবং যৌনশিক্ষার অভাবে অনেকে অনিরাপদ সম্পর্কে জড়াচ্ছে। সচেতনতা ছাড়া এই প্রবণতা ঠেকানো সম্ভব নয়।

সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় যশোরে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। জেলার প্রায় ৩০ লাখ জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে একজনের বেশি এইডস রোগী শনাক্ত হচ্ছে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের এইচআইভি টেস্টিং অ্যান্ড কাউন্সেলিং (এইচটিসি) সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত নতুন করে ২৮ জনের দেহে এইচআইভি শনাক্ত হয়েছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।

দেশে বর্তমানে ১৪ থেকে ১৭ হাজার মানুষ এইচআইভি নিয়ে বেঁচে আছে। যদিও সামগ্রিক প্রাদুর্ভাব (১৫–৪৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে) ০.১ শতাংশের কম। তবু কিছু ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীতে সংক্রমণ হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

তরুণদের মধ্যে এইচআইভি বাড়ার পেছনে কয়েকটি স্পষ্ট কারণ রয়েছে—যৌন সচেতনতা ও শিক্ষা ঘাটতি, কনডম ব্যবহার কম, অরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, ড্রাগ বা ইনজেকশন ব্যবহার, সামাজিক ট্যাবু ও স্টিগমা।

সিরাজগঞ্জ জেলায় উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইচআইভি পজিটিভ এইডস রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এইচআইভি সেন্টারের তথ্যমতে, জেলায় ২৫৫ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে, যার ৭৩ শতাংশই ইনজেকটিভ ড্রাগ ব্যবহারকারী। এতে শঙ্কায় রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পেছনে একই সিরিঞ্জে মাদক গ্রহণ, রোগের তথ্য গোপন, তরুণদের সচেতনতার অভাব এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ককে দায়ী করছেন চিকিৎসকেরা।

প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে অবৈধভাবে আসা নেশাজাতীয় ইনজেকশনের মাধ্যমে এই রোগ বেশি ছড়াচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। আক্রান্তদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা এবং ওষুধের পাশাপাশি কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, ইনজেকটিভ ড্রাগের ব্যবহার কমাতে নিয়মিত অভিযান চলছে।

এআরটি সেন্টারের কাউন্সিলর কাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাসুদ রানা বলেন, সিরাজগঞ্জ জেলায় আক্রান্ত ২৫৫ জনের মধ্যে ইনজেকটিভ ড্রাগ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮৭ জন। আর কলেজ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯ জন। এ ছাড়া সাধারণ ৩৫ জন ও যৌনকর্মীর সংখ্যা চারজন। যে কারণে সিরাজগঞ্জ জেলাকে এরই মধ্যে রেড জোন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এক সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, যুবকদের মধ্যে এইডস-বিষয়ক সচেতনতা এখনো সীমিত। প্রায় ৬০ শতাংশ টেলিভিশন থেকে এ সম্পর্কে শুনেছেন, কিন্তু মাত্র ৪৫ শতাংশ জানেন, যৌন মিলন সংক্রমণের প্রধান মাধ্যম।

দেশে বর্তমানে জাতীয় এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির অধীনে বিনা মূল্যে এইচআইভি স্ক্রিনিং, কাউন্সেলিং এবং এআরটি চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

সময়মতো পরীক্ষা এবং চিকিৎসা শুরু করলে এইচআইভিতে আক্রান্তরাও দীর্ঘদিন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। তবে সামাজিক লজ্জা, বৈষম্য ও তথ্যের অভাব এখনো বড় বাধা হয়ে আছে।

সূত্র: এনএএসপি বার্ষিক রিপোর্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে জাতীয় এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি, ইউএসএফপিএ ও ডব্লিউএইচও যৌথ প্রকাশনা, ইউএস এআইডিএস—কান্ট্রি ফ্যাক্টস বাংলাদেশ

ভেজালের মধ্যেও ভেজাল, দিশেহারা বাংলাদেশের ভোক্তারা

আলম শাইন



সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, ‘জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য হইবে।’ অথচ দেশে ঠিক উল্টোটা লক্ষ করছি আমরা। খাদ্যের পুষ্টিমান দূরের কথা, আসল খাদ্যই পাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে এখন। ভেজালে ভেজালে সয়লাব যেসব খাবার, সে খাবারে পুষ্টি খোঁজার কী আছে আমাদের? ভেজালের জালে এমনভাবে জড়িয়ে গেছি আমরা যে ইচ্ছে করলেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না সহজেই। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে হয়তো না খেয়ে জীবন খোয়াতে হবে, নচেৎ খেয়ে জীবন খোয়াতে হবে—এমন একটা সংকটাপন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। সঙ্গত কারণে বলা যেতে পারে, আমরা জিম্মি অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে।

সবাই জানেন, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণই হচ্ছে ভেজাল। ভেজালের রয়েছে নানা রকমফের। ভেজাল দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছেন, যে কৌশলের কাছে আমরা বারবার হেরে যাচ্ছি। এর কারণ ভেজালের ধরন স্থায়ী নয়, একেকবার একেক ধরনের ভেজালের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের—অর্থাৎ কৌশল বদলানো হচ্ছে। বিষয়টা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রতিনিয়ত ভেজাল খেয়ে খেয়ে এখন আজেবাজে খাবারও অনায়াসে হজম করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা।

দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে মানুষ এখন ভেজাল খাবার খেয়ে সহজে হজম করে ফেলছেন। তবে একে অভ্যাস বলা একেবারে সঠিক নয়, কারণ অধিকাংশ মানুষই এসব খাবার খাচ্ছেন অজান্তে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই জেনেশুনেও মানুষকে ভেজাল খাবার খেতে হচ্ছে, যেমন ফরমালিন মেশানো ফলমূল, মাছ কিংবা ডিডিটি মাখানো শুঁটকি। এসবের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানার পরও বিকল্পের অভাবে মানুষ তা খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

আগেও মানুষ ভেজাল খাবার খেতেন, এটা সত্যি। কিন্তু সেই পুরোনো ভেজাল খাবার এখন আর নেই। বর্তমানে সেই পুরোনো ভেজাল খাবারের মধ্যে নতুন নতুন ভেজাল মেশানো হচ্ছে। অনেকটাই বলা যায়, ভেজালের মধ্যেও ভেজাল দিচ্ছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, এক নম্বর নয়, দুই নম্বর ভেজাল খাবার খাচ্ছেন এখন ভোক্তারা। যার ফলে প্রচণ্ড স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছেন দেশের মানুষ।

ভেজাল খাবার খেয়ে নীরবে প্রাণঘাতী রোগ বয়ে বেড়ালেও সহজে আমাদের শরীরে তা ধরা পড়ছে না। ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়লেও আমরা সেই রোগব্যাধি দ্রুত শনাক্ত করতে পারছি না। এর কারণ হচ্ছে, ভেজালের বিষক্রিয়া আমাদের শরীরে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে না। ফলে অনেকেরই ধারণা, ভেজাল মিশ্রিত খাবার খেলে খুব বেশি ক্ষতি হয় না; বড়জোর পেটের পীড়া হতে পারে। অধিকাংশ মানুষের ধারণাই এমন; কাজেই ভেজালে আপত্তি নেই তাদের। অথচ কেমিক্যাল মিশ্রিত সেসব ফলমূল কিংবা খাদ্যসামগ্রী খেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষ, তা কিন্তু সহজেই টের পাচ্ছেন না কেউই। টের পাচ্ছেন না কেন তারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন অথবা ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগসহ নানান জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের কিডনি, লিভার বিকল হচ্ছে কেন, তাও বুঝতে পারছেন না।

> পঁচানব্বই শতাংশ মৌসুমি ফল ও শাকসবজিতে এখন কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে। জিলাপি মচমচে রাখতে মবিল মেশানো হচ্ছে। মুড়ি ধবধবে করতে মেশানো হচ্ছে ইউরিয়াসহ নানান কেমিক্যাল। মাছ, গুঁড়া মসলা, দুধ তথা শিশু খাদ্যে ভেজালের মহোৎসব চলছে।

অবধারিত সত্য হচ্ছে, ভেজালে ভেজালে সয়লাব দেশের অধিকাংশ পণ্যসামগ্রী কিংবা খাবার–দাবার। তাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়—কোথায় নেই ভেজাল! ওষুধ থেকে শুরু করে কাফনের কাপড়েও ভেজাল দিচ্ছে অসাধুরা। পঁচানব্বই শতাংশ মৌসুমি ফল ও শাকসবজিতে এখন কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে। জিলাপি মচমচে রাখতে মবিল মেশানো হচ্ছে। মুড়ি ধবধবে করতে মেশানো হচ্ছে ইউরিয়াসহ নানান কেমিক্যাল। কিছু নামিদামি কোম্পানি তরল শরবতের বোতলের লেবেলে বিভিন্ন ফলের ছবি এঁকে দিলেও ফলে কোনো নির্যাস পায়নি বিএসটিআই। মাছ, গুঁড়া মসলা, দুধ তথা শিশু খাদ্যে ভেজালের মহোৎসব চলছে। শুধু নামিদামি কোম্পানিই নয়, ফুটপাতের দোকানি মাছে দেওয়ার বরফ গলিয়ে শরবত বানিয়ে খাওয়াচ্ছেন তৃষ্ণার্তদের! এই তো গেল লোকচক্ষুর আড়ালে ভেজাল দেওয়ার কিছু নমুনা।

এবার প্রকাশ্যে ভেজাল দেওয়ার প্রমাণ দিচ্ছি আমরা। সেটি হচ্ছে দুধের সঙ্গে নদীর জল মেশানো। যদিও এটি কোনো নতুন বিষয় নয়, তথাপিও এই প্রামাণ্য চিত্রটি স্বচক্ষে দেখা যায় নদীপথে ঢাকার আশপাশ থেকে লঞ্চযোগে সদরঘাট এলে। তখন দেখা যায়, কিছু অসাধু দুধ ব্যবসায়ী দুধের ড্রামে নদীর জল মেশাচ্ছেন। নদীর জল সরাসরি—বিষয়টা ভাবতে কেমন লাগছে! দুধে জল মেশানো অসাধুদের পুরোনো অভ্যাস। কিন্তু সেটি যদি হয় টিউবওয়েলের জল, তবু তা মানা যায়; অথচ একেবারে শীতলক্ষ্যার দূষিত ঘোলাজল মেশানো হচ্ছে। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়িয়েছে? ভেজাল নয়, জঘন্যভাবে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম দুধ–ঘি–ডিম–চাল বানানোর কথাও জানতে পেরেছি আমরা। ভেজাল চাল নিয়েও কদিন আগে এমন সংবাদ আমরা খবরের কাগজ মারফত জানতে পেরেছি। প্যাকেটজাত দুধের অবস্থা আরও ভয়ংকর। প্যাকেটজাত দুধ–দইয়ে কীটনাশক, সিসা, অ্যান্টিবায়োটিক এসব মেশানো হচ্ছে!

এভাবে প্রতিটি জিনিসেই ভেজাল দিচ্ছে অসাধুরা, যার শত শত দৃষ্টান্তও রয়েছে। পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হলে আরও অনেক ধরনের খাবারের বিষক্রিয়া ধরা পড়বে। বেরিয়ে আসবে মিশ্রিত বিষাক্ত কেমিক্যালের নামও। খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও প্রসাধনী সামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল দিয়ে আসল জিনিসের চেহারাও পাল্টে দেওয়া হচ্ছে, ফলে আসল–নকল চেনাই কঠিন হয়ে পড়েছে এখন।

একই অবস্থা দেশের কিছু কিছু নামিদামি হাসপাতালগুলোতেও। মেয়াদোত্তীর্ণ ও নকল ওষুধে সয়লাব। মাঝেমধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত এসব হাসপাতালকে বিপুল অঙ্কের টাকাও জরিমানা করেছেন। তাতেও কাজ হয়নি; বরং তাদের কাজ তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসার নামে রোগীকে শেষ করে দিচ্ছেন। এই অপচিকিৎসা থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশু কিংবা গর্ভবতীরাও। এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই বলা যায়, ভেজাল খেয়ে জটিল রোগ বাঁধিয়ে শেষ আশ্রয়স্থলে গিয়েও নিস্তার নেই; সেখানেও একই অবস্থা। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের আর ভরসাস্থল রইল কোথায়! ভেজালের আগ্রাসন, হাসপাতালে দুর্নীতি—সব মিলিয়ে বেঁচে থাকাটাই এখন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।

তাই আমাদের একটাই দাবি—ভেজালের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কোনোভাবেই যেন ছাড় দেওয়া না হয়। শুধু জেল–জরিমানাই নয়, আরও কঠিন কিছু বিধান রেখে আইন পাস করা উচিত বলে মনে করছি আমরা। না হলে ভেজালের পুনরাবৃত্তি এড়ানো সম্ভব হবে না।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট



ELECTION COMMISSION 2025

Election of Executive Committee 2025-2027

SYLHET M.C. & GOVT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC

সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্

Dear Members,

Please be informed that as per Article-V of the constitution of Sylhet M.C. & Govt College Alumni Association of USA Inc, the Election Commission is hereby soliciting nominations for the 21 Executive Committee positions from the LIFE MEMBERS of the Association (As per Article III, Sec B(vi) of the constitution)

ELECTION SCHEDULE

Date : December 28, Sunday 2025 Time : 11 AM - 7 PM

Place : Will be notified

- Collection of Nomination Package by the intending candidate or by his/her representative from Hello Bangladesh Restaurant 30-05 36th Ave, Astoria, NY 11106) on Nov. 21, Friday, 2025 3PM TO 5PM Package fee $50 payable cash only.
- Submission of Nomination by the intending Candidate or by his/her representative on November 30, Sunday 2025 5 PM - 7 PM at HALAL DINER (84-47 Parsons Blvd, Jamaica, NY 11432)
- Publication of eligible candidates list: November 30, Sunday 2025 by 8 pm to 10 pm.
- Withdrawal of Nomination on December 03, Wednesday 2025 at Hello Bangladesh Restaurant 30-05 36th Ave, Astoria, NY 11106 by 5pm to 7pm.

NON-REFUNDABLE NOMINATION FEE SCHEDULE:

(MONEY ORDER OR CASH ONLY)

- President $500.00
- Vice President (1st) $400.00
- Vice President (2nd) $400.00
- Vice President (3rd) $400.00
- General Secretary $400.00
- Assistant Secretary (1st) $350.00
- Assistant Secretary (2nd) $350.00
- Treasurer $300.00
- Office Secretary $300.00
- Cultural Secretary $300.00
- Sports Secretary $300.00
- Publication Secretary $300.00
- Executive Members (9 position) ..... $200.00 each

Rules & Regulations

1. The candidates must follow the requirements and restrictions of the constitution of Sylhet M.C. & Govt College Alumni Association of USA Inc.
2. The candidates must submit two copies of passport size photo along with the nomination papers.
3. The candidates must submit their nomination papers (stamped and signed by the election commission).
4. The candidates are allowed to assign their agents during the election by presenting the agent form supplied by the election commission.
5. Candidates for the position of President and General Secretary must be present in person before the commission, and sign a "SWORN AFFIDAVIT FORM' to comply with Article IV, section A (ii & iv) in order to submit their nomination form.
6. Each and every candidate must be a listed 'LIFE MEMBER' of the organization and have to mention their Life Membership number in the nomination form from the updated Life Member list published by the Executive Committee (A copy will be included in nomination package)
7. No candidate shall submit nomination for more than one position. If anyone does so, all of their submitted nomination will be cancelled.
8. The voters must follow the constitution of the Sylhet M.C. & Govt College Alumni Association of USA, Inc.
9. The voters must present their valid photo ID before the election commission at the time of casting their votes.
10. No poster or publicity is allowed within 100 yards of election center.
11. Any complaint regarding the election must be addressed to the election commission in writing within 24 hours of the completion of the election. The commission will investigate the complaint and announce its decision within a reasonable time.
12. Any voter with incomplete information in the voter list may not cast their votes. The commission will have the right to take decision about such voter.
13. In all matters related to election, the decision of the election commission will be final.

To hold a free and fair election, the commission requests everyone to cooperate in this regard.

Ashif Chowdhury	Moinul Hoque Chowdhury Helal	Tufael Chowdhury
Member	Chairman	Member
917-741-3308	860-938-6718	917-859-4727

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত



Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাংলাদেশের রাজনীতি ও ফেব্রুয়ারির নির্বাচন

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড

আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে ঘিরে পুরনো এবং নতুন দুটি শক্তির মধ্যে সংঘর্ষকে গভীরতর করছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক অভূতপূর্ব ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। এই ঘটনা কেবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে ঘিরে পুরনো এবং নতুন দুটি শক্তির মধ্যে সংঘর্ষকে গভীরতর করছে।

বিচারপথ এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার — দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই এ রায় অত্যন্ত আলোচিত। ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ আনে যে ২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্টে জনবিক্ষোভ দমন করার সময় শেখ হাসিনা, তার সরকারের উচ্চ পর্যায় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হেলিকপ্টার, ড্রোন ও প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, নিরপেক্ষ প্রতিবাদকারীদের ওপর গুলির নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই সহিংসতার জন্য সর্বোচ্চ দায়ভার বহন করেন।পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার একটি মামলা রয়েছে।

হাসিনার প্রতিক্রিয়াও এসেছে দ্রুত এবং তীব্র। রায়কে "পক্ষপাতদুষ্ট" ও "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলা হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে। তার ভাষায়, এই পুরো বিচার প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, এবং এটি আদতে তাঁর রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ অপসারণের একটি কৌশল।

এর মধ্যেই একটি বাস্তবতা আরও গভীর উদ্বেগ তৈরি করছে: আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ। মধ্যবর্তী সরকারের অধীনে, দেশটিতে আইনপ্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ঘোর পরিবর্তন করছে। রিসোর্স অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে আওয়ামী লীগের সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে "অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণ" দেখিয়ে। এই নিষিদ্ধাজ্ঞা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিশেষ করে যখন নির্বাচন দরজায়; ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ সাধারণ নির্বাচন ঘিরে সম্ভাব্য উত্তেজনা এবং বিতর্ক আগেই তীব্র।

এখানে শুধু নির্বাচনের প্রতিযোগিতা নয়; নেতৃত্বের অভাবও এক বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচন করতে না পারে, দেশে ভিন্ন মত ও আদর্শের লোকজনের রাজনৈতিক অবস্থান কী হবে? পরিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হবে কাদের মধ্যে? নাকি ভবিষ্যতেও একটি একদলীয় রাজনীতির পরিস্থিতি গড়ে উঠবে? এই প্রশ্নগুলো ভোটারদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই রায় বহুল আলোচিত হয়েছে। অনেক বিশ্লেষক বলছেন, এটি বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসন ও তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সংকটে ফেলতে পারে। বিশেষত তখন, যখন এটি নির্বাচনকালীন সরকার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। ইতিহাসবিদ যারা রাজনীতি ও বিচার মিলনের গতিবিধি অধ্যয়ন করেন, তারা বলছেন, রাজনৈতিক শাস্তি আইনগত বিচার হলেও, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে, জনমতের দিকেও এই রায়ের ঝড় ধরা দিচ্ছে। অনেক সমর্থকের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ভোটাররা ভীত যে, সম্ভাব্য নির্বাচন হবে দখল-পুনর্বিন্যাসের মাধ্যম, সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার নয়।

তবে কিছু বিশ্লেষক এটিও বলছেন যে, এই রায় একেবারেই রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য পুনর্নির্ধারণের একটি কৌশল। গত বছরের আন্দোলন এবং ক্ষমতা পরিবর্তনের পর, মধ্যবর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এটি একটি সংকেত হতে পারে — "পুরাতন শাসকদের বিরুদ্ধে শক্তি আছে, আইনি এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে।" কিন্তু এই কৌশল কেবল রাজনীতিতে জয়লাভ করা নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদে সরকারের প্রতি জনমতের বিশ্বাসকে আক্ষরিক পরীক্ষার মুখে ফেলেছে।

নির্বাচনের সূচনার আলোকচিত্র ইতিমধ্যেই বদল শুরু করেছে। অনেক রাজনৈতিক অঙ্গীকার জাতীয় পুনর্গঠনের, যে পুনর্গঠন হবে বিচারপ্রতিষ্ঠান, নির্বাচন কমিশন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বচ্ছতার ভিত্তিতে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কি শুধুই বাক্যভঙ্গি হয়ে থাকবে, নাকি প্রকৃত রূপ পাবে? ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে এই প্রশ্নই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গঠনকে নির্ধারণ করবে।

এখন সময় এসেছে — বিচারকার্য এবং রাজনীতি একে অপরের প্রতিপক্ষ না থেকে, নতুন সংলাপের মধ্য দিয়ে গঠনের অংশ হোক। দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে এমন প্রক্রিয়ায় যা জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। কারণ, শুধু একটি রায় বা একটি নির্বাচনই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন একটি পুনর্মিলন, একটি নতুন শুরু — যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক শক্তি এবং প্রতিটা নাগরিক স্বীকৃত হবে এবং নিরাপদে অংশ নিতে পারবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়।

ফিরল তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা

ঢাকা অফিস

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে আনা ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে ১৪ বছর আগে দেওয়া রায় পুরোটাই বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ।

ওই রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল মঞ্জুর ও এ-সংক্রান্ত রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) আবেদন নিষ্পত্তি করে বৃহস্পতিবার রায় দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগ সর্বসম্মতিতে এ রায় দেন। রায়ে বলা হয়, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার–সম্পর্কিত বিধানাবলি এই রায়ের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় করা হলো। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারসংক্রান্ত বিধানাবলি ভবিষ্যৎ প্রয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতেই কার্যকর হবে বলে রায়ে এসেছে।

এই সংশোধনী বাতিল করে ১৪ বছর আগে (২০১১ সাল) রায় দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প-মামদানির সাক্ষাৎ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নবনির্বাচিত মেয়রের মুখপাত্র ডোরা পেকেক এক বিবৃতিতে ট্রাম্প-মামদানির মধ্যকার অনুষ্ঠেয় বৈঠকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এক বিবৃতিতে ডোরা পেকেক বলেন, প্রথা অনুযায়ী, নবনির্বাচিত মেয়র হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনা করছেন। বৈঠকে জননিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নাগরিকদের সাশ্রয়ী জীবনযাপনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

বৈঠক নিয়ে ট্রাম্পের কাছ থেকে ঘোষণা আসার আগে মামদানি নিজেও বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি এমএস নাউকে বলেন, তাঁর দল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক আয়োজনের জন্য হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

সাক্ষাৎকারে মামদানি বলেন, আমরা হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। নিউইয়র্কবাসীর কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পূরণ করার জন্য আমার দল এ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমি যেকোনো ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করতে প্রস্তুত। তবে শর্ত হলো, তা ৮৫ লাখ মানুষের কল্যাণে হতে হবে। যাঁরা এ শহরকে নিজেদের বাড়ি মনে করেন, আর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরে জীবন যাপন করতে সংগ্রাম করছেন।

ট্রাম্প ও মামদানির মধ্যকার অনুষ্ঠেয় এ বৈঠক তাদের মধ্যে কয়েক মাস ধরে চলা তিক্ততার অবসান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত জুন মাসে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে মামদানির জয়ের পর থেকে তাঁরা পরস্পরের তীব্র সমালোচনা করে আসছেন।

মামদানিকে 'ছোট্ট কমিউনিস্ট' বলে আক্রমণ করেছিলেন ট্রাম্প। নিউইয়র্কবাসী যাতে মামদানিকে ভোট না দেন, সে জন্য তিনি তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন। মামদানি জিতলে নিউইয়র্ক শহরের জন্য ফেডারেল তহবিল কমানোর হুমকি দিয়েছিলেন তিনি।

অন্যদিকে নির্বাচিত হয়েই জোহরান মামদানি নিজের বিজয় ভাষণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একহাত নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প, যেহেতু আমি জানি, আপনি দেখছেন, আপনার জন্য আমার চারটি শব্দ বলার আছে—আওয়াজ বাড়ান।'

শান্তিপূর্ণ ভোটে সামরিক বাহিনীর সহায়তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপদেষ্টা আরও বলেন, এটি নির্বাচন একটি বড় প্রয়াস, অভ্যুত্থান থেকে নির্বাচনের পথে যাত্রা। এটি হবে শান্তিপূর্ণ, উৎসবমুখর, আনন্দ ও মিলনের সময়। মানুষ তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারবে।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস ডিএসসিএসসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিদেশি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশের একতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনের কারণে দ্রুত সংকট উত্তরণ এবং জাতিকে স্থিতিশীল করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, 'এই একতার কারণে আমরা দেশের সব আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে পেরেছি, কারণ সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।'

সংস্কারমূলক কর্মসূচির প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের অঙ্গীকার প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'যদি আমরা অতীতে ফিরে যেতাম, সব ত্যাগ বৃথা যেত। আমাদের স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলতে হবে। এই ছিল সংস্কারের সংকল্প। সংস্কার একটি বিষয়, কিন্তু তা ঠিকমতো সম্পন্ন করতে হবে, যাতে আমরা আর কোনো ভুল না করি; এটিও জানা জরুরি।'

গত বছরের জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত অপরাধের বিচার প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'যারা আমাদের বিরুদ্ধে এ ভয়াবহ অপরাধ করেছে, তাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।'

ডিএসসিএসসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিদেশি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'আপনাদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের শক্তিশালী বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কের উজ্জ্বল প্রতিফলন। আশা করি, ভবিষ্যতেও স্টাফ কলেজ ও বাংলাদেশের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।'

ড. ইউনূস তাঁর বক্তব্যে সামরিক শিক্ষায় উৎকর্ষের স্তম্ভ হিসেবে ডিএসসিএসসির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং নেতৃত্ব গঠনে প্রতিষ্ঠানটির প্রতি জাতির আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেন। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্নকারী অফিসারদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা তাঁদের এই কোর্সে অর্জিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সংকল্প দেশের অগ্রগতিতে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন।

ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে। এখন তিনি ভারতে আছেন। কিন্তু বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ দমনের জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। যেই দমন নীতিই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।

২০২৪ সালের আন্দোলনে তিনি দেশ ছাড়েন। অন্তর্বর্তী সরকারে আসেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে এক ধরনের কূটনৈতিক সঙ্কট চলছে। হাসিনাকে ফেরত চাইছে ঢাকা। তবে দিল্লি তাতে রাজি নয়। ফলে হাসিনাকে দেয়া মৃত্যুদণ্ডের রায় বাস্তবায়ন করা কার্যত অসম্ভব।

ভারত যেটিকে মানবিক আশ্রয় ভেবেছিল সেটি এখন কঠিন পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। পুরনো মিত্রের জন্য ভারত কতদূর যাবে এবং কতটা কূটনৈতিক মূলধন খরচ করবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পর্যবেক্ষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ভারতের সামনে চারটি অপ্রত্যাশিত বিকল্প রয়েছে। তারা হাসিনাকে ফেরত দিতে পারে। অথবা বর্তমান অবস্থায় থাকা, তবে সামনে নির্বাচিত সরকার এলে ভারতের জন্য এটা ঝুঁকি তৈরি করবে। আরেকটি দিক হলো- হাসিনাকে চুপ থাকতে বলা। যদিও তিনি এটা মানবেন না। আবার দিল্লিও এ বিষয়ে জোর করবে না। সর্বশেষ বিকল্প হচ্ছে- হাসিনাকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানো। তবে এখানে আইনগত ঝামেলা ও নিরাপত্তার বিষয়টি আছে। এক্ষেত্রে খুব কম দেশই এমন একজনকে গ্রহণ করতে রাজি হবে।

হাসিনার প্রত্যর্পণ ভারতীয় রাজনীতিতে অকল্পনীয়। ক্ষমতাসীন অথবা বিরোধী পক্ষই তাকে বন্ধু মনে করে। ভারত গর্ব করে যে তারা বন্ধুদের বিপক্ষে যায় না। দুই দেশের সম্পর্কের গভীরতা ও অসমতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। কারণ এই সম্পর্কের জন্ম ভারতের ভূমিকার মধ্যেই।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। ভারতও বাংলাদেশের বড় রপ্তানি বাজার। বার্ষিক বাণিজ্য প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ বড় বাণিজ্য ঘাটতিতে থাকে এবং ভারতীয় কাঁচামাল, জ্বালানি ও ট্রানজিটের ওপর নির্ভরশীল। ভারত গত এক দশকে ৮–১০ বিলিয়ন ডলারের স্বল্পসুদের ঋণ দিয়েছে। রেল সংযোগ, বিদ্যুৎ, তেল ও এলএনজি সরবরাহ করেছে। এমন সম্পর্ক কোনো পক্ষই সহজে ছাড়তে পারবে না।

> হাসিনার প্রত্যর্পণ ভারতীয় রাজনীতিতে অকল্পনীয়। ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী পক্ষ দুই-ই তাকে বন্ধু মনে করে। ভারত গর্ব করে যে তারা বন্ধুদের বিপক্ষে যায় না। দুই দেশের সম্পর্কের গভীরতা ও অসমতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় ভারদ্বাজ বলেন, দুই দেশ পানি, বিদ্যুৎসহ বহু ক্ষেত্রে পরস্পরনির্ভরশীল। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে চলা কঠিন। অনেকে মনে করেন, ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার এখন দ্রুত তাদের পররাষ্ট্রনীতি পুনর্গঠন করছে।

সিঙ্গাপুরের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, সরকারের প্রথম দিকের কূটনৈতিক পদক্ষেপ ছিল 'ডি-ইন্ডিয়ানাইজেশন'। আগে যে সরকার ভারতকে সব ফোরামে অগ্রাধিকার দিত। সেক্ষেত্রে এখন তারা বিচার বিভাগীয় আদান–প্রদান বাতিল করছে, ভারতীয় জ্বালানি চুক্তি পুনর্বিবেচনা করছে, সংযোগ প্রকল্প ধীর করছে। পাশাপাশি চীন, পাকিস্তান ও তুরস্কের দিকে ঝুঁকছে।

বার্তাটি স্পষ্ট। বাংলাদেশ এখন কৌশলগতভাবে ভিন্ন দিকে সরে যাচ্ছে। জনমতেও এই পরিবর্তন ধরা পড়েছে। ঢাকার একটি জরিপ বলছে—৭৫ শতাংশ মানুষ চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে ইতিবাচকভাবে দেখে। যা ভারতের ক্ষেত্রে মাত্র ১১ শতাংশ। অনেকে মনে করেন, দিল্লি হাসিনার শেষ বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসনকে সমর্থন করেছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, রাজনৈতিক সম্পর্ক বদলালেও বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া–সম্পর্ক সাধারণত স্থিতিশীল থাকে। বিএনপি–জামায়াত সরকারের সময়েও দুই দেশের বাণিজ্য বেড়েছিল। ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ শুধু নির্বাসিত এক মিত্রকে সামলানো নয়, বরং এমন এক প্রতিবেশীকে ধরে রাখা যা তাদের নিরাপত্তার কেন্দ্র। বিশেষ করে সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং উত্তর–পূর্বাঞ্চলে প্রবেশাধিকারের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত ৪০৯৬ কিলোমিটার। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাংলাদেশ অস্থির হলে বাস্তুচ্যুতি বা চরমপন্থা বাড়তে পারে। লন্ডনের এসওএএসের অধ্যাপক অবিনাশ পালিওয়াল বলেন, ভারতকে এখন তাড়াহুড়ো করা যাবে না। ঢাকার সকল রাজনৈতিক পক্ষ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে নীরব ও ধৈর্যশীল কূটনীতি প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, আগামী ১২–১৮ মাস সম্পর্ক অস্থির থাকবে। নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিই নির্ধারণ করবে সম্পর্কের গতি কোন পথে। যদি অন্তর্বর্তী সরকার বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে পারে এবং নতুন সরকার আসে তবে সম্পর্ক পুনরায় গড়ার সুযোগ তৈরি হবে।

দিল্লি এখন শুধু তাৎক্ষণিক কৌশল নয় বরং বড় নীতি নিয়ে ভাবছে। কীভাবে মিত্রদের আশ্বস্ত করবে যে ভারত পাশে থাকবে কিন্তু মানবাধিকার বিতর্কে জড়াবে না। পালিওয়াল বলেন, এ সমস্যার সহজ সমাধান নেই। মূল প্রশ্ন হলো ভারত কেন এমন পরিস্থিতিতে পড়ল? দিল্লি কি হাসিনার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর হয়ে ভুল করেছে?

বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, ক্ষমতায় যারা থাকে, যারা বন্ধুসুলভ, তাদের সঙ্গেই কাজ করা হয়। পররাষ্ট্রনীতি জনমত বা নৈতিকতায় চলে না। ভারতের পক্ষেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ভারত এই রাজনৈতিক ফাটল মেরামত করতে পারবে কি না তা অনিশ্চিত। অনেক কিছু নির্ভর করছে বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারের ওপর। নতুন সরকার হাসিনা ইস্যুকে কতটা প্রভাব ফেলতে দেবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সম্পর্ক জিম্মি হয় অগ্রগতি কঠিন হবে।

শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফিরিয়ে আনতেও সহায়তা চাওয়া হবে। পুলিশের সূত্র জানায়, নতুন এই চিঠির সঙ্গে এই দুজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ের কপিও যুক্ত করা হবে। এ জন্য রায়ের কপি হাতে পেলেই চিঠি পাঠানোর কাজ শুরু করবে পুলিশ। এর আগে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থাটিকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির জন্য দুই দফা চিঠি দিয়েও সাড়া পায়নি পুলিশের এনসিবি। ইন্টারপোল ওই নোটিশ জারির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চেয়েছিল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত সোমবার মানবতাবিরোধী অপরাধের ওই মামলায় তিনটি অভিযোগে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং দুটি অভিযোগে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে রায় দেন। তাঁরা দুজনেই পলাতক। শেখ হাসিনা গত বছরের ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও ৫ আগস্টের পর ভারতে চলে যান। দুজনে বর্তমানে সে দেশেই অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকরের দাবি উঠেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এইচ এম শাহাদাত হোসাইন জানান, শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর উদ্যোগ আগে থেকেই ছিল। তখন মামলা বিচারাধীন থাকায় দণ্ডের বিষয়টি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়নি। এখন যেহেতু মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে, তাই নতুন তথ্য যুক্ত করে আবার চিঠি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও সেই চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ফেরত পাওয়া কঠিন হতে পারে। এ কারণে সরকার ইন্টারপোলের মাধ্যমে প্রচেষ্টায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও পৃথকভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। রায় ঘোষণার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, শেখ হাসিনাকে ফেরাতে ইতিমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে আরও চিঠি দেওয়া হবে।

পুলিশ সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, রাজনৈতিক কারণে নয়, বরং একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। আগের চিঠির সময়ে তিনি শুধু পরোয়ানার আসামি ছিলেন, এখন তিনি দণ্ডিত। ইন্টারপোলের নোটিশ জারির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।





হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা

যুক্তরাষ্ট্র

সভায় সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পাঁচ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের ফ্লোরাল পার্কে গোল্ডেন ইয়ার্স কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা। গত ১৪ই নভেম্বর (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে রাত ১১:৩০ পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এই সভায় ১৫০ জনেরও অধিক সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী অংশগ্রহণ করেন। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নবেন্দু দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোপের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের তিন সভাপতি ডা. টমাস দুলু রায়, ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য, রণবীর বড়ুয়া এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সুশীল কুমার সাহা।

সভা শুরু হয় সংখ্যালঘু নির্যাতনে নিহতদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং "দেখ আলায় আলো আকাশ..." গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। পরে বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত ভোরের কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং নারায়ণগঞ্জের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর প্রদীপ ভৌমিক দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্য শুরু হলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছয় পৃষ্ঠার একটি ব্রোশার বিতরণ করা হয়, যেখানে ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্টের পর থেকে সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের সংখ্যাগত বিবরণ, ধর্ষণ-হত্যার ঘটনা, গঙ্গাছড়া, অভয়নগর, হাজারিগলি, পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০০ বৌদ্ধ পরিবারের বসতি ধ্বংস, ক্রিসমাস ঈভে ১৭টি খ্রিষ্টান বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, এবং গুইমারায় নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদে তিন মারমা তরুণকে গুলি করে হত্যার বিবরণ সচিত্র উল্লেখ ছিল।

পরবর্তীতে ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউএসএ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, গীতা সংঘ, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ, রাধামাধব মন্দির, মহামায়া মন্দির, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ও হিন্দু হেরিটেজ অব নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন। পাশাপাশি বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও দেশের সংখ্যালঘু সুরক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানান এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পাশাপাশি ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা, রামু, নাসিরনগর, মুরাদনগর, সাঁথিয়া, নানুয়ার দিঘীর পাড়সহ অতীতের ভয়াবহ নির্যাতনের ইতিহাসও নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শিতাংশু গুহ, ড. জিতেন রায়, ড. সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার, রূপকুমার ভৌমিক, প্রদীপ মালাকার, তপন সেন, রীণা সাহা, নির্মল পাল, রমেশ নাথ, রণবীর বড়ুয়া, ড. টমাস দুলু রায়, ভজন সরকার প্রমুখ।

সভায় সংগঠনের সভাপতি ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য সভার পক্ষ থেকে ছয়টি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, যা উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এসব প্রস্তাবে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কাছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা স্থগিতের আহ্বান জানানো হয়—এবং সাম্প্রতিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা, সহায়তা ও ব্যর্থতার নির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সংখ্যালঘু নির্যাতন স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ শূন্য সহনশীলতার নীতি ঘোষণা, অপরাধীদের দ্রুত বিচার, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যালঘু সুরক্ষায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

Investors wanted

Investors wanted for entertainment ventures.

We offer a 40% return on your money in 12 months, please call for more information:

(917) 704-4843

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্যপদ গ্রহণ ও গঠনতন্ত্র সংশোধনী আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর , রোববার ২০২৫

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌কের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল প্রবাসীরা এই সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী, অথচ এখনও আজীবন সদস্য হননি অথবা ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত সাধারণ সদস্যপদ নবায়ন করেননি, তাদেরকে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আজীবন বা সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সভার নিয়মিত কার্যসূচির পাশাপাশি সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে আরও আধুনিক, বাস্তবসম্মত এবং প্রজন্ম-উপযোগী রূপে রূপান্তর করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা সকল আজীবন ও সাধারণ সদস্যের কাছে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত আপনাদের মতামত, প্রস্তাব ও পরামর্শ আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে গঠিত কমিটির নিকট অথবা বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের যে কোনো কর্মকর্তার নিকট জমা দেন।

চাইলে সংগঠনের ই-মেইল (info@bangladeshsocietyinc.com) ঠিকানায়ও লিখিত মতামত ও পরামর্শ পাঠাতে পারেন। কমিটি শুধুমাত্র ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত লিখিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবে এবং সেগুলোর আলোকে সংশোধনের খসড়া সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

উল্লেখ্য, সাধারণ সভার দিন কোনো মৌখিক বা লিখিত নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ হোসেন খান
চেয়ারম্যান, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫৮৪-৭৮০৮

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫৭৬-৬৩২৩

সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৬৪৬-৩৫০-৯৮৭০

এম আর খান সেলিম
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৬৪৬-২৮৬-৯২৫৬

মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

রিজু মোহাম্মদ
সদস্য, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি
৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, *প্রচার সম্পাদক*

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকর চান শহীদদের পরিবার

নিউজ ডেস্ক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে শহীদ ও আহতদের পরিবার। গত সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার পর শহীদ ও আহতদের স্বজনরা আবেগাপ্লুত হয়ে রায় কার্যকরের আহ্বান জানান।

রায় ঘোষণার পরে বিভিন্ন জায়গার স্বজনরা জানান, যাদের সন্তান, ভাই বা স্বজন হারিয়েছে, তারা শুধু রায় শুনে শান্ত হতে পারছেন না। রায় বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন ও দাবি থামবে না। অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের পাঁচ বছরের সাজা নিয়ে। শহীদ মীর মুগ্ধের ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ জানান, হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ে তারা সন্তুষ্ট হলেও আইজির বিরুদ্ধে দেওয়া সাজা তাদের প্রত্যাশার তুলনায় অত্যন্ত কম। তিনি বলেন, ওই রায়ের বিরুদ্ধে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করবেন এবং মামুনের ন্যূনতম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত।

রায় ঘোষণার পর শহীদ সৈয়দ মুনতাসির রহমানের বাবা সৈয়দ গাজীউর রহমান বলেন, শেখ হাসিনার গুম ও হত্যার অপরাধের বিচার কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তার ভাষায়, শেখ হাসিনার গুনাহের জন্য "চৌদ্দ হাজার বার ফাঁসিও যথেষ্ট নয়", যদিও মানুষকে একবারের বেশি ফাঁসি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বলেন, মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই প্রকাশ্যে কার্যকর করা উচিত, যাতে মানুষ ন্যায়বিচারের স্বস্তি অনুভব করতে পারে। গাজীউর রহমান জানান, তার ১৪ বছরের ছেলেকে যাত্রাবাড়ীতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল—একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে দেশ একটি "স্বর্ণের টুকরা" হারিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শহীদ হাফিজুল শিকদারের বাবা আবু বকর সিদ্দিকও একই দাবি জানান। তার ছেলে গত বছরের ২০ জুলাই বাড্ডা



পোস্ট অফিস মোড়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তিনি বলেন, শুধু রায় দিলেই হবে না, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বাংলার মাটিতে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। এতে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জুলাই আন্দোলনে নিহত নাফিসা হোসেন মারওয়ার বাবা আবুল হোসেন বলেন, মেয়েকে আন্দোলনে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে সাভারের নানার বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেও সে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। তিনি বলেন, এ হত্যার সাক্ষী পুরো জাতি। তাই রায় দ্রুত কার্যকরের বিকল্প নেই।

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার শহীদ পরিবারও শেখ হাসিনাকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দাবি জানিয়েছে। শহীদ ফয়সাল আহাম্মেদ শান্ত, আব্দুল্লাহ আল আবির ও রাকিব হোসেনের পরিবারের সদস্যরা বলেন, আদালতের রায় যথেষ্ট নয়—এটি বাস্তবায়নই মূল বিষয়। তারা কোনো দেরি বা গড়িমসি দেখতে চান না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের ভিপি সাদিক কায়েম রায় ঘোষণাকে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি "ঐতিহাসিক মুহূর্ত" বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই রায়ের মধ্য দিয়ে জুলাইয়ের প্রজন্মের বিজয় হয়েছে এবং শহীদদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে আইজির পাঁচ বছরের সাজায় তিনি সন্তুষ্ট নন। তার দাবি, শেখ হাসিনাকে ইন্টারপোলের সহযোগিতায় দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

দুই চোখ হারানো জুলাইযোদ্ধা আমজাত বলেন, শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাস্তবে এটি কার্যকরের অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। আহত সাব্বির আহমেদ রায়কে "শুভংকরের ফাঁকি" হিসেবে উল্লেখ করেন। তার মতে, উপস্থিত আসামিকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়ে পলাতক আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দিলে তা যথাযথ বিচার নয়, যতক্ষণ না ফাঁসি কার্যকর হচ্ছে।

মৃত্যুবরণকারী সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়র মা সামসি আরা জামান বলেন, আন্তর্জাতিক মহলের কাছে তাদের অনুরোধ, কেউ যেন এই খুনিদের আশ্রয় না দেয়। তিনি সরকারের কাছে দ্রুত রায় কার্যকরের আহ্বান জানান। চিকিৎসক সাক্ষী ডা. মাহফুজুর রহমান জানান, নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে ৫৭৫ জন আহত জুলাই যোদ্ধার চিকিৎসা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩৪ জন মারা যায়। তিনি আদালতে লোমহর্ষক ভিডিও ও বর্ণনা উপস্থাপন করেন। ডা. জাকিয়া সুলতানা নীলা বলেন, আহতদের চোখ হারানোর যন্ত্রণা ও মানসিক ট্রমা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, এখন তাদের পুনর্বাসনই তার দাবি।

দেশের বিভিন্ন স্থানের শহীদ পরিবারের সদস্যরা বলেন, শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ফাঁসি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তাদের দাবি বহাল থাকবে। অনেকেই উল্লেখ করেন, ফাঁসি কার্যকর হলেই শহীদ পরিবারের ক্ষত কিছুটা প্রশমিত হতে পারে।

এদিকে রায় ঘোষণার পর হাইকোর্টের সামনে 'মঞ্চ ২৪' ব্যানারে শোকরানা নামাজ আদায় করা হয়। সাবেক সেনা কর্মকর্তা লে. কর্নেল হাসিনুর রহমান বলেন, শহীদদের অবদানের প্রতি সম্মান রেখেই রায়ের বাস্তবায়নের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, রায় বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের যুদ্ধ শেষ হবে না।

Tax & Immigration Services



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি



(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



ব্রঙ্কসের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের ফুলেল শুভেচ্ছা সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলামকে

সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলামকে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের ফুলেল শুভেচ্ছা

ব্রঙ্কস

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ব্রঙ্কসের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) ষ্ট্রালিন বাংলাবাজারের হাসান চাইনিজ হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্রঙ্কস কমিউনিটির পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন—ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড–৯–এর সভাপতি মাস্টার অব ল' মোহাম্মদ এন. মজুমদার, বিবিএ সভাপতি এম. ইসলাম মামুন, এনওয়াইপিডির সাবেক সিনিয়র ডিটেকটিভ মাসুদ রহমান, 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' সংগঠনের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন এবং ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড–৯–এর সদস্য এম. ডি. আলাউদ্দিন।

এ সময় নিউইয়র্ক কাগজ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের সদস্য মনোয়ারুল ইসলামের সহধর্মিণী আফরোজা ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া শুভেচ্ছা জানান কমিউনিটি লিডার আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনকের সভাপতি আবদুস শহীদ এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ জামাল হোসেন।

ভোটার হতে প্রথম দিনই নিবন্ধন করলেন চার হাজার প্রবাসী

ঢাকা অফিস

পোস্টাল বিডি অ্যাপ উদ্বোধনের এক দিনেই চার হাজার প্রবাসী নিবন্ধন করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বিশ্বের ২৪টি দেশ থেকে এই অ্যাপে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ৪ হাজার ২৬ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ৩ হাজার ৭৮৩ জন ও নারী মাত্র ২৪৩ জন।

পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোতে এখন নিবন্ধন চলছে। সবচেয়ে বেশি ভোটার নিবন্ধন হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। দেশটিতে ২ হাজার ১৪৪ জন নিবন্ধন করেছেন। পরের অবস্থানে থাকা জাপানে নিবন্ধন করেছেন ৮২৮ জন। ইসি জানিয়েছে, প্রতি মুহূর্তে নিবন্ধিত প্রবাসী ভোটার সংখ্যা বাড়ছে। আগামী ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিশ্বের ১৪৩টি দেশে এ নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে।

এম.সি. ও গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালামনাইয়ের নির্বাচন ২৮ ডিসেম্বর

তফসিল ঘোষণা

ডেস্ক রিপোর্ট

সিলেট এম.সি. ও গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে। অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানের আর্টিকেল–ভি অনুযায়ী 'লাইফ মেম্বারদের' মধ্য থেকে মোট ২১টি পদে প্রার্থিতা গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেছে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, রোববার, সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। ভোট গ্রহণের স্থান পরে জানানো হবে।

তফসিলে জানানো হয়েছে, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে নিউইয়র্কের অ্যাস্টোরিয়ায় হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট থেকে ২১ নভেম্বর, শুক্রবার, বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র নেওয়ার জন্য ৫০ ডলার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কেবল নগদে পরিশোধযোগ্য। জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩০ নভেম্বর, রোববার, বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, একই হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩০ নভেম্বর, রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে, জ্যামাইকা এলাকার হালাল ডাইনারে।

মনোনয়ন ফি ফেরতযোগ্য নয় এবং মানি অর্ডার বা নগদে পরিশোধ করতে হবে। সভাপতি পদের জন্য ফি ৫০০ ডলার। সহ–সভাপতি তিনটি পদসহ সাধারণ সম্পাদক, সহ–সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, অফিস সেক্রেটারি, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদের ফি ৩০০ থেকে ৪০০ ডলার। নির্বাহী সদস্য পদে (৯ জন) ফি ২০০ ডলার করে নির্ধারিত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রার্থীদের সংবিধিতে বর্ণিত সব শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রতিটি প্রার্থীকে পাসপোর্ট–সাইজের দুই কপি ছবি মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং মনোনয়নপত্র কমিশনের স্ট্যাম্প ও স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে।

এমসি কলেজ এলামনাইয়ের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হস্তান্তর

নিউজ ডেস্ক

সিলেট এমসি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএর নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসোসিয়েশনের সভাপতি সফিক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজু এবং সহসভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান তালিকাটি নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দেন।

চূড়ান্ত তালিকা গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল এবং নির্বাচন কমিশনার আসিফ চৌধুরী ও তোফায়েল আহমদ চৌধুরী। এ সময় কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে সংশোধিত সংবিধানের কপিও নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আগামী ২৮ ডিসেম্বর সিলেট এমসি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএএর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা।

শেখ রেহানার স্বামী শফিক সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ঢাকা অফিস



ড. শফিক আহমেদ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার স্বামী ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ৮ কোটি ৬৫ লাখ ৪১ হাজার ৬০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনছে সংস্থাটি।

বৃহস্পতিবার দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার অনুমোদনের বিষয়টি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া বাদী হয়ে মামলাটি করবেন।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, শফিক আহমেদ সিদ্দিকের অর্জিত সম্পদের মূল্য ১৭ কোটি ৯৭ লাখ ৯১ হাজার ৬৪২ টাকা। এই সম্পদের বিপরীতে তাঁর ৯ কোটি ৩২ লাখ ৫০ হাজার ৫৮২ টাকার আয়ের উৎস পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবৈধ আয়ের পরিমাণ ৮ কোটি ৬৫ লাখ ৪১ হাজার ৬০ টাকা।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউবিটি) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন, ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চের চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকালে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেন শফিক আহমেদ সিদ্দিক।

মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারায় অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে জানায় দুদক।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

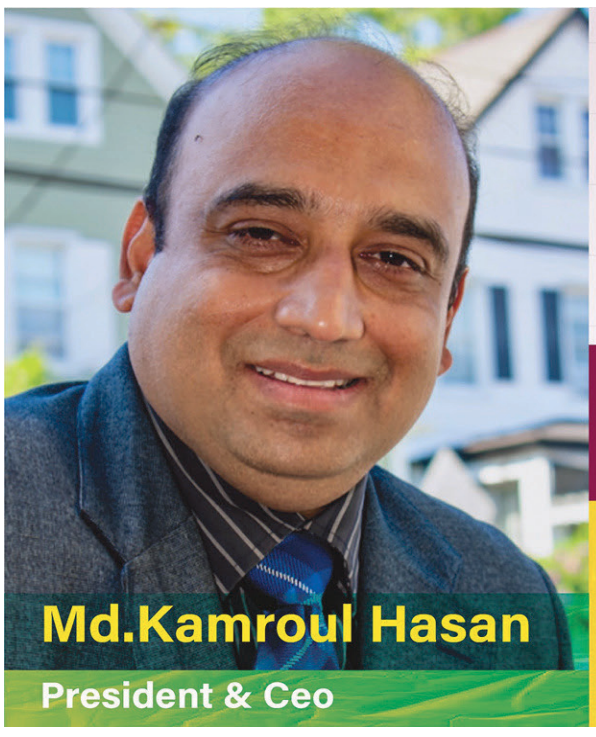
পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়



PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462



নিউইয়র্কে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে "যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি: গণমাধ্যমের ভূমিকা" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। শনিবার স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি এবং সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ও লেখক দর্পণ কবীর।

সেমিনারে আলোচনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, সাংবাদিক ও নাট্যকার সাঈদ তারেক, লেখক ও কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক প্রবাসের সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, প্রবাস নিউজ সম্পাদক শামীম আহমেদ, সাউথ এশিয়ান টাইমস সম্পাদক দীপক আচার্য, প্রথম আলো প্রতিনিধি তোফাজ্জল লিটন, সাংবাদিক মাহামুদুল হাসান পাহলবী ও এক্টিভিস্ট মিজানুর রহমান।

কী-নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন টিবিএন ২৪ টেলিভিশনের পরিচালক ও টকশো উপস্থাপক হাবিব রহমান।

প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ বলেন, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাগুলো আজ সংকটে, পেশাদার সাংবাদিকতার অভাব স্পষ্ট। তিনি লিখিয়ে ও অলিখিয়ে সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, লিখতে পারেন না, এমন সাংবাদিকরা মুখ চালিয়ে সাংবাদিকতা করছে। এছাড়া দায়িত্বহীন প্রতিবেদন, পকেট টিভি, অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যমে যাচাই-বাছাইবিহীন খবরের ছড়াছড়ি গণমাধ্যমের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী সমাজ এক কঠিন সময় পার করছে এবং এই সময়ে গণমাধ্যমের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও দ্রুত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তারা বলেন, ভুল বা চটকদার সংবাদ পরিবেশন করে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বক্তারা আরও বলেন, বাংলা ভাষার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বর্তমানে নানা সংকটে রয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাংবাদিক ও মিডিয়া মালিকদের ঐক্য, পেশাদারিত্ব এবং দায়িত্বশীলতার বিকল্প নেই। অতীতে যেমন গণমাধ্যম অভিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, ভবিষ্যতেও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে সংবাদকর্মীদের সচেতন থাকার আহ্বান জানান তারা।

জোহরান মামদানির প্রশাসনে কাজ করতে ৫০ হাজার আবেদন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির ট্রানজিশন টিমে মেয়র নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ চাকরির জন্য আবেদন করেছেন।

মামদানির ট্রানজিশন দল জানিয়েছে, তারা সব স্তরের অভিজ্ঞতার মানুষকে আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছে। এতে প্রবেশিক শ্রমিক থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ নীতিনির্ধারকরা অংশ নিতে পারেন, যারা 'ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি সাশ্রয়ী জীবনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়তা করতে চান'। আবেদন জমা দেওয়ার জন্য ট্রানজিশন দলের ওয়েবসাইট transition2025.com ব্যবহার করা হয়েছে।

মামদানি এই বিশাল আবেদন প্রবাহকে 'নিউইয়র্কবাসীর গড়ে তোলা আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন, এটি নাগরিকদের প্রশাসনের প্রতি আস্থার প্রতিফলন।



জোহরান মামদানি

ট্রানজিশন দলের নির্বাহী পরিচালক এলানা লিওপোল্ড এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, '৫০ হাজার আবেদনকারী প্রমাণ করছেন যে তারা সরকারে সব স্তরে এই কাজ এগিয়ে নিতে প্রস্তুত।'

যদিও এখনো স্পষ্ট নয়, মামদানির প্রশাসন নতুন পদগুলো কখন পূর্ণ করবে।

এদিকে, ট্রানজিশন দল মাত্র ৩০ ঘণ্টার কম সময়ে ৭ হাজারের বেশি দাতার কাছ থেকে ৫ লাখ ১৭ হাজার ৯৪৭ ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে, যা আগের মেয়রদের একত্রিত দাতা সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

নিউইয়র্ক সিটির সবচেয়ে কম বয়সী ও প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে মামদানি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নির্বাচনী জয়ের পিছনে মূল ভূমিকা রেখেছে তরুণ ভোটারদের সমর্থন, যারা সাশ্রয়ী জীবনের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সংযুক্ত।

মামদানির নির্বাচনী নীতিমালায় প্রধানভাবে ছিল স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া স্থগিত রাখা, বিনামূল্যে বাস সেবা সম্প্রসারণ এবং নাগরিকদের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

মামদানি প্রাক্তন নিউইয়র্ক গভর্নর অ্যান্ড্রু কিউমোকে পরাজিত করে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি গ্রেসি ম্যানশনে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন।

দুই ব্রিটিশ বাংলাদেশি আইনজীবীকে আইসিটির প্রসিকিউশনে নিয়োগ

ঢাকা অফিস

দুই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) ভিন্ন দুই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি আইনজীবী আফজাল জামী সৈয়দ আলী ও ব্যারিস্টার মুহাম্মদ সাইফ উদ্দীন খালেদ।

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুদ রানার পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী আফজাল জামী সৈয়দ আলীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের স্পেশাল প্রসিকিউটোরিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির বাজেট বাড়িয়ে মামদানির জন্য $৪.৭ বিলিয়ন ঘাটতি তৈরি করলেন অ্যাডামস

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস চলতি অর্থবছরের জন্য শহরের বাজেট $২ বিলিয়ন বৃদ্ধি করে $১১৮ বিলিয়নে নিয়ে গেছেন। এর ফলে আগামী বছর মেয়র নির্বাচিত জোহরান মামদানি-এর জন্য $৪.৭ বিলিয়নের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। যা ২০২৭ সালের বাজেট প্রণয়ের আগে পূরণ করতে হবে।

হঠাৎ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাজেট সংশোধনের ঘোষণাটি এসেছে। সাধারণত নভেম্বরে বাজেট পরিবর্তন সংবাদ সম্মেলন ও বিশদ ব্রিফিং সহ ঘোষণা করা হয়। তবে এবার কোনো বিস্তারিত ব্রিফিং ছাড়াই এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

অ্যাডামসের বাজেট বৃদ্ধিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৫ হাজার নতুন পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ। যা মামদানির পরিকল্পনার বিপরীতে। মামদানি আগেই জানিয়েছেন, তিনি শহরের পুলিশ বাহিনী বর্তমান ৩৪ হাজার সদস্যের স্থিতিতে রাখতে চান।

এছাড়া, অ্যাডামস সম্ভাব্য ফেডারেল তহবিল হ্রাস মোকাবেলার জন্য কোনো পরিকল্পনা করেননি। যা শহরের অর্থনীতিতে বড় চাপ সৃষ্টি করতে পারে। মামদানিকে আগামী ফেব্রুয়ারির ১ তারিখের মধ্যে নতুন বাজেট প্রস্তাব করতে হবে। যা তার প্রশাসনের জন্য প্রথম বড় আর্থিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বাজেট বৃদ্ধির ফলে মামদানিকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর বৃদ্ধি বা অন্যান্য ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করা ছাড়া বিকল্প কম। শহরের নাগরিক এবং ব্যবসায়ীরা নতুন প্রশাসনের আর্থিক নীতি কেমন হবে তা অধীর আগ্রহে দেখছেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

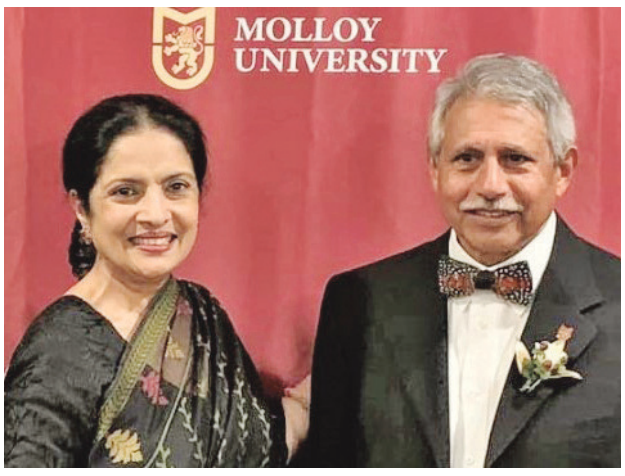
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com



মলোয় ইউনিভার্সিটি সৈয়দ জাকিকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বিখ্যাত মলোয় ইউনিভার্সিটি ৪ নভেম্বর, শুক্রবার, গার্ডেন সিটি হোটেলে প্রথম ইউনিভার্সিটি গালা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি ফিলানথ্রপিস্ট সৈয়দ জাকি হোসেনকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। এই গালা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বৃত্তির জন্য চার লাখ ডলারের বেশি তহবিলও সংগ্রহ করা হয়।

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণকালে সৈয়দ জাকি বলেন, "শিক্ষা সাফল্যের চাবিকাঠি। যদি আপনি উপার্জন করতে চান, আপনাকে শিখতে হবে।" সৈয়দ জাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি হিসেবেও কাজ করছেন। মলোয় ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তারা তাদের বক্তৃতায় বলেছেন, "একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, যিনি কফি ইন্ডাস্ট্রিতে 'কে-কাপস' উৎপাদনে সফল হয়েছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন।" তারা আরও উল্লেখ করেছেন, তার এই অনুদান শিক্ষার্থীদের সর্বশেষ উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও, এই প্রোগ্রামগুলো স্নাতক পাঠক্রমকে শিল্প ও স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে সাহায্য করবে।

সৈয়দ জাকি, যিনি পিনটেইল কফির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, কফি ইন্ডাস্ট্রিতে 'কে-কাপস' নামে ছোট কফি কার্টিজের প্রথম উৎপাদন প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তিনি এই প্রযুক্তি থেকে আয়কৃত অর্থের পুরোটা দান করেছেন দারিদ্র্য উপশম সংস্থাগুলিতে। সৈয়দ জাকি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দান আন্তঃধর্মিক সহযোগিতার একটি উদাহরণ।

সৈয়দ জাকি তাঁর বক্তৃতায় বলেন "আমি প্রথমে একজন মানুষ," আমি মানবতার সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসি। যদি আমি আল্লাহর সৃষ্টিকে খুশি করতে পারি, আমি খুশি হব।" বক্তৃতায় সৈয়দ জাকি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর তিনি শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগের গুরুত্ব আরও বেশি অনুভব করেছেন। গালা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ জাকির জনসেবামূলক কাজের নিত্য সঙ্গী, তাঁর স্ত্রী রাহাত হোসেন।

মামদানির হুঁশিয়ারি

নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে এলে গ্রেপ্তার করা হবে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক


নেতানিয়াহু

নিউইয়র্ক সফরে গেলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শহরটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। বিদায়ী মেয়র এরিক অ্যাডামসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে নিজের এমন অবস্থানের কথা জানান তিনি।

৪ নভেম্বর নির্বাচনে বিপুল ভোটে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হন ৩৪ বছরের মামদানি। আগামী ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের কথা রয়েছে। আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়, ইতিমধ্যেই গাজায় গণহত্যার অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিউইয়র্কে কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মামদানি। গাজায় বেসামরিক মানুষের ওপর ইচ্ছাকৃত হামলা এবং ক্ষুধাকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগে ২০২৪ সালের নভেম্বরে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে পরোয়ান জারি করে আইসিসি। গত সোমবার বিদায়ী মেয়র অ্যাডামসের সঙ্গে সাক্ষাতে মামদানি জানান, ওই পরোয়ানা এখানে বহাল থাকবে। নিউইয়র্কে এলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। পরে এবিসি৭-এর লাইভ অনুষ্ঠানেও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন তিনি। এ সময় নিউইয়র্ককে 'আন্তর্জাতিক আইনের শহর' হিসেবে আখ্যায়িত করেন মামদানি।

মামদানির ভাষায়, 'আমি বারবার বলেছি, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক আইনের শহর। আইন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আইসিসির পরোয়ানা কার্যকর করতে হবে। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কিংবা ভ্লাদিমির পুতিন। কারও জন্যই এর ব্যতিক্রম নেই। আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নই। তিনি নিজের মতো করে আইন বানান। আর আমি বিদ্যমান আইন মেনে চলি।'



আটলান্টায় তিন কবিকে নিয়ে কবিতা ও সংস্কৃতির উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এক মনোরম সন্ধ্যায় মিলিত হলো আটলান্টার বাংলা ভাষাভাষী সমাজ। রোববার (৯ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আটলান্টা বেঙ্গলি কমিউনিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'কবি কণ্ঠে কবিতা' শিরোনামের ব্যতিক্রমী সাহিত্যসম্মিলন। তিন সমকালীন কবি—অংকন বসু, উৎপল দত্ত ও নাহিদ ফারজানাকে ঘিরে এই আয়োজন ছিল পুরোপুরি কবিতাকেন্দ্রিক।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আটলান্টার সুপরিচিত কবি ও আবৃত্তিশিল্পী রাশেদ চৌধুরী। শুরুতেই তিন কবির কবিতার অংশ আবৃত্তি করে তিনি শ্রোতাদের স্বাগত জানান।

রবীন্দ্রসংগীতে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। ক্ষুদে শিল্পী মর্মী বসু পরিবেশন করেন 'সফল কর হে প্রভু আজি এ সভা'। এরপর বাঁশির সুরে পরিবেশ মাতিয়ে তোলেন স্থানীয় শিল্পী মাহবুব মোর্শেদ আনোয়ার।

প্রথম পর্বে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নাহিদ ফারজানা। একাধিক কবিতার ছন্দে-অনুভূতিতে তিনি শ্রোতাদের নিয়ে যান ভাষা ও বেদনার গভীরে। এরপর পর্যায়ক্রমে মঞ্চে আসেন অংকন বসু ও উৎপল দত্ত। তিন কবিই তাদের সৃষ্টিশীল যাত্রা, প্রেরণা ও জীবনদর্শনের কথা ভাগ করে নেন দর্শকের সঙ্গে।

উপস্থাপক রাশেদ চৌধুরীর সংলাপভিত্তিক পরিচিতি পর্বে কবিদের সঙ্গে দর্শকের দূরত্ব আরও কমে আসে। গতানুগতিক পরিচিতির বদলে এই আলাপচারিতা অনুষ্ঠানটিকে করে তোলে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়।

টানা দেড় ঘণ্টা ধরে পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল খালি কণ্ঠে কবিতা পাঠ—যা প্রবাসী জীবনে এক বিরল অভিজ্ঞতা। উপচে পড়া দর্শক পিনপতন নীরবতায় বসে কিংবা দাঁড়িয়ে উপভোগ করেন কবিতার এই অনুষ্ঠান। তাঁদের উৎসাহই প্রমাণ করে—প্রবাসেও বাংলা কবিতার আবেদন অটুট।

অনুষ্ঠানে দুই বাংলার উল্লেখযোগ্য। আয়োজকেরা জানান, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মানুষের এই একাত্মতা প্রবাসী সমাজের শক্তির প্রতীক।

মঞ্চের পাশে সাজানো ছিল তিন কবির গ্রন্থের প্রদর্শনী, যেখানে দর্শকেরা পছন্দের বই সংগ্রহের সুযোগ পান। অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'আলো-প্রদীপ', সাংস্কৃতিক আলোর প্রতীক হিসেবে।

চা-নাস্তার আড্ডায় শেষ হয় সন্ধ্যার আয়োজন। আড্ডা, কবিতা, সুর আর আন্তরিকতার মিলনে এটি হয়ে ওঠে স্মরণীয় এক সাংস্কৃতিক সমাবেশ।

আয়োজকেরা জানান, প্রবাসে নিয়মিত কবিতা-সংস্কৃতি আয়োজনের উদ্যোগকে আরও জোরদার করতেই এই আয়োজন। দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

আটলান্টা বেঙ্গলি কমিউনিটির এই কবিতা উৎসব প্রবাসী বাঙালি সমাজে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা—যা প্রবাসে বাংলা পরিচয়, ঐক্য ও আবেগকে আরও দৃঢ় করবে বলেই প্রত্যাশা।

নিউইয়র্কে হতে যাচ্ছে ৪র্থ ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ও গ্লোবাল ফেয়ার

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪র্থ ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ও গ্লোবাল এসএমই ফেয়ার ২০২৫। দুই দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য মেলা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।

ইউএস–বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (USBCCI) জানিয়েছে, এবারের আয়োজনটি ব্যবসা সম্প্রসারণ, নেটওয়ার্কিং, নতুন বিনিয়োগ–সম্ভাবনা এবং দুই দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। অংশগ্রহণকারীরা উদীয়মান বাজার, প্রযুক্তি, বাণিজ্য নীতি এবং দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ নিয়ে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পাবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৩টায়। প্রতিদিন এক্সপো চলবে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। পুরো আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হবে: ডাবলট্রি বাই হিলটন নিউইয়র্ক লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট, 104-04 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369, USA

আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এই এক্সপোতে যুক্তরাষ্ট্র–বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও



উন্নত করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন বাজার–উদ্ভাবন, অংশীদারিত্ব এবং বিনিয়োগ সুযোগ তুলে ধরা হবে। বিশেষ করে এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য, সেবা ও উদ্ভাবন আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন।

ইউএসবিসিসিআই–এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. লিটন আহমেদ গণমাধ্যমকে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে জানান, মিডিয়ার উপস্থিতি এই আয়োজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "আপনাদের কাভারেজ আমাদের জন্য সম্মানের। আমরা চাই এই আন্তর্জাতিক এক্সপোর সাফল্য দেশ-বিদেশের উদ্যোক্তাদের সামনে তুলে ধরা হোক।"

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে, যারা কাভারেজ দিতে আগ্রহী, তারা নির্ধারিত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন করতে পারবেন।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ'র ভোটাধিকার প্রয়োগের গুরুত্ব নিয়ে কর্মশালা

নিউজার্সি

গত ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় নিউ জার্সি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

উত্তর আমেরিকা অফিস

৫৪ বছর পর প্রবাসী ভোটাধিকার প্রয়োগের গুরুত্ব নিয়ে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ'র আয়োজনে নিউ জার্সির প্যাটারসন শহরে অনুষ্ঠিত হলো 'প্রবাসী ভোটাধিকার সচেতনতা ও নিবন্ধন' শীর্ষক কর্মশালা। গত ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় নিউ জার্সি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

উদ্বোধনী বক্তব্য ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নিউজার্সি ও নিউ ইংল্যান্ড এর স্থানীয় সংগঠক তৌকির চৌধুরী, কর্মশালা পরিচালনা করেন যুগ্ম লবিং ও পলিসি সচিব আরিফ ইকরাম, বক্তব্য রাখেন মুখ্য সংগঠক হাসান সিদ্দিকী, উপদেষ্টা রওশন হক ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব মো আবদুল মোহাইমিন (সায়মন)

বক্তারা তাদের বক্তব্যে ৫৪ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর অর্জিত প্রবাসী ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা বলেন, এই অধিকার কেবল একটি আইনি স্বীকৃতি নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ।

এ সময় বক্তারা প্রবাসীদের জন্য রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ'র পক্ষ থেকে জানানো হয়, কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসীদের মধ্যে ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সঠিকভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। প্রবাসীদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শতভাগ নিবন্ধন নিশ্চিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

ভবিষ্যতে ইউএসএ-এর অন্যান্য শহরেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অ্যাপস্টেইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ফাঁস

ওপেনএআই থেকে ল্যারি সামার্সের পদত্যাগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক অর্থমন্ত্রী ল্যারি সামার্স ওপেনএআই বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছেন। যৌন অপরাধী জেফরি অ্যাপস্টেইনের সঙ্গে সামার্সের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নথি প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যে বুধবার তিনি এই ঘোষণা দিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট সামার্স গত সোমবার জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সব দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন। তিনি আরও বলেন, এই পদক্ষেপ তাঁকে 'কাছের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস পুনর্গঠন এবং সম্পর্ক মেরামত করার' সুযোগ দেবে।

মার্কিন হাউস ওভারসাইট কমিটি সামার্স ও অ্যাপস্টেইনের মধ্যে চলমান চিঠিপত্রের বিবরণ প্রকাশ করার পর থেকে সামার্স চাপের মুখে ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, সামার্স এখনো সেখানে অধ্যাপনা করছেন। তারা অ্যাপস্টেইনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু করবে। ওপেনএআইয়ের পরিচালনা পর্ষদ এক বিবৃতিতে বলেছে, ল্যারি ওপেনএআই পরিচালনা পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।



SCAN FOR YOUR FREE TICKETS

ঠিকানা
PRESENTS
USBCCI
BUSINESS
EXPO 25

SCAN FOR SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

Bridging Businesses Beyond Borders

November 21–22, 2025, 10AM-5PM Daily

DoubleTree by Hilton New York LaGuardia Airport
104-04 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369

EVENT HIGHLIGHTS

EXHIBITORS: 50+ | PANELS: 5+ | ATTENDEES: 1000+

OUR SPONSORS

PLATINUM SPONSOR: ONAL GALLANT
GOLD SPONSOR: UNITED PUBLIC ADJUSTERS & APPRAISERS, INC.
SILVER SPONSOR: Horeca NYC
CORPORATE SPONSOR: guidance RESIDENTIAL
SUPPORTING PARTNER: SBA

CONFIRMED EXIBITORS

rivertel | Citizens Bank | UPSKILL CONSULTANCY | AHAD&CO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS | NEW YORK STATE OF OPPORTUNITY. Empire State Development

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES DEDICATED SECURITY EXPERTS | BHAVLEEN SABHARWAL LAW OFFICE | AMC LAW | NEW YORK STATE Workers' Compensation Board | raju law

INTERLINKED360 | inument | SJ INNOVATION AI FIRST SOLUTIONS | accompany capital | Global Business Launch

SUNRUN | Tabby | TRANS ATLANTIC LOGISTICS INC | ESHIKA PRINTERS & SIGN | USBD GROUP LLC | QEDC

Screenshot Elegance in Every Impression | ADP | Nacmias Law Firm | Eventure | Citywide Insurance Agency | NYSIF New York State Insurance Fund

RECOMM WE FUND | THE INSPECTION HOUSE | BHALO BRIDGING THE GAP | Bright Horizon Solutions | IRS Department of the Treasury Internal Revenue Service | RIBANA organic | SC Signature COLLECTION

Organized by: USBCCI U.S. Bangladesh Chamber of Commerce & Industry
Co-Organizer: SME FOUNDATION
In association:
In collaboration: Queens Chamber of Commerce
Media Partner: DAILY NEWS

SPONSORSHIP & EXHIBITOR OPPORTUNITIES AVAILABLE
WWW.USBCCIBUSINESSEXPO.COM
(+1) 212-347-6364
INFO@USBCCI.ORG

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748



- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



অনলাইনে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, ভুয়া এনওয়াইপিডি সার্জেন্ট গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক

অনলাইনে পরিচিত এক নারী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এতেই প্রতিশোধ নিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে হয়রানি শুরু করেন ওই নারী ও তার পরিবারকে। তবে শেষ রক্ষা আর হয়নি। পুলিশের জালে ধরা পড়লেন আতিকুল ইসলাম নামের নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগেরই (এনওয়াইপিডি) সেই সার্জেন্ট। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ফেডারেল মামলাও হয়েছে।

ব্রুকলিন ফেডারেল কোর্টের অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২৯ বছর বয়সী সার্জেন্ট আতিকুল ইসলাম, নিজেকে "জেমস ডব্লিউ অ্যান্ডারসন" নামেও পরিচয় দেন। পাশাপাশি নিজেকে নিউইয়র্কে আইসিইর ফিল্ড অফিস পরিচালক দাবি করেন। গত ২৯ মার্চ তিনি ভুক্তভোগী নারী ও তার পরিবারকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটির একটি আইসিই কেন্দ্রে রিপোর্ট করতে বলেন।

পুলিশ সূত্র বলছে, অনলাইনে বন্ধুত্ব হওয়ার পর ওই নারী তার প্রতি আগ্রহ না দেখালে আতিক প্রতিশোধ নিতে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার শুরু করেন। ঘটনার সময় তিনি দায়িত্বে ছিলেন না। তবে এনওয়াইপিডির নজরে এলে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শাখা বিষয়টি তদন্ত করে এবং পরে ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে জানায়। ঘটনাটি ঘটে নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায়।

মঙ্গলবার আতিককে ব্রুকলিন ফেডারেল কোর্টে হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিচয় ভুয়া দাবি করার একক অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড হতে পারে। আতিক ২০১৮ সালে এনওয়াইপিডিতে যোগ দেন। ২০২৩ সালে সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পান।

আতিক আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তার আইনজীবী জন আরলিয়া বলেন, "তিনি দৃঢ়ভাবে অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়বেন।"

বেতনের তালিকা অনুযায়ী, এই বছর আতিকুল ইসলাম ১ লাখ ৫৫ হাজার ডলারের বেশি বেতন পেয়েছেন। মঙ্গলবার আদালতে জানানো হয়, তাকে ৩০ দিনের জন্য বেতন ছাড়া বরখাস্ত করা হয়েছে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য বরখাস্তই থাকবেন।

মার্কিন প্রসিকিউশন আদালতে অনুরোধ করে, আতিক যেন ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের কাছে না যেতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন। বিচারক ট্যারিন মেরকল সে নির্দেশ দেন। এছাড়া তাকে ২৫ হাজার ডলার বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে বলা হয়।

আতিকের আইনজীবী মঙ্গলবার সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আতিকও কথা বলেননি।

এফবিআই সম্প্রতি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সতর্ক করেছে, কারণ দেশে আইসিই পরিচয়ে অপরাধ বাড়ছে। সতর্কতায় বলা হয়, এ বছর অন্তত পাঁচটি ঘটনায় অপরাধীরা আইসিই পরিচয় দিয়ে হামলা, ডাকাতি ও ধর্ষণের চেষ্টায় জড়িত হয়েছে। এর মধ্যে একটি ঘটেছে ব্রুকলিনেই, যেখানে ৫১ বছর বয়সী এক হিস্পানিক নারীকে মারধর ও লুট করা হয় এবং অভিযোগকারী নিজেকে ভুয়া আইসিই এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দেন।

মেটার একক আধিপত্যে নয়, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে ফেসবুকের হাতেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

মার্কিন আদালতের রায়ে শেষ পর্যন্ত বড় ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেল ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ আলাদা করে দেওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা আর হচ্ছে না। আদালত বলেছে, মেটা বর্তমানে সামাজিক নেটওয়ার্কিংয়ে একচেটিয়া সক্ষমতা ধরে রাখে না।

মঙ্গলবার এই রায় দেন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতের বিচারক জেমস বোসবার্গ।

মে মাসে শেষ হওয়া যুগান্তকারী অ্যান্টিট্রাস্ট (একচেটিয়া বিরোধী) মামলার পর বিচারক এই রায় দিলেন। এর আগে আলাদা দুটি রায়ে সার্চ ও অনলাইন বিজ্ঞাপন খাতে গুগলকে বেআইনি একচেটিয়া ঘোষণা করা হয়। ফলে প্রযুক্তি খাতে নিয়ন্ত্রণের চাপ যখন বাড়ছে, ঠিক তখনই গুরুত্বপূর্ণ স্বস্তি পেল মেটা।

রায়ে বিচারক বোসবার্গ লিখেছেন, ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) এখনও দাবি করছে মেটা পর্যন্ত তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য বরখাস্তই থাকবেন।

মার্কিন প্রসিকিউশন আদালতে অনুরোধ করে, আতিক যেন ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের কাছে না যেতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন। বিচারক ট্যারিন মেরকল সে নির্দেশ দেন। এছাড়া তাকে ২৫ হাজার ডলার বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে বলা হয়।

আতিকের আইনজীবী মঙ্গলবার সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আতিকও কথা বলেননি।

এফবিআই সম্প্রতি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সতর্ক করেছে, কারণ দেশে আইসিই পরিচয়ে অপরাধ বাড়ছে। সতর্কতায় বলা হয়, এ বছর অন্তত পাঁচটি ঘটনায় অপরাধীরা আইসিই পরিচয় দিয়ে হামলা, ডাকাতি ও ধর্ষণের চেষ্টায় জড়িত হয়েছে। এর মধ্যে একটি ঘটেছে ব্রুকলিনেই, যেখানে ৫১ বছর বয়সী এক হিস্পানিক নারীকে মারধর ও লুট করা হয় এবং অভিযোগকারী নিজেকে ভুয়া আইসিই এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দেন।



মঙ্গলবার এই রায় দেন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতের বিচারক জেমস বোসবার্গ। মে মাসে শেষ হওয়া একচেটিয়া বিরোধী মামলার পর বিচারক এই রায় দিলেন। এর আগে আলাদা দুটি রায়ে সার্চ ও অনলাইন বিজ্ঞাপন খাতে গুগলকে বেআইনি একচেটিয়া ঘোষণা করা হয়।

আগের সেই সীমিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে এবং প্রতিযোগিতাবিরোধী অধিগ্রহণের মাধ্যমে একচেটিয়া শক্তি বজায় রেখেছে। তবে তিনি বলেন, "অতীতে মেটা একচেটিয়া ছিল কি না, প্রতিষ্ঠানটি এখনো সেই ক্ষমতা রাখে কি না, তা প্রমাণ করতেই হবে। এফটিসি তা দেখাতে পারেনি।"

এফটিসির অভিযোগ ছিল, ২০০৮ সালে দেওয়া সিইও মার্ক জাকারবার্গের ধারণা, 'প্রতিযোগিতার চেয়ে কিনে নেওয়া ভালো' অনুসরণ করে ফেসবুক সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের নজরে রেখে অধিগ্রহণ করেছে। ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ কেনার আগে পর্যন্ত জাকারবার্গের বহু ই-মেইল আদালতে উপস্থাপনও করা হয়। তবে জাকারবার্গ জবাবে বলেন, এগুলো প্রাথমিক ভাবনা ছিল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়।

এফটিসি ২০২০ সালে মামলা করার সময় যে পরিস্থিতি ছিল, এখন তা বদলে গেছে উল্লেখ করে বিচারক বলেন, সামাজিক মাধ্যমের প্রতিযোগিতার ধরন প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে। মামলার শুরুতে জনপ্রিয় ভিডিও প্ল্যাটফর্ম টিকটকের নামও ছিল না; অথচ এখন টিকটক "মেটার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী"। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "একই নদীতে কেউ দু'বার নামতে পারে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষেত্রেও তা সত্য।"

রায়ের পর এক বিবৃতিতে মেটা বলেছে, সিদ্ধান্তটি দেখিয়ে দিয়েছে তারা 'তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে' রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, 'আমাদের পণ্য মানুষের ও ব্যবসার জন্য উপকারী এবং আমেরিকান উদ্ভাবনের উদাহরণ। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়াতে ও সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।'

২০১২ সালে ফেসবুক ১ বিলিয়ন ডলারে ইনস্টাগ্রাম এবং ২০১৪ সালে ২২ বিলিয়ন ডলারে হোয়াটসঅ্যাপ কিনে নেয়। সে সময় এই অধিগ্রহণের অনুমোদনই দিয়েছিল এফটিসি। তবে বর্তমান বাজারে মেটা একচেটিয়া নয়—এমন রায় প্রযুক্তি খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ নীতিতেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।



ভারতকে ৯৩ মিলিয়ন ডলারের জ্যাভলিন ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলাবারুদ দেবে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ভারতের কাছে জ্যাভলিন অ্যান্টি-ট্যাংক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও এক্সক্যালিবার আর্টিলারি গোলাবারুদ বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। মোট ৯৩ মিলিয়ন ডলারের এই সম্ভাব্য বিক্রির বিষয়টি বুধবার নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এজেন্সি (ডিএসসিএ)।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, আগস্টে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেওয়ার পর ওয়াশিংটনের ফরেন মিলিটারি সেলস (এফএমএস) কর্মসূচির আওতায় ভারতের কাছে প্রথম কোনো প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিক্রি এটি। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশে উন্নীত করেছিলেন। নয়াদিল্লির রাশিয়ান তেল কেনার প্রতিক্রিয়ায় নেওয়া পদক্ষেপ ছিল এটি।

এর আগে, চলতি মাসেই ভারত নিজস্ব উৎপাদিত তেজস যুদ্ধবিমান বহরের জন্য আরও ইঞ্জিন সরবরাহে জেনারেল ইলেকট্রিকের তৈরি ফাইটার জেট ইঞ্জিন পুনরায় অর্ডার দিয়েছে।

ডিএসসিএ এক বিবৃতিতে জানায়, এই বিক্রি যুক্তরাষ্ট্র-ভারত কৌশলগত সম্পর্ককে জোরদার করবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক ও দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতি, শান্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ভারতের নিরাপত্তা বাড়াতে সহায়তা করবে।

ভারত সর্বোচ্চ ২১৬টি এক্সক্যালিবার ট্যাকটিক্যাল প্রজেকটাইল এবং ১০০ ইউনিট জ্যাভলিন সিস্টেমের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল বলে সংস্থাটি জানায়। এম-৭৭৭ হাউইটজার কামানে ভারত ইতিমধ্যে এক্সক্যালিবার গোলাবারুদ ব্যবহার করছে। ডিএসসিএর তথ্য অনুযায়ী, এ বিক্রির প্রধান ঠিকাদার হবে আরটিএক্স করপোরেশন, যারা এক্সক্যালিবার প্রজেকটাইল সরবরাহ করবে। জ্যাভলিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঠিকাদার হিসেবে কাজ করবে আরটিএক্স ও লকহিড মার্টিনের যৌথ উদ্যোগ।

এর আগে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ১০ বছর মেয়াদি একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে গত ৩১ অক্টোবর। প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা বাড়াতে এই কাঠামোগত চুক্তি সই হয়েছে বলে উভয় দেশের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ও ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বৈঠকের পর এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। হেগসেথ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেছেন, এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে 'সমন্বয়, তথ্য আদান-প্রদান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা' আরও জোরদার করবে। পাশাপাশি এটি 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও ডিটারেন্স বা উত্তেজনা প্রশমন সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও' ভূমিকা রাখবে।

হোয়াইট হাউসে রোনালদো, পুত্র ব্যারনের কাছে মুখরক্ষা হলো ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে ব্যারন ট্রাম্পের সঙ্গে ফুটবল সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দেখা হওয়ার ঘটনাটি ঘিরে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে সম্মান জানাতে আয়োজিত এক ডিনারে রোনালদো উপস্থিত ছিলেন, সেখানেই ঘটে এই সাক্ষাৎ।

ডিনারের একপর্যায়ে ট্রাম্প হাস্যরসের ছলে বলেন, 'এখানে ব্যবসা, খেলাধুলা—সব ক্ষেত্রের বিশ্বের বড় নেতারা আছেন। আমার ছেলে রোনালদোর বড় ভক্ত। আর আজ সে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে।'

রোনালদোকে উদ্দেশ করে ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমার মনে হয়, এখন সে (ব্যারন) তার বাবাকে একটু বেশি সম্মান করে। কারণ, আমি তাকে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছি।' তিনি রোনালদো ও অন্যান্য অতিথিকে ধন্যবাদও জানান।

এদিকে ১৯ বছর বয়সী ব্যারন এবং ৪০ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা রোনালদোর কথোপকথন কী নিয়ে হয়েছে কিংবা ট্রাম্প নিজে তাতে অংশ নিয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত জানা যায়নি।





রোনালদো ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে দীর্ঘ ক্যারিয়ার শেষে ২০২৩ সালে সৌদি আরবের আল-নাসর ক্লাবে যোগ দেন। সৌদি প্রো লিগের প্রধান মুখ হিসেবে তাঁকে নেওয়া হয়, যেখানে বিশাল অঙ্কের চুক্তিতে আরও অনেক বিশ্বমানের খেলোয়াড়কে দলে ভেড়ানো হয়েছে।

এদিকে ব্রিটিশ সম্প্রচারক পিয়ার্স মরগানের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো জানিয়েছিলেন, তিনি 'একদিন' ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁর গুরুত্বের কারণে। একই সঙ্গে রোনালদো দাবি করেছিলেন, বিশ্বজুড়ে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়েও বেশি পরিচিত। এই বিষয়টিকে ঘিরে জনমত দুই ভাগে বিভক্ত হলেও হোয়াইট হাউসে রোনালদো-ব্যারনের সাক্ষাৎ নিঃসন্দেহে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামের ৫ জনকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আসামে অভিবাসী (আসাম থেকে বহিষ্কার) আইন-১৯৫০ প্রয়োগের প্রথম ঘটনা এটি। চলতি বছর রাজ্য মন্ত্রিসভা আইনটি কার্যকরের অনুমোদন দেওয়ার পর, এবার সোনিতপুর জেলার প্রশাসন পাঁচ ব্যক্তিকে '২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ' দিয়েছে। এর আগে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল তাঁদের বিদেশি হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) এই নির্দেশ জারি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা 'পলাতক' এবং তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, পরিবারগুলো এক দশকেরও বেশি সময় আগে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।

সোনিতপুরের ধবোকাটা গ্রামের চারজন নারী ও একজন পুরুষের বিরুদ্ধে এই নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশটিতে সোনিতপুরের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) আনন্দ কুমার দাস স্বাক্ষর করেন।

কর্মকর্তারা জানান, এই ব্যক্তিরা দুটি পরিবারের সদস্য এবং প্রায় দুই দশক আগে তাঁরা এই গ্রামে এসেছিলেন। সীমান্ত পুলিশ প্রথম ২০০৬ সালে তাঁদের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে (২) পাঠিয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল চলতি বছর চূড়ান্ত রায়ে তাঁদের বিদেশি ঘোষণা করেন।

ডেপুটি কমিশনার আনন্দ কুমার দাস স্বাক্ষরিত নোটিশে উল্লেখ করা হয়, আসাম বা ভারতের ভেতরে তাঁদের উপস্থিতি 'জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ'।

নির্দেশে আরও বলা হয়, আদেশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই পাঁচ ব্যক্তিকে 'ধুবরি/শ্রীরভূমি/দক্ষিণ সালমারা-মানকাচার রুট' দিয়ে আসাম ও ভারত ত্যাগ করতে হবে। এই রুট বাংলাদেশে পৌঁছায়। নির্দেশ না মানলে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

তবে বৃহস্পতিবার পুলিশ গ্রামে গিয়ে তাঁদের কোনো হদিস পায়নি। সোনিতপুরের সিনিয়র এসপি বরুণ পুরকায়স্থ বলেন, 'তাঁরা পলাতক। কোথায় আছেন জানা যায়নি। খোঁজ চলছে, পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয়রা বলছেন, এই পরিবারগুলো বহু আগেই গ্রাম ছেড়েছিল। পাশের গ্রামের বাসিন্দা জাকির হোসেন বলেন, 'ওরা প্রায় ১৯-২০ বছর আগে এসেছিল। কিছুদিন পরই সন্দেহের কারণে সীমান্ত পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এরপরই তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।' চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে রাজ্য মন্ত্রিসভা এই আইনের (১৯৫০ সালের অভিবাসী আইন) প্রয়োগপদ্ধতি অনুমোদন করে। এর মাধ্যমে সাত দশকেরও বেশি সময় পরে আইনটি পুনরায় সচল হলো।

পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন রোধে ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আসামের অনুরোধে আইনটি জারি করেছিল।



জাতিসংঘে রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রস্তাব গৃহীত

ডেস্ক রিপোর্ট

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটি রোহিঙ্গা মুসলিমদের অধিকার রক্ষা ও সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানিয়ে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। বুধবার (১৯ নভেম্বর) নিউইয়র্কে গৃহীত এ প্রস্তাবের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক উদ্যোগ নতুন করে জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ওআইসি ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে, যা ১০৫টি দেশের সমর্থন পায়।

২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর গৃহীত এই প্রস্তাবে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানবিক সহায়তায় বাধা এবং নতুন করে শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে আসার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত সম্পৃক্ততার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও গত আট বছরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় কোনো বাস্তব অগ্রগতি না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করে। তারা জানান, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে, যা আর বহন করা দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে ফেরাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায় বাংলাদেশ।

ভারত আবার হামলা চালাতে পারে: পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সতর্ক করে বলেছেন, ভারত আবার হামলা চালাতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে 'সর্বাত্মক যুদ্ধের' সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আঞ্চলিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকায় দেশটি এ ব্যাপারে 'পূর্ণ সতর্কতায়' রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সম্প্রতি সামা টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খাজা আসিফ বলেন, 'আমরা ভারতকে না উপেক্ষা করছি, না কোনো অবস্থাতে ওদের ওপর আস্থা রাখছি। আমার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধ বা কোনো ধরনের শত্রুতামূলক কৌশলের সম্ভাবনাকে আমি বাতিল করতে পারি না। সীমান্তে আগ্রাসন হোক বা অন্য কোনো হামলা (আফগান সীমান্তের অস্থিরতা)। আমাদের অবশ্যই সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে।'

পাকিস্তানের এই সতর্কতা এসেছে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর একটি মন্তব্যের কয়েক দিন পর। সম্প্রতি জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী 'অপারেশন সিঁদুর'কে '৮৮ ঘণ্টার ট্রেলার' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যদি পরিস্থিতি দাবি করে, তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে 'পড়শির সঙ্গে কীভাবে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হয়' তা দেখিয়ে দিতে প্রস্তুত।

শেখ হাসিনার আগে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ভুট্টো, মোশাররফ, সাদ্দামের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



দক্ষিণ এশিয়ায় শেখ হাসিনার আগেও সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছিল। তাদের মধ্যে রায় কার্যকর হয় একজনের। আর পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের আলোচিত ঘটনাটি ইরাকের।

শেখ হাসিনার আগে উপমহাদেশে যে দুই সাবেক শাসকের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল তারা দুজনই পাকিস্তানের- জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পারভেজ মোশাররফ। দুটি রায় ঘোষণা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা ও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায়।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (১৯৭৩-৭৭) ও পিপলস পার্টির (পিপিপি) প্রতিষ্ঠাতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতাচ্যুত হন ১৯৭৭ সালে। তাঁকে উৎখাত করে তখন সামরিক শাসন জারি করেন সেনাপ্রধান জিয়াউল হক। এর দুই বছর পর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার নেপথ্যে থাকার দায়ে ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড দেন সুপ্রিম কোর্ট।

১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডির একটি কারাগারে ভুট্টোর ফাঁসির রায় কার্যকর হয়। সে সময়কার শাসক জিয়াউল হক ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। একই বছরের আগস্টে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ৪৪ বছর পর গত বছরের মার্চে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট জানান, হত্যা মামলায় ভুট্টোর ন্যায়সঙ্গত বিচার হয়নি। তখন দেশটির প্রধান বিচারপতি কাজী ফায়েজ ঈসা বলেছিলেন, 'আমরা দেখেছি ন্যায্য বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়ার শর্তগুলো পূরণ করা হয়নি।' ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন ১৯৭১-৭৩ সাল পর্যন্ত।

পাকিস্তান আরেক সাবেক প্রেসিডেন্টের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের সাক্ষী হয় ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে। ২০০৭ সালে সংবিধান স্থগিত করে জরুরি অবস্থা জারির অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় এই রায় ঘোষণা হয়েছিল। আসামি ছিলেন সাবেক সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফ।

মোশাররফ ১৯৯৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সংবিধান স্থগিতের ঘটনায় পাকিস্তানের ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হলে অভিশংসন এড়াতে ২০০৮ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। ২০১৬ সালে তিনি চিকিৎসার জন্য দুবাই যান। ২০১৯ সালে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার সময়ও তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে ছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি মারা যান।

ঈদের দিন সাদ্দামের ফাঁসি

২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ছিল ঈদুল আজহার দিন। সকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের।

যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোটের হাতে ক্ষমতাচ্যুতি ও গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ১৯৭৯ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ইরাক শাসন করেন সাদ্দাম। শাসনামলে গণহত্যার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করে ইরাকের আদালত। এর মধ্যে ছিল ১৯৮২ সালে দুজাইল শহরে শিয়া জনগোষ্ঠী হত্যাকাণ্ড এবং ১৯৮৮ সালের হালাবজা গণহত্যা। বিদ্রোহী কুর্দি অধ্যুষিত শহর হালাবজায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা হয়। যা নাইন-ইলেভেন নামে পরিচিত। এ ঘটনার পর সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের রাসায়নিক ও অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ তোলে যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৩ সালের মার্চে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সাদ্দাম হোসেনকে পদত্যাগ করে ইরাক ছাড়ার আল্টিমেটাম দেন। ২০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা ইরাকে হামলা করে। ২০০৪ সালের জুনে মার্কিন সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হন সাদ্দাম। ২০০৫ সালের অক্টোবরে বিচার শুরুর পর রায় ঘোষণা হয় ২০০৬ সালের নভেম্বরে। এর কয়েকদিনের মাথায় তা কার্যকর হয়।

ইউক্রেনকে ভূমি ছাড়তে হবে, অস্ত্র কমাতে হবে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে নতুন গোপন একটি শান্তি প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে কিয়েভকে তাদের ভূখণ্ড ছাড় দিতে হবে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ওই প্রস্তাবে একই সঙ্গে ইউক্রেনকে তাদের সামরিক সক্ষমতা হ্রাসের শর্তও দেওয়া হয়েছে এবং খুব সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে এই প্রস্তাব মেনে নিতেই হবে, তাঁকে তেমন ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।

খসড়া এই প্রস্তাবের বিষয়ে জানা আছে, এমন সূত্রের বরাত দিয়ে কয়েকটি সংবাদমাধ্যম গতকাল বুধবার আরও বলেছে, রাশিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ এ সপ্তাহে ফ্লোরিডার মিয়ামিতে ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সচিব রুস্তেম উমেরভের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিনি ওই বৈঠকে ২৮ পয়েন্টের পরিকল্পনাটি তুলে ধরেছেন। যদিও রাশিয়া নতুন কোনো শান্তি পরিকল্পনা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলেছে, খসড়া প্রস্তাবটি মোটামুটি রাশিয়ার পক্ষেই যাচ্ছে, এটি [রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির] পুতিনের জন্য খুবই সুবিধাজনক হবে।

ওই প্রস্তাবের বিষয়ে জানা আছে, এমন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন, এই যুদ্ধ অবসানের জন্য রাশিয়া যেসব দাবি রেখেছে, নতুন পরিকল্পনায় সেগুলো খুবই কাছ থেকে অনুসরণ করা হয়েছে। বড় পরিবর্তন ছাড়া কিয়েভের পক্ষে এর শর্তগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করাই সম্ভব নয়।



অ্যাডেলে এবার অভিনয়ে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গান থেকে আপাতত বিরতি নিয়েছেন অ্যাডেলে। ২০২৪ সালে 'উইকেন্ডস উইথ অ্যাডেলে' ট্যুর শেষ করে বিরতির ঘোষণা দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনকে আরেকটু বেশি সময় দিতে, অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে পরীক্ষা করতেই তাঁর এই বিরতি। শিগগিরই গানে ফেরার যে পরিকল্পনা নেই, জানিয়ে দিয়েছিলেন সেটাও। এই আপাত অবসরে নতুন খবর এল অ্যাডেলের। অভিনয় শুরু করছেন তিনি। 'ক্রাই টু হেভেন' দিয়ে সিনেমায় অভিষেক হবে তাঁর।

অ্যান রাইসের ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ক্রাই টু হেভেন উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি বানাবেন ফ্যাশন ডিজাইনার ও নির্মাতা টম ফোর্ড। ১৮ শতকের ইতালি শহর গল্পের প্রেক্ষাপট। সংগীত নিয়েই গল্প। ভিন্ন সামাজিক অবস্থানের দুই মানুষের ওপেরার জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কাহিনি। অ্যাডেলে এতে কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা জানা যায়নি এখনো।

অ্যাডেলে ছাড়াও ক্রাই টু হেভেন সিনেমায় অভিনয় করছেন নিকোলাস হোল্ট, অ্যারন টেলর-জনসন, কিয়ারান হাইন্ডস, থান্ডিওয়ে নিউটন, কলিন ফার্থ, জর্জ ম্যাকে, ওয়েন কুপার প্রমুখ। 'আ সিঙ্গেল ম্যান' ও 'নকটারনাল অ্যানিমেল'-এর পর ক্রাই টু হেভেন হতে যাচ্ছে টম ফোর্ডের তৃতীয় সিনেমা। বর্তমানে প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে আছে। আগামী জানুয়ারি থেকে লন্ডন ও রোমে শুরু হবে শুটিং। ২০২৬ সালের শেষ দিকে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা।

আরও আগেই অভিনয়ে অভিষেক হওয়ার কথা ছিল অ্যাডেলের। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'দ্য ডেথ অ্যান্ড লাইফ অব জন এফ ডোনোভান' সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত করেননি। এ সিনেমার পরিচালক জেভিয়ের ডোলান, যিনি অ্যাডেলের 'হ্যালো' গানের ভিডিওটি পরিচালনা করেছেন। ওই সময় অ্যাডেলে বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই তাঁর একটি সিনেমায় অভিনয় করব। তাতে হয়তো কিছু সমালোচনা হবে, তবু করব।' অ্যাডেলের সেই অভিনয়ের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে এত দিনে!

সামাজিক খাতির

দিনা ফেরদৌস

প্রচলিত একটি কথা আছে, 'কাউকে যদি আছাড় মারতে হয় তো তাকে আগে মাথায় উঠাও।' হুটহাট কোথা থেকে বেশি খাতির বা প্রশংসা পেলে বুঝে নিতে হয়, আছাড় খাওয়ার সময় চলে এসেছে।

এই আছাড় যে মানুষ খুব বুঝে-শুনে দেয় তা কিন্তু নয়। তেমনি এইসব প্রশংসা বা খাতিরও যে মানুষ খুব জেনে-বুঝে করে তাও নয়। অনেক সময় এমনি এমনিই কাউকে ভালো লাগে। আবার কোন কারণ ছাড়াই অমুক বলেছেন তমুক ভালো না, কথাটি শুনেই শুরু হয় খারাপ লাগা। আবার দেখা যায়, কাউকে পছন্দ করতে গিয়ে মাঝে-মধ্যে আমরা বায়বীয় প্রত্যাশা করে বসি। তার সাথে যেহেতু দুই / চার কথায় মিল পাওয়া গিয়েছে , তাহলে তিনি এমন হবেন, তেমন বলবেন, ওইভাবে চলবেন। তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে যদি একটু বিপরীত কিছু দেখা যায়, অমনি খারাপ হয়ে গেলেন। অথচ এই যে কিছু না জেনে-বুঝে নিজের অযাচিত ভাবনা বায়বীয়ভাবে অন্যের উপর চাপিয়ে দেই বিনা অনুমতিতে তখন সেটা শুধু খারাপ-ই নয়, অনধিকার চর্চাও বটে । কারো চিন্তা ভাবনাই সব সময় একি অবস্থানে থাকে না। সময়ের সাথে সাথে ভাবনাতে পরিবর্তন আসে।

মানুষের মন মেজাজ পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। নিঃসন্দেহে প্রশংসা ভালো জিনিস, যদি তা যৌক্তিক হয়। তেমনি কাউকে শোধরানোর নাম করে যদি, সব সময় সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে ভুল ধরা হয়, সেটাও এক ধরনের নেগেটিভ আচরণ। কাছের কেউ যদি কোথাও ভুল করে থাকেন, তখন সেই বিষয়েও সতর্ক করে দেবার দরকার আছে। যদি তা প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। সমস্যা হচ্ছে আমরা সব সময় ভালো সাজতে গিয়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনেই অতিরিক্ত প্রশংসা করে, শেষে যখন দেখি নিজের সাথে আর যাচ্ছে না, তখন শুরু করি বিরূপ বা কঠিন আচরণ। অথচ দুই আচরণের কোনটাই যৌক্তিক নয়। কারণ, কাউকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। কারো মেজার মর্জির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা যা পারি তা হচ্ছে, পরিচয়ের শুরুতে নিজের সম্পর্কে ছোট্ট একটা ধারণা দিয়ে রাখা। , এই এই আমি, এই আমার আদর্শ, এই জায়গায় কারো সাথে আপোষে যাবো না। সাথে সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে আরেক জনের চিন্তা, দর্শন, আদর্শের সাথে আমার নাও মিলতে পারে , তার সেই জায়গাতে নাক গলাতে যাবো না। একি সমাজে বসবাসের কারণে, বছরে যেখানে দুই/ চার বার দেখা হয়েই যায় সেখানে হাই- হ্যালো সম্পর্কে যেন কোন ঘাটতি না থাকে। খাতির হলেই ফালতু প্রত্যাশা যেন না জমে, ঝামেলা যতটুকু সম্ভব যেন এড়িয়ে চলা যায়। এটাই হচ্ছে সাধারণ ভদ্রতা। অন্যদিকে, ভালো



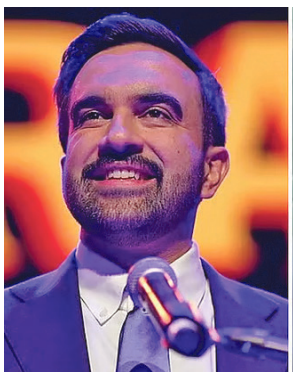
লাগুক আর না লাগুক মুখে সারাক্ষণ মধু লাগিয়ে একি স্টাইলে আচরণ করে, সবার কাছে যারা ভালো বলে পরিচিত, বুঝতে হবে তারা ধান্দাবাজ। ধান্দাবাজেরা কাকে মন থেকে পছন্দ করেন আর কাকে অপছন্দ করেন, কাকে কখন মাথায় উঠান আর কাকে কখন মাথায় তুলে আছাড় দেন, বলা মুসকিল।

সাধারণত আমরা মনে করি, কারো সাথে জমিজমা নিয়ে বিরোধ না থাকলে, কেউ কারো কাছে ঠেকায় না থাকলে, কারো জন্যে কিছু আটকে না থাকলে, অথবা কারো কাছে কোন প্রত্যাশা না থাকলে, তার সাথে সংঘাতের কোন কারণ নেই। সমস্যা কিন্তু সেই জায়গাতে নয়। ধরেন, যদি কারো হাত ময়লা থাকে। আর আপনি ভদ্রতা করে, বাধ্য হয়ে, দয়া করে কিংবা খাতিরের কারনেও যদি তার সাথে হাত মিলাতে যান, ময়লা কিন্তু আপনার হাতেও লাগবে। উদ্দেশ্য কি ছিল, তাতে কিছুই যায় আসে না। ঠিক তেমনি যত ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি নোংরাদের সাথে চলবেন বা তাল মিলাবেন কিংবা ভাববেন চললেই কি হয়, আমি আমার মতো আছি, তাতে কিন্তু নোংরামি আপনাকে ছেড়ে যাবে না। তার মগজের ময়লা আপনার মগজে ছড়াবেই। তার সাথে আপনার সংঘাত আজ অথবা কাল, হবেই। তাই খাতির হলেই কাউকে অতি আপন যেন ভাবতে নেই, তেমনি কারো ভাবনার সাথে না মিললেই তাকে শত্রু ভাবার কোন কারণ নেই।

সত্যি কথা হচ্ছে, স্পষ্টভাষীকে মানুষ পছন্দ না করলেও আড়ালে সম্মান করে ঠিকই। কারণ, তার সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারণা থাকে। যাদের সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা পাওয়া যায় না, তারাই আমাদের বিভ্রান্ত করে। মানুষ, মানুষের জন্যে। মানুষ মানুষের কাছে আসবে, ভালোবাসবে এটাই সুন্দর। ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই সুন্দর, যতক্ষণ পর্যন্ত না, তা আরেকজনের জন্যে চাপ সৃষ্টকারী হয়। কিছু মানুষের ধারণা, কাউকে পছন্দ করা, তার প্রতি এক ধরণের দয়া। ভালোবাসলেই তার মগজের দখল নেয়া হয়ে যায়। এখন নিজের চিন্তা- আদর্শ তাকেও ধারণ করতে হবে। অথচ এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই আলাদা। কাউকে পছন্দ হলে তার বিপরীত মুখী চিন্তা ও আদর্শের প্রতি সম্মান থাকা চাই। আর চিন্তার সাথে না মিললে দূরত্ব রেখে চলাই যায়।

আমাদের ভুলটা হচ্ছে, সবকিছু এক প্যাকেজে চাই। সে আমার ভালো বন্ধু হবে, জ্ঞানী -গুণী হবে, চমৎকার মনের মানুষ হবে, উন্নত সমাজের হবে, শিক্ষিত হবে, মিশুক হবে, তার / তাদের সাথে আড্ডা দেবো, মাস্তি করবো, বিপদে পাশে পাবো, ব্যক্তিত্ববান হবে কিন্তু চলবে- বলবে আমার কথা মতো। আমার আদর্শ সে ধারণ করবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমার মন মতো স্ট্যাটাস দিবে। নিজেকে একবার প্রশ্ন করি না, সে আমাকে এতোটা গুরুত্ব কেন দেবে? নিজের কারো প্রতি অযাচিত, ফালতু, অযৌক্তিক ভাবনার দায় কি তার? কাউকে পছন্দ করলেই তাকে আমরা সস্তা ভাবতে শুরু করি। যেই ব্যক্তিত্ব দেখে আমরা ব্যক্তির কাছে যাই, কাছে যাবার পর, নিজের প্রত্যাশা চাপিয়ে দিয়ে ব্যক্তিত্বহীন করে দিতে চাই। তার ব্যক্তি জীবনে ঢুকে যেতে চাই। সে কাদের সাথে চলে, কার আদর্শ ফলো করে, কাকে বন্ধু ভাবে, কাকে বাসায় দাওয়াত করে, কার দাওয়াতে যায়, সবকিছু নিয়ে এক ধরণের চুলকানি ব্যামো শুরু হয়। আমাকে বাসায় দাওয়াত না দিয়ে তাকে দিয়েছে, আমি যাকে পছন্দ করি না তার সাথে চলে, আমি যেই অনুষ্ঠানে যাই না, সেই অনুষ্ঠানে কেন যাবে সে, মনে মনে এইসব নিয়ে ঘুটু পাকাতে হয়। এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এখন তার পিছনে লাগতে হবে। তার পিছনে বিশাল দল বানাতে হবে। দলের কাজ হবে পিছনে নিন্দা ছড়ানো, সামনে দেখলে এড়িয়ে চলা, আর পাশাপাশি বসার সুযোগ হলে নাটক শুরু করে দেয়া। মনে হবে একে অপরের জানের জান।

সবকিছুকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে, যৌক্তিক আলোচনার চেয়ে কামড়াকামড়ি করে জিতে যাওয়াকেই কেউ কেউ সঠিক আদর্শ মনে করেন। এই যে অতি তুচ্ছ কারণে আমাদের খাতির শেষ হয়ে যায়, কেউ বাসায় দাওয়াতে না ডাকলেই প্রেস্টিজ ইস্যু বানিয়ে ফেলি, এইসব কি আসলেই সাধারণ খাতিরের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে? নাকি সত্যিকার কোন সম্পর্ক বা খাতির এখানে ছিল কোনদিন? অন্যের উপর এইসব অযৌক্তিক প্রত্যাশা ও প্রতিদিন নিজের করা ভণ্ডামিকেই আমাদের কাছে স্বাভাবিক লাগে। ফলে স্বাভাবিক যা কিছু, তা মেনে নেয়া কঠিন হয়ে যায়। এই ভণ্ড সমাজে চলতে গিয়ে আমরা যাকে সাধারণ খাতির বলে মনে করি সবই বায়বীয়, এর বাইরে কিছুই না।





নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে এলেই গ্রেপ্তার হবে

মামদানির হুঁশিয়ারি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্ক সফরে এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন শহরটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন আগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মামদানি এ ঘোষণা দিয়েছেন।

এমন সময় মামদানি এ মন্তব্য করলেন, যখন ইসরায়েল সফররত নিউইয়র্কের বিদায়ী মেয়র এরিক অ্যাডামস দেশটির প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একই সঙ্গে নেতানিয়াহুকে মামদানির শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এরিক অ্যাডামসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এবিসি৭-এ সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানে যোগ দেন মামদানি। এ সময় তিনি নিউইয়র্ক শহরকে 'আন্তর্জাতিক আইনের শহর' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এখানে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে আইসিসির জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল থাকবে। ওই পরোয়ানায় নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে গাজার বেসামরিক জনগণের ওপর হামলা এবং যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ক্ষুধাকে ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র বলেন, 'আমি বারবার বলেছি যে আমি বিশ্বাস করি, এটি আন্তর্জাতিক আইনের শহর। আন্তর্জাতিক আইনের শহর হওয়ার মানে সেই আইনকে রক্ষা করা। আর তার মানে হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল রাখা। সেটি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য হোক কিংবা ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য।'

মেয়র নির্বাচনে জয়ের আগে গত অক্টোবর মাসে ফক্স নিউজের দ্য স্টোরি অনুষ্ঠানে মার্থা ম্যাককালামের সঙ্গে আলাপচারিতায় মামদানি বলেছিলেন, আইনগত অনুমতি থাকলে তিনি নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করবেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক এ ধরনের 'নীতিকে সমুন্নত ও সংরক্ষণ করতে চায়'।

মামদানি বলেন, নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তার নিশ্চিত করতে তিনি কোনো নতুন আইনের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। এ সময় তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নই। আমি এমন একজন, যে বিদ্যমান আইনের মধ্যেই থাকতে চায়। তাই আমি নিজে থেকে কোনো আইন বানাব না। বরং বিদ্যমান আইনের ভেতরে থেকে সব ধরনের আইনগত সম্ভাবনা খুঁজে দেখব।' উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়।

পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ মানুষ এখন শহরে থাকে: জাতিসংঘের সমীক্ষা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার চার-পঞ্চমাংশই এখন শহরে এলাকায় বসবাস করছে। জাতিসংঘের এক নতুন সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। নিউইয়র্কভিত্তিক জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগ জানিয়েছে, বিশ্বের ৮১ শতাংশ মানুষ এখন শহর ও নগরে বসবাস করেন, যা আগের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি।

এর আগে ২০১৮ সালের 'ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেক্টস'-এ বলা হয়েছিল, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ শহরে বাস করে। তবে সেই হিসাবের ভিত্তি ছিল বিভিন্ন দেশের নিজস্ব 'শহর' এর সংজ্ঞা, যা দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ—ডেনমার্কে ২০০ জনের বসতি শহর হিসেবে বিবেচিত হলেও জাপানে এই সংখ্যা ৫০ হাজার।

এ অবস্থায় সুস্পষ্ট ও একক সংজ্ঞা তৈরি করতে গবেষক সারা হার্টগের নেতৃত্বে একটি দল নতুন মানদণ্ড ব্যবহার করে। তাঁদের সংজ্ঞায়, ৫০ হাজারের বেশি জনসংখ্যা ও প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ হলে সেটিকে 'নগর' এবং ন্যূনতম ৫ হাজার বাসিন্দা ও প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩০০ হলে সেটিকে 'শহর' হিসেবে ধরা হয়েছে। বাকিগুলোকে গ্রামীণ এলাকা ধরা হয়।

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার

WE PAY HIGHEST RATE
CDPAP Service
HHA/PCA Service
Skilled NURSING





Dr. Gee Cee Pat
Vice President



Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President

We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.

Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবাং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।
917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254
Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন



CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients



যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি কমেছে ১৭ শতাংশ

বিশেষ প্রতিনিধি

চলতি বছরের অটাম বা শরতে সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভর্তি হওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমে গেছে। স্টুডেন্ট ভিসার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আর ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে এই পতন ঘটেছে বলে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।

যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ বলেছে—ভিসা আবেদনের উদ্বেগ ছিল প্রধান কারণ। আর ৬৮ শতাংশ জানিয়েছে—ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার প্রভাবের কথা। আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ৮২৫টি মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই তথ্য দিয়েছে।

অবৈধ অভিবাসনের ওপর নজরদারি বাড়ানোর অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে একাধিক নীতি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তি সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কনস্যুলার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো প্রকাশ্যে দেখানোর অনুরোধ করতে। সেসব অ্যাকাউন্টে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ আছে কি না, তা খুঁজে দেখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় কিছু স্টুডেন্ট ভিসা বাতিলও করা হয়েছে। নতুন ভিসা নিতে চাওয়া শিক্ষার্থীরা বিলম্বের মুখে পড়েছেন।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে দেশের ভিসা নীতিগুলোকে আরও শক্তিশালী করছেন।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ভিসা সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা, অথবা বছরের শুরুর দিকে ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার মতো কারণ ভিসা পেতে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ, যেমন—দেরি বা প্রত্যাখ্যান, বহু বছর ধরেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে বলে অনুমান করছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটর্স। অলাভজনক এই সংস্থার হিসাবে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষার্থীদের অবদান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার।

অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা পান না এবং তারা পুরো টিউশন পরিশোধ করেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ভর্তি কমে যাওয়া, পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরকারি সহায়তা কমে যাওয়ার মাঝে এসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।

সোমবারের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠান নতুন আন্তর্জাতিক ভর্তিতে বৃদ্ধি দেখিয়েছে, ১৪ শতাংশ স্থিতিশীল প্রবণতা দেখিয়েছে, আর ৫৭ শতাংশ পতনের কথা জানিয়েছে।

বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এই সেশনে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কম ভর্তি হয়েছেন এবং তারাই সম্ভবত জাতীয়ভাবে এই পতনের প্রধান কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ভারত এখন শীর্ষ উৎস দেশ।

অস্ট্রেলিয়ায় শিশুদের ফেসবুক, টিকটক ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে ডিসেম্বরে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহারের পথ বন্ধ হতে যাচ্ছে। গত বছর পাস হওয়া একটি আইন চলতি সপ্তাহ থেকে কার্যকর শুরু হবে। এর আওতায় ফেসবুক, টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মকে শিশুদের আইডি সরিয়ে ফেলতে হবে।

বৃহস্পতিবার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা জানিয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে তারা এসব আইডি সরিয়ে ফেলবে। আইডিতে যাদের বয়স ১৩-১৫ বছর শনাক্ত হয়েছে তাদের কাছে বৃহস্পতিবার থেকেই প্রবেশাধিকার বন্ধ হওয়ার সতর্কবার্তা পাঠানো শুরু হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সরকার জানিয়েছে, ১০ ডিসেম্বরের পর এসব মাধ্যম থেকে কিশোর-কিশোরীদের অ্যাকাউন্ট না সরালে বড় অঙ্কের (৩২ মিলিয়ন ডলার) জরিমানার মুখে পড়তে হবে। মেটা জানিয়েছে, আইন কার্যকর হওয়ার আগেই তারা আইডি অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করছে।

মেটার বিবৃতির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ভুলবশত কোনো অ্যাকাউন্ট অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে চিহ্নিত হলে যাচাইয়ের সুযোগ থাকছে। ব্যবহারকারীরা তখন ভিডিও সেলফি বা জাতীয় পরিচয়পত্র জমা দিয়ে প্রকৃত বয়স প্রমাণ করতে পারবেন।

এর আগে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানি অস্ট্রেলিয়ার নতুন আইনকে অস্পষ্ট ও সমস্যাজনক হিসেবে উল্লেখ করেছিল। বৃহস্পতিবার মেটাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলছে, অনলাইনে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তারা অস্ট্রেলিয়া সরকারের নীতি সমর্থন করে। কিন্তু কিশোরদেরকে তাদের বন্ধু ও কমিউনিটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াটা কোনো সমাধান নয়।

অস্ট্রেলিয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা আদতে কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে অন্য দেশগুলোরও আগ্রহ আছে। বিভিন্ন দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ঝুঁকি মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন শিগগিরই পার্লামেন্টে একই ধাঁচের একটি বিল উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন। নেদারল্যান্ডসের সরকার ১৫ বছরের কম বয়সীদের টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট ব্যবহার না করতে পরামর্শ দিয়েছে।





কফি, গরুর মাংসসহ ২ শতাধিক পণ্য থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করলেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাধারণ জনগণের সমালোচনা ও ক্ষোভের মুখে কফি, গরুর মাংস, কলা, কমলার রসসহ ২শতাধিক খাদ্যপণ্যের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন ট্রাম্প প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একটি আদেশে স্বাক্ষরে করছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ইতোমধ্যে সেই আদেশ দেশজুড়ে কার্যকরও হয়েছে।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বিমান এয়ারফোর্স ১-এর ফ্লাইটে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কিছু খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল। বর্ধিত দাম কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনেকে আশঙ্কা করছেন যে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এই আশঙ্কা সঠিক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মূল্যস্ফীতি নেই।"

প্রসঙ্গত, ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের প্রায় আড়াই মাসের মাথায় ২ এপ্রিল গত ২ এপ্রিল বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশের ওপর বর্ধিত রপ্তানি শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। অতিরিক্ত এই শুল্ক আরেপকে 'যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা' বলেও উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্কে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মার্কিন বাজারে বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপস্থিতি কমে যায়। ফলে খাদ্য ও কৃষিজসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও কৃষি বাজারে পণ্যের সরবরহা আসত এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে। এসব মহাদেশভুক্ত প্রায় সব দেশের ওপর উচ্চ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন এবং এর আঁচ বেশ ভালোভাবেই পাওয়া যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যপণ্যের বাজারে।

দেশটির খাদ্যপণ্যের বাজার বিষয়ক সূচক কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্সের সেপ্টেম্বর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজারে গরুর মাংসের কিমার দাম বেড়েছে ১৩ শতংশ এবং স্টেকের দাম বেড়েছে ১৭ শতাংশ। এছাড়া কলার দাম বেড়েছে ৭ শতাংশ, টমেটোর দাম বেড়েছে ১ শতাংশ এবং সার্বিকভাবে সব খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যপণ্য ব্যবসায়ীদের জাতীয় সংস্থা ফুড ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক প্রত্যাহারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, "এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ভোক্তা, আমদানিকারক, উদ্যোক্তা এবং খাদ্য সরবরাহ চেইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই লাভবান হবে।"

শুক্রবারে এয়ারফোর্স ১ এর ফ্লাইটে সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ভবিষ্যতে তার শুল্কনীতিতে আরও কোনো পরিবর্তন আসবে কি না।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমার মনে হয় না আর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। আমরা শুধু একটু পিছিয়ে এসেছি। কফির দাম বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল, খুব শিগগিরই তা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসবে।"



ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নেচারালাইজড নাগরিকদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে নেচারালাইজড নাগরিকরা নিজেদের নিরাপদ মনে করলেও ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি সেই নিরাপত্তার ভিত্তি ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। যেদিন তারা নাগরিকত্বের শপথ নিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি এখনও কি তাদের জন্য প্রযোজ্য আছে কি-না অনেক নেচারালাইজড নাগরিক সেসব বিষয় নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন।

সিয়েরা লিয়োনের গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে প্রায় দশ বছর শরণার্থী শিবিরে থাকার পর যুক্তরাষ্ট্রে আসেন দাউদা সেসাই। তিনি বলেন, আমি যখন নাগরিকত্বের শপথ নিয়েছিলাম, তখন বিশ্বাস করেছিলাম আমি এই দেশের অংশ। দেশও আমাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। কিন্তু এখন এই নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ মনে হচ্ছে। সেসাই বর্তমানে শরণার্থী ও অভিবাসীদের সহায়তার জন্য কাজ করছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি ও আইসের অভিযান নেচারালাইজড নাগরিকদের ওপর প্রভাব ফেলছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আইসের অভিযান চলাকালীন কিছু নাগরিকও আটক বা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। সেসাই বলেন, আমি এখন দেশে ঘোরার সময়ও আমার পাসপোর্ট ছাড়া কোথাও যাই না, যদিও আমার কাছে ফেডারাল আইডি রয়েছে।

আইসের কঠোর পদক্ষেপ এবং বিচার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী অপরাধ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ঝুঁকির কারণে নেচারালাইজড নাগরিকদের নাগরিকত্ব বাতিল করার চেষ্টা হতে পারে। এ কারণে নেচারালাইজড নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বাড়ছে।

ইতিহাসও দেখায় নাগরিকত্ব সবসময় স্থির ও সুরক্ষিত ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রাকৃতিকীকরণ আইন ১৭৯০ সালে শুধুমাত্র "সাদা, মুক্ত ব্যক্তি"দের জন্য প্রযোজ্য ছিল। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ও অন্যান্য জাতির নাগরিকরা পরে সংযোজন করা হয়। ১৯২৩ সালে ভারতীয় নাগরিকদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, ১৯৪০-এর দশকে জাপানি মার্কিন নাগরিকদের ইন্টারনমেন্টে রাখা হয়েছিল।

ইতিহাসবিদ স্টিফেন ক্যান্ট্রোভিৎস বলেন, নাগরিকত্বের সংজ্ঞা রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে। কখনও কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা ঠিক করে দেয়, কে নাগরিক হতে পারবে আর কে পারবে না।

দাউদা সেসাই বলেন, আমেরিকার প্রতি আমি যেই শপথ নিয়েছিলাম, এখন সেই দেশের মধ্যে আমি নিজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হারিয়েছি। এটা আমার জন্য বিশ্বাসঘাতকতার মতো।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, নেচারালাইজড নাগরিকদের ওপর আইসের কার্যক্রম এবং ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নীতি জনমতের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। নাগরিকরা যেমন নিরাপত্তা আশা করেছিলেন, এখন সেই নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

কারাপ্রাঙ্গণ থেকে ইমরানের তিন বোন আটক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের সামনে থেকে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের তিন বোন আলিমা খান, নওরিন নিয়াজি ও উজমা খানকে আটক করেছে পুলিশ। কারাবন্দি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় তারা আদিয়ালা কারাগারের সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন।

ইমরানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) বলেছে, গত মঙ্গলবার রাতে ইমরান খানের তিন বোনকে আটক করার আগে পুলিশ তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছে এবং জোরজবরদস্তি করে ঘটনাস্থল থেকে তুলে নিয়ে গেছে। ইমরান বর্তমানে আদিয়ালা কারাগারে বন্দি। কারা কর্তৃপক্ষ দলীয় নেতাকর্মী বা পরিবারের সদস্যের সঙ্গে ইমরানকে দেখা করতে দিচ্ছে না। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার পিটিআই নেতাকর্মী ও ইমরানের পরিবারের সদস্যরা কারাগার প্রাঙ্গণের বাইরে অবস্থান নেন। তারা কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করার অভিযোগ করেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে পিটিআই থেকে বলা হয়, যখন পুলিশ অভিযানে নামে, তখন আলিমা খান, নওরিন নিয়াজি ও উজমা খান আদিয়ালা কারাগারের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলেন। খাইবার পাখতুনখাওয়ার স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মিনা খান আফ্রিদি, এম এন এ শাহিদ খট্টক এবং অন্যান্য দলীয় কর্মী, যাদের মধ্যে কয়েকজন নারীও রয়েছেন, তারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং পুলিশ তাদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে। আদালতের আদেশ থাকার পরও কেন ইমরান খানের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে তাঁর পরিবারকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না–তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওই পোস্টে আরও বলা হয়, 'একজন কারাবন্দির অধিকার অনুযায়ী ইমরান খানকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে দেওয়া উচিত নয় কি? তাঁর পরিবারের সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে দমন ও সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

এইচ-১বি ভিসা বাতিলে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টে বিল

বিশেষ প্রতিনিধি

বিদেশি দক্ষ কর্মী ও গবেষক আনতে বিশেষ মার্কিন ভিসা প্রকল্প এইচ-১বি ভিসার ফি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পর এবার এই ভিসা প্রকল্প বাতিল করতে চাইছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসে এ সংক্রান্ত একটি বিলও জমা পড়েছে।

কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) সদস্য মার্জোরি টেইলর গ্রিন গতকাল বৃহস্পতিবার বিলটি উত্থাপন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের এই জনপ্রতিনিধি কট্টর ডানপন্থি এবং অভিবাসনবিরোধী হিসেবে পরিচিত।

প্রতিনিধি পরিষদে বিল জমা দেওয়ার আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি ভিডিওবার্তা শেয়ার করেন মার্জোরি। সেখানে তিনি বলেন, "এইচ-১বি ভিসা বাতিল করতে আমি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে একটি বিল জমা দিয়েছি। প্রতারণা এবং অপব্যবহারে পরিপূর্ণ এই ভিসার কারণে দশকের পর দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীরা গুরুতর বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এই ভিসার সুযোগ নিয়ে এতদিন বড় বড় টেক এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স জায়ান্ট কোম্পানি, হাসাপাতাল ও বিভিন্ন শিল্পকারখানা আমাদের নাগরিকদের বঞ্চিত করে বিদেশিদের চাকরি দিয়েছে।"

"বিলটি পাস হলে দুর্নীতিগ্রস্ত এইচ-১বি ভিসা বাতিল হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রকৌশলী, ম্যানুফ্যাকচারিংসহ সব খাতে মার্কিনীরা অগ্রাধিকার পাবে।"

"মার্কিনীরা বিশ্বের সেরা মেধাবী জাতি। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি শুধু মার্কিনিদের স্বার্থ দেখব এবং আমেরিকানদের সবসময় সামনে রাখব। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যদি আমরা দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে চাই, তাদেরকে দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখাতে চাই— তাহলে এইচ-১বি ভিসা আমাদের বাতিল করতে হবে।"



এইচ-ওয়ান বি একটি বিশেষ ভিসা কর্মসূচি, যার আওতায় মার্কিন কোম্পানিগুলো অস্থায়ীভাবে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি বা প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ৮৫ হাজার বিদেশি কর্মীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

মূলত বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল বিদ্যা এবং ব্যাবসায় প্রশাসনে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয় এ ভিসার আওতায়। যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্য বলছে, অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, মেটা, অ্যাপল, গুগল প্রভৃতি কোম্পানিগুলো এই ভিসা কর্মসূচির সবচেয়ে বড় লাভবান বা সুবিধাভোগী। শত শত বিদেশি কর্মী এসব কোম্পানিতে কাজ করেন।

বিশ্বের যেসব দেশ এই ভিসা কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে, সেসবের মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিতে যে হাজার হাজার ভারতীয় কর্মী কাজ করেন, তাদের একটি বড় অংশই এসেছেন এইচ-১বি ভিসায়।

এই ভিসার আরও একটি সুবিধা ছিল নাগরিকত্বের সুযোগ। এইচ-১বি ভিসাধারীদের স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য সহজেই অনুমতি পেয়ে যান। আর স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্তির ৫ বছর পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলে তা-ও মঞ্জুর করে যুক্তরাষ্ট্র।

এতদিন এই প্রোগ্রামে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলোকে ভিসা ফি বাবদ প্রতি বছর ১ হাজার ৫০০ ডলার ফি দিতে হতো। তবে গত সেপ্টেম্বরে এই ফি বাড়িয়ে ১ লাখ ডলার করে ট্রাম্প প্রশাসন।

ভিডিওবার্তায় মার্জোরি টেইলর গ্রিন অবশ্য জানিয়েছেন, তার বিলে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ পুরোপুরি বাতিলের সুপারিশ করা হয়নি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিদেশি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে বিলে। বিলে বলা আছে, মার্কিন স্বাস্থ্যখাতে প্রতিবছর সর্বোচ্চ ১০ হাজার বিদেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নেওয়া হবে। তবে এতদিন এই ভিসার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির যে সুযোগ ছিল, সেটি থাকবে না।

অর্থাৎ বিলটি যদি পাস হয়, তাহলে যেসব বিদেশি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি পেলেও নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।



হোয়াইট হাউসে এমবিএসের জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা

সম্পর্কের নতুন অধ্যায়

ইব্রাহীম চৌধুরী

ওয়াশিংটন ডিসিতে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের (এমবিএস) সফরকে ঘিরে হোয়াইট হাউসে দেখা গেল বিরল এক রাজকীয় আমেজ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে সামরিক বাহিনীর জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। আয়োজনে ছিল সামরিক বাহিনীর ঘোড়সওয়ার ইউনিট, কামানের সম্মান, সামরিক ব্যান্ড, লাল গালিচা এবং আকাশে এফ-৩৫ ও এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের ফ্লাইওভার—সব মিলিয়ে এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরার স্পষ্ট বার্তা।

ক্রাউন প্রিন্সের আগমনের আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান যে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রি করবে। দুই নেতা ওভাল অফিসে বৈঠকেও বসেন। সেখানে ট্রাম্প এমবিএসকে "দীর্ঘদিনের বন্ধু" উল্লেখ করে বলেন, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রাউন প্রিন্সের ভূমিকা "অসাধারণ" বলে তিনি মনে করেন।

এই সফরের অংশ হিসেবে সন্ধ্যায় ক্রাউন প্রিন্সের সম্মানে একটি ব্ল্যাক-টাই ডিনারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মোট ১২০ জন অতিথির মধ্যে সৌদি প্রতিনিধিদলের সদস্য ৩০ জন। এটি যদিও আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় ভোজ নয়, তবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে কোনো বিদেশি নেতাকে সম্মান জানিয়ে এটাই প্রথম বৃহৎ ডিনার অনুষ্ঠান।

হোয়াইট হাউসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, সফরের সময় সৌদির যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রি এবং সৌদির ঘোষিত ৬০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ অগ্রগতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আসতে পারে। হোয়াইট হাউসের উপ-প্রেস সেক্রেটারি আনা কেলি এটিকে "অফিশিয়াল ওয়ার্কিং ভিজিট" বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, প্রযুক্তি, উৎপাদন, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং প্রতিরক্ষা খাতে যুক্তরাষ্ট্র আরও লাভজনক চুক্তির প্রত্যাশা করতে পারে।

ট্রাম্প এবং তার জামাতা জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে সৌদি রাজপরিবারের সম্পর্ক বহুদিনের। রাজনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি ব্যবসায়িক যোগাযোগও এ সম্পর্কে গুরুত্ব রাখে। ট্রাম্প অর্গানাইজেশন সম্প্রতি জেদ্দায় একটি ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, এবং এরিক ট্রাম্প জানিয়েছেন যে রিয়াদেও একটি নতুন ট্রাম্প-ব্র্যান্ডেড প্রকল্প আনার পরিকল্পনা রয়েছে। কুশনারের প্রতিষ্ঠিত অ্যাফিনিটি পার্টনার্স সৌদি সার্বভৌম তহবিল থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগও পেয়েছে—একটি আলোচিত সিদ্ধান্ত।

এই সফর বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ২০১৮ সালে ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটে সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের পর এটাই ক্রাউন প্রিন্সের প্রথম মার্কিন সফর। খাশোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষোভের মুখে সৌদি আরব তীব্র সমালোচনার শিকার হয়েছিল। ক্রাউন প্রিন্স হত্যার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলেও তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন।

ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে ব্যক্তিগতভাবে এমবিএসকে শান্তি দেননি এবং সৌদি আরবকে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত মিত্র বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তবে তার প্রশাসন খাশোগি হত্যায় জড়িত অভিযোগে ১৯ জন সৌদি নাগরিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো এমবিএসকে এমন সম্মানজনক অভ্যর্থনা দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, খাশোগির পরিবার এখনো তার দেহাবশেষ পাননি, আর দেশটিতে বহু লেখক, কর্মী ও সংস্কারপন্থী এখনো কারাগারে বন্দি। অ্যাডভোকেসি সংগঠন "ডেমোক্রেসি ফর দ্য অ্যারাব ওয়ার্ল্ড নাউ" বলছে, যুক্তরাষ্ট্র অন্তত এই বন্দিদের মুক্তির দাবি তুলতে পারে।

ডন পত্রিকার নির্বাহী পরিচালক সারাহ লিয়া হুইটসন বলেন, খাশোগি হত্যাকাণ্ডের কারণে বৈশ্বিক সমালোচনার মুখে থাকা ক্রাউন প্রিন্স এখন আবারও উচ্চপর্যায়ের অভ্যর্থনা পাচ্ছেন—এটি এক ধরনের "অসাধারণ রাজনৈতিক পুনরুত্থান"।

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতায় যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সম্পর্কের কৌশলগত গুরুত্ব নতুন করে স্পষ্ট হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি, প্রযুক্তি বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক রাজনীতি—সবক্ষেত্রেই দুই দেশের গভীর সহযোগিতার নতুন সংকেত মিলছে এই সফর থেকে।



ট্রুডোর প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক স্ত্রী সোফি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর প্রেমের বিষয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর সাবেক স্ত্রী সোফি গ্রেগোয়ার। তিনি বলেছেন, 'আমি অযাচিত কথা বলার পরিবর্তে গান শুনতে পছন্দ করি।' তাঁদের ১৮ বছরের সংসার ভাঙা এবং সাবেক স্বামীর প্রেমের বিষয়ে এভাবেই আবেগ প্রকাশ করেন তিনি।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে 'আর্লিন ইজ অ্যালন' শিরোনামের পডকাস্টে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোফি। এ সময় সাবেক স্বামীর নতুন প্রেমজীবন নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খোলেন তিনি। এ সময় ৫০ বছর বয়সী সোফির প্রশংসা করে উপস্থাপিকা আর্লিন ডিকিনসন বলেন, এই বয়সেও এত শান্ত থাকেন কী করে। তখন এক প্রশ্নের উত্তরে সোফি বলেন, 'তুমি জানো, আমরা মানুষ। আমাদের ওপর সব কিছুরই প্রভাব পড়ে, এটা খুব স্বাভাবিক। তাই আমি বেশি কথা বলার পরিবর্তে গান শুনতে পছন্দ করি।'

সোফি আরও বলেন, 'আমি খুবই সচেতন, কারণ আমার আশপাশের অনেক মানুষ আছে, যারা আমাকে এই বিষয়ে আক্রমণ করতে পারে। আমি কী করব, এটা আমার সিদ্ধান্ত, আর আমি কী হতে চাই, এটাও আমার সিদ্ধান্ত। তবে এও নয় যে আমি সব অনুভূতির বাইরে।'

গত সেপ্টেম্বরে ট্রুডো ও তাঁর প্রেমিকা হলিউডের আলোচিত গায়িকা কেটি পেরির (৪০) একটি ছবি তোলে এক পথচারী। তবে তাঁদের প্রেমের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে অক্টোবরে। তখন প্যারিসে পেরির জন্মদিনে তাঁদের হাত ধরা অবস্থায় দেখা যায়।

প্রাসাদের অন্ধকারে জেফ্রি এপস্টিন, ক্ষমতা, কামনা ও দুর্নীতির গোপনচক্র

বিশেষ প্রতিনিধি



আমেরিকার প্রভাবশালী সমাজের বাহারি মুখোশের আড়ালে পচে আছে এক ভয়াবহ বাস্তবতা—অর্থ, ক্ষমতা ও কামনার এক অশুভ জোট। এই জোটের প্রতীকী মুখ ছিলেন জেফ্রি এপস্টিন। তিনি ছিলেন অর্থ ও প্রভাবের এক অনন্য সংমিশ্রণ। বাইরে থেকে দেখলে তিনি সমাজের উচ্চস্তরের অতিথি, দাতব্য কাজের পৃষ্ঠপোষক, শিল্পপ্রেমী ও বুদ্ধিজীবীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অথচ এই মুখোশের আড়ালে চলত ভয়ংকর এক মানবপাচার চক্র—যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ফাঁদে ফেলে, ভয় দেখিয়ে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের ব্যবহার করা হতো ক্ষমতাশালীদের বিনোদনের উপকরণ হিসেবে।

এই ভয়াবহ চক্রের পেছনে শুধু একজন এপস্টিন নয়—ছিল এক গোটা প্রভাবশালী সমাজ, যাদের নাম আজও অর্ধেক ঢাকা, অর্ধেক প্রকাশিত। সাম্প্রতিক সময়ে হাউস ওভারসাইট কমিটি প্রকাশ করেছে বিশ হাজারেরও বেশি পৃষ্ঠার ইমেইল ও নথি, যেখানে উঠে এসেছে ট্রাম্প, বিল ক্লিনটন, প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও আরও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম। ইমেইলগুলোতে দেখা যায়, এপস্টিন কখনও ট্রাম্পের "নোংরা ব্যবসায়িক কৌশল" নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, কখনও লিখছেন "সে মেয়েদের ব্যাপারে জানত।" কিন্তু আইনি ভাষায়—কেউ অপরাধী নন। যেন আইনও শ্রেণিভেদ মানে। ক্ষমতাশালীর অপরাধও "গুজব" হয়ে যায়।

এপস্টিনের সঙ্গে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক ছিল জটিল। এক ইমেইলে তিনি লেখেন, "ট্রাম্প বলেছে আমি মার-আ-লাগোর সদস্য ছিলাম। সত্যি হলো, আমি কখনও সদস্যই ছিলাম না।" আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "অবশ্যই সে মেয়েদের ব্যাপারে জানত, কারণ সে গিসলেইনকে থামতে বলেছিল।" গিসলেইন ম্যাক্সওয়েল, যিনি এখন ২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন, ছিলেন এপস্টিনের নিকটতম সহযোগী এবং নারী সরবরাহের মূল কুশীলব।

এই অন্ধকারের গল্প শেষ হয়নি এপস্টিনের মৃত্যুতেও। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের একটি কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। সরকারি ভাষায় বলা হয়—তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শুরু হয় এক রহস্যময় নীরবতা। বহু নথি হঠাৎ উধাও, অনেক সাক্ষ্য অদৃশ্য, অনেক মুখ বন্ধ। তখন থেকেই প্রশ্ন উঠেছে—এপস্টিন কি সত্যিই আত্মহত্যা করেছিলেন, নাকি তাঁকে "চুপ করানো" হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর আজও কেউ দেয়নি। বরং আরও স্পষ্ট হয়েছে এক সত্য—আমেরিকার প্রভাবশালী শ্রেণির ভিতরে আছে এক ভয়ংকর গোপন রাষ্ট্র, যেখানে নীতি, আইন, ন্যায়বোধ—সবই কেনাবেচা হয়।

জেফ্রি এপস্টিনের জীবন যেন আমেরিকার নৈতিক পতনের প্রতীক। তার মৃত্যুর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে এক সভ্য সমাজের বিবেকহীনতা। এপস্টিন একবার বলেছিলেন—"আমি একমাত্র মানুষ, যে ট্রাম্পকে ধ্বংস করতে পারি।" কিন্তু আজ স্পষ্ট, এপস্টিন ধ্বংস হননি একা। তিনি কেবল প্রকাশ করেছেন এক পচা ব্যবস্থার মুখোশ।

এই ঘটনাগুলোর পর আমরা কেবল বুঝতে পারি—সব মন্দের মূল এক, আর তা লুকিয়ে থাকে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে।



ট্রাম্পের নির্দেশে তদন্তে ক্লিনটনসহ উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি

এপস্টেনের সঙ্গে সম্পর্ক

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাশে নতুন করে বিতর্কের মেঘ জমতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি বিচার বিভাগকে নির্দেশ দেবেন জেফ্রি এপস্টাইনের উচ্চপর্যায়ের পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের তদন্তের জন্য। তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট—এপস্টাইনের সঙ্গে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ল্যারি সামারস, রেইড হফম্যান, জে.পি. মর্গ্যান এবং চেজ ব্যাংকের সম্পর্কের আভাস উদঘাটন করা।

এই নির্দেশের পেছনে রাজনৈতিক উত্তেজনা স্পষ্ট। সম্প্রতি ডেমোক্র্যাটরা প্রকাশ করেছে এপস্টাইনের ইমেইল, যেখানে ট্রাম্পের নামও উল্লেখ রয়েছে। ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, এটি কেবল এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, যাতে ডেমোক্র্যাটরা তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে চায়। তিনি আরও জানিয়েছেন, এপস্টাইনের দ্বীপভিত্তিক কর্মকাণ্ড, উচ্চপর্যায়ের পরিচিতদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সংস্থার যুক্তি খতিয়ে দেখা হবে।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি জানিয়েছেন, ম্যানহাটনের শীর্ষ ফেডারেল প্রসিকিউটর জে ক্লেটন এই তদন্তের নেতৃত্ব দেবেন। জে.পি. মর্গ্যানও প্রকাশ্যে জানিয়েছে, তারা ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত এপস্টাইনের ক্লায়েন্ট ছিল, তবে তার অপরাধে সরাসরি সহায়তা করেনি। ব্যাংকটি ২০২৩ সালে কিছু ভিকটিমকে ২৯০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, তবে কোনো অপরাধ স্বীকার করেনি।

হাউস ওভারসাইট কমিটি সম্প্রতি প্রকাশিত ইমেইলে দেখা গেছে, ট্রাম্পের নাম এসেছে, তবে তিনি প্রেরণ বা গ্রহণ করেননি এবং কোনো অপরাধে অভিযুক্ত নন। হাউস আগামী সপ্তাহে সমস্ত নথি প্রকাশের বিষয়ে ভোট করতে পারে, তবে সিনেট এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়া তা কার্যকর হবে না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ একটি কৌশল। এপস্টাইন কেলেঙ্কারি নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

ফস্টার কেয়ারের যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ

এইচ বি রিতা

নিউ ইয়র্ক সিটির প্রশাসন ফস্টার কেয়ারে থাকা যুবকদের জন্য কলেজ এবং কর্মজীবনের সুযোগগুলো আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর চিলড্রেন'স সার্ভিসেস'-এর অধীনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ করেছে। সোমবার নভেম্বর ১৭, কমিউনিটি অপ:এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এ কথা জানান।এই সম্প্রসারণ এবং নতুন উদ্যোগগুলি একটি বৃহত্তর $১৬৩ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের অংশ যা একটি শক্তিশালী ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতি প্রশাসনের প্রতিশ্রুতির অংশ। এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে, ফস্টার কেয়ার এবং জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেমের সাথে যুক্ত হাজার হাজার যুবককে একাডেমিক, কর্মজীবন এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

এই সম্প্রসারণের একটি প্রধান অংশ হল 'ফেয়ার ফিউচারস' প্রোগ্রাম, যা ১১ থেকে ২৬ বছর বয়সী যুবকদের জন্য 'ওয়ান অন ওয়ান' কোচিং এবং টিউটরিং প্রদান করে। ২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রামটি জুভেনাইল জাস্টিস সিস্টেমের যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরবর্তীতে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

অ্যাডামস্ বলেন, "২০২৪ অর্থবছরে, আমাদের কোচরা, নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলসের সাথে একযোগে কাজ করে, ফস্টার কেয়ারে থাকা নবম শ্রেণির বেশিরভাগ ছাত্রকে উচ্চতর গ্র্যাজুয়েশন রেট সহ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সাহায্য করেছে। তারা ১১৬ শিক্ষার্থীকে যারা স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল সফলভাবে আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফেরত যেতে এবং পুনরায় ভর্তি হতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে ৪,০০০ জনেরও বেশি যুবক এই সুবিধা পাচ্ছে এবং 'ফস্টার কেয়ার ২০২৭'-এর মধ্যে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ৬,০০০-এ উন্নীত হবে।"



মামুনুর রশীদের অভিনয়ের আবেশে দর্শকদের গভীর স্তব্ধতা

নিউজার্সি

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউজার্সির ফ্রাঙ্কলিন পার্কে ১৫ নভেম্বর শনিবার আয়োজিত নাট্যসন্ধ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বাংলা নাটকের মহীরুহ মামুনুর রশীদ। সূচনা থিয়েটারের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হলো তাঁর রচিত বহুল আলোচিত নাটক তুম্বা ও প্রতিবেশী। প্রবাসে বাংলা নাটকের প্রতি মানুষের আবেগ, টান এবং উৎসাহ—সবই যেন ওই সন্ধ্যাকে ঘিরে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলানাট্যপ্রেমীদের উষ্ণ উপস্থিতিতে নাট্যসন্ধ্যা শুরু থেকেই ছিল প্রাণবন্ত। নিউইয়র্কের কোলাহল পেরিয়ে দর্শকরা এসেছিলেন শুধু একটি নাটক নয়, এক অনন্য সাংস্কৃতিক মুহূর্ত উপভোগ করতে। মামুনুর রশীদের সংলাপ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, আর অভিনয়ের গভীরতা—সবই দর্শকদের নিয়ে যায় এক বিশেষ নাট্যভুবনে।

নাটক শেষে অভিনেত্রী বর্ণা মির্জার উপস্থাপনায় শুরু হয় কথোপকথন। এখানে মামুনুর রশীদ আলোচনায় তুলে ধরেন প্রবাসে নতুন প্রজন্মকে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করার পথ ও সম্ভাবনা। তিনি স্মরণ করেন ইতিহাসের এক অধ্যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি ক্যাম্পে বন্দিরা যখন রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের পাণ্ডুলিপি পেয়ে তা মঞ্চস্থ করেছিল। তাঁর নিজের লেখা ওরা কদম আলী নাটকটির জার্মান অনুবাদ হয়ে পোল্যান্ডের এক স্কুলে যুদ্ধস্মরণ অনুষ্ঠানে অভিনীত হওয়ার কথাও জানান তিনি। এসব গল্প শ্রোতাদের মনে গভীর ছাপ ফেলে।

মঞ্চায়ন শেষে ছিল সংবর্ধনা পর্ব। অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদ ফুল দিয়ে মামুনুর রশীদকে শুভেচ্ছা জানান। স্মারকলিপি পাঠ করেন অভিনেত্রী তমালিকা কর্মকার। প্যাটার্সন সিটি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন শহরটির নির্বাচিত স্কুল বোর্ড কমিশনার মোহাম্মদ রশিদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিল্পপতি ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, বাচিক শিল্পী ড. ফারুক আজম এবং নাট্যজন সিতেশ ধর।

নাটকের গল্পটি আবর্তিত হয়েছে ষাটোর্ধ্ব অবসরপ্রাপ্ত রাহাত চৌধুরীকে নিয়ে। একাকীত্বে অভ্যস্ত এই মানুষটির জীবনে হঠাৎ জায়গা করে নেয় প্রতিবেশীর কুকুর তুম্বা। প্রথমে বিরক্তি, পরে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব। এই সম্পর্ক রাহাতকে নতুনভাবে জীবনের স্বাদ দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে তা তৈরি করে পারিবারিক টানাপোড়েন এবং মানসিক অস্থিরতা। এভাবেই নাটকটি প্রশ্ন তোলে মানুষের অস্তিত্ব, নিঃসঙ্গতা এবং জীবনের অর্থ নিয়ে। এক প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কীভাবে তাকে ভেতর থেকে বদলে দেয়—নাটকটি সেই দার্শনিক গভীরতাকেই তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানের নেপথ্যে ছিলেন বহু মানুষের শ্রম। সংগঠন ও পরিচালনায় ছিলেন জান্নাতুল ফেরদৌস টুম্পা। আলো পরিচালনা করেন বাবর খাদেমি। সংগীতে ছিলেন রাহি চৌধুরী। সহকারী হিসেবে কাজ করেন জয়দীপ ও লিটু আনাম। উপস্থাপনায় ছিলেন বন্যা মির্জা। ফুল দেন তানিয়া আহমেদ। স্মারকলিপি পাঠ করেন তমালিকা কর্মকার।

নিউজার্সির নাট্যসন্ধ্যাটি ছিল কেবল একটি নাট্য আয়োজন নয়, বরং প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা এবং চেতনাকে নতুন করে উজ্জীবিত করার এক বিশেষ মুহূর্ত। এই আয়োজনটির সফল বাস্তবায়নে জান্নাতুল ফেরদৌস টুম্পার আন্তরিক উদ্যোগ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। নানা সীমাবদ্ধতার এমন উদ্যোগ সফল করার জন্য সাবই তাঁকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416



আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন

অভিষেক উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনকের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সফল করতে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩ই নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের স্টার্লিং বাংলাবাজারে অবস্থিত এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুস শহীদ।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম মিলনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন অভিষেক উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সোহান আহমেদ টুটুল, যুগ্ম আহ্বায়ক মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, সমন্বয়ক শেখ শফিকুর রহমান, যুগ্ম সমন্বয়ক জহুরুল ইসলাম, সদস্য সচিব কাজী রবিউজ্জামান, যুগ্ম সদস্য সচিব গোলাম রব্বানী, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শেখ জামাল হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজা আব্দুল্লাহ, সদস্য খবির উদ্দিন ভূঁইয়া, সাবেক কাউন্সিলর রবিউল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আল মামুন সরকার এবং রুপচান মিয়া।

সভায় বক্তারা নিউইয়র্কস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীদের আগামী ২৪শে নভেম্বর সোমবার বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেসে অনুষ্ঠিতব্য অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বান জানান। পাশাপাশি অনুষ্ঠান সফল করতে সংগঠনের সকল সদস্যকে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, অভিষেক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং মূলধারার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। এছাড়া জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুণী ব্যক্তিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটিতে গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির নিয়মিত মাসিক সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র আধুনিকায়নের জন্য ৭ সদস্যের একটি সংশোধনী কমিটি গঠন করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ আখতার বাবুল, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) এবং কার্যকরী সদস্য হারুনুর রশিদ (চেয়ারম্যান), জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

গঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন— মোহাম্মদ হোসেন খান, মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী, মো. তাজুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ), এম আর খান সেলিম, সিনিয়র সহসভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ।

সভায় জানানো হয়, প্রয়োজন হলে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা কমিটিকে সহযোগিতা করবেন।

গঠনতন্ত্র সংশোধন বিষয়ে মতামত, প্রস্তাব ও পরামর্শ আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে সংশোধনী কমিটির কাছে জমা দেওয়া যাবে। সংগঠনের ইমেইলে পাঠানোর সুযোগও থাকছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলো যাচাই করে খসড়া সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে। সাধারণ সভার দিন নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভায় অংশ নিতে আগ্রহী প্রবাসী সদস্যদের মধ্যে যারা এখনও আজীবন সদস্য হননি বা ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সাধারণ সদস্যপদ নবায়ন করেননি, তাদেরকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সদস্যপদ নবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সোসাইটি।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
■ শারীরিক চেক আপ
■ টি.এল.সি টেস্ট
■ ডায়াবেটিস
■ উচ্চ রক্তচাপ
■ হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | SIMPLE MOBILE | h2o | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

بسم الله الرحمن الرحيم
নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib
Masjid AR-Raiyyan
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

ইনভেস্টর আবশ্যক

একটি মিডিয়া কোম্পানিতে ইনভেস্টর আবশ্যক । ১২ মাসের মধ্যে মূল ইনভেস্ট মেন্ট ফেরত ও 40% লাভ দেওয়া হবে।

917-704-4843

এপার্টমেন্ট ভাড়া

Hollis, Queens 1 bedroom Walkout apartment, living room available for rent immediate rent. brand new kitchen and bathroom and new paint throughout. Max two people can live there. Looking for a working professional or couple. Call to make an appointment at 917 502-0400.

বাফেলোতে বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ২ ফ্লোরে, ৩ বেড রুম, বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউ ওয়াক। বাংলাগুসারী, মসজিদ, বাস ষ্টপ সবকিছু অতি নিকটে। **যোগাযোগ-৯২৯৩২৮৫০৪২**

বিংহ্যামটনে বাড়ি বিক্রি

সিঙ্গেল ফ্যামেলী ১ লাখ ৭৫ হাজার, ৪ বেড দুই ফুল বাথ। সিঙ্গল ফ্যামেলী ১ লাখ ৮০ হাজার, দুই বাথ তিন বেড টু ফ্যামেলী ২ লাখ ৯০ হাজার, each floor তিন বেড, দুই বাথ।

যোগাযোগ ওনার, 718-791-5719

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় সেমি বেসমেন্টে মনোরম পরিবেশে একটি রুম একজন পুরুষ ব্যাচলেরর নিকট নভেম্বরের ১ তারিখ হইতে ভাড়া দেয়া হবে। E ট্রেনের Archer এভিনিউ স্টেশনের সন্নিকটে। যোগাযোগ: রনজিত সাহা, 347-235-7322 (9am-11pm)

রুম ভাড়া

জামাইকা হিলসাইড ১৬৮ এ, সুন্দর পরিবেশে ১ জন ৪৫ উর্ধ্ব বয়স্ক চাকুরিজীবী ভদ্র মহিলার কাছে একটি ফুল ফার্ণিশড রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন - ৯১৭ ৭১৭ ৯২০৯

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।

যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

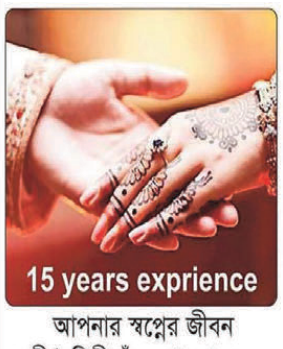
চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন। প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।
ঠিকানা: **1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208. আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com**

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই-বেডরুম, এক-বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া only for Family (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে. Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 or 347-394-9554

পাত্র-পাত্রী চাই



আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য;
শুধুমাত্র অভিভাবকদের 917-518-5508 # এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইন্জিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate



NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL






CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

আগামী বছরের আগে ট্রাম্পের ‘ট্যারিফ চেক’ পাওয়ার আশা নেই

বিশেষ প্রতিনিধি



প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, “ট্যারিফ থেকে যেসব রাজস্ব এসেছে, তার এক অংশ মধ্যম ও নিম্ন-মধ্যআয়ের আমেরিকানদের হাতে ফেরত পাঠানো হবে।” কিন্তু যতই এই ঘোষণা জনমনে এক ধরণের উত্তেজনা তৈরি করুক, বাস্তবে তাৎক্ষণিক নগদ অর্থ চেক আসবে কি, তা এখনও সুনিশ্চিত নয় — এবং সম্ভবত ২০২৬ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।

ট্রাম্প ১৭ নভেম্বর সোমবার ওভাল অফিসে এক বৈঠকে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি চাচ্ছেন ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে “মধ্যম আয়ের ও নিম্ন-মধ্য আয়ের” নাগরিকদের একটি ট্যারিফ-ভিত্তিক অর্থ “ডিভিডেন্ড” হিসেবে নাগরিকদের দেয়ার জন্য। তিনি বলেছিলেন, “আমাদের কাছে হাজার হাজার ডলার আছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য ... ট্যারিফ থেকে আমরা প্রচুর অর্থ পেয়েছি; যদি ট্যারিফ না থাকত, দেশটি বড় ঝামেলায় পড়ত।”

ট্রাম্প আরও যুক্তি দিয়েছেন, তিনি শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহ করছেনই না, বরং আমেরিকার ব্যবসাগুলোকে রক্ষা করেও আসছেন। তার ভাষ্য, “চিপ ব্যবসায় আগের মতো আক্রমণ হয়েছিল, আমরা সেটা রক্ষা করেছি এবং ফিরে আসাচ্ছি।”

তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা অর্থবর্ষে ট্যারিফ-সহিত রাজস্ব ছিল প্রায় ১৯৫ বিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের তুলনায় দারুণ বৃদ্ধি। এই পরিমাণ রাজস্বতে ট্রাম্প প্রশাসনকে একটি শক্তিশালী আর্থিক হাতিয়ার দিয়েছে, যা তারা জনগণকে “চেক” আকারে ভাগ করার পরিকল্পনা করছে।

তবে সব পক্ষেই আশাবাদ নেই। এই প্রস্তাব প্রয়োগ করতে হলে কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে — একদম প্রেসিডেন্টের একতরফা সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়। ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টও এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “এই বিষয়ে এখনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে” — অর্থাৎ এখনো চেক পাঠানো বা সরাসরি নগদ আবর্তনের পরিকল্পনা নিশ্চিত অবস্থায় নেই।

অন্যদিকে, বাজেট বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, যদিও ট্যারিফ রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েছে, মোট বাজেট ঘাটতির মাত্রা এখনও অত্যন্ত উচ্চ। কিছু বিশ্লেষক বলছেন, ট্যারিফ-রাজস্বের বৃদ্ধি একটি একবারের ‘উইন্ডফল’ হলেও, দায়বদ্ধ বাজেটায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী দেউলিয়া বিপদের ঝুঁকি কমায় না।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই ট্যারিফগুলোর বৈধতা: সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্প প্রশাসনের জরুরি শক্তিতে ট্যারিফ ধার্য করার ক্ষমতার বিরুদ্ধে মামলাগুলি চলছে। যদি আদালত আইনগত সীমা লঙ্ঘন বলে সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে অনেক ট্যারিফ ফেরত দিতে হতে পারে, যা সরকারের জন্য আর্থিক বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, ট্রাম্পের ঘোষণাটি মধ্যম এবং নিম্ন-মধ্যআয়ের অনেক নাগরিকের জন্য প্রলোভনস্বরূপ — যাদের মনে হয়, তাদের জীবনযাপন ব্যয় ও আয়ের চাপে একটি আর্থিক সহযোগিতার মুহূর্ত আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা দেখাচ্ছে, সেই প্রতিশ্রুতি দ্রুত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে না। বোঝা যাচ্ছে, রাজস্ব আছে, পরিকল্পনা আছে, কিন্তু আইনগত বাধা ও বাজেটীয় বাস্তবতা এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বাধা দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জ্বালানি চুক্তি ভারতের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়া থেকে তেল না কিনতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মধ্যেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি চুক্তি সই করেছে ভারত। এই চুক্তির আওতায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে ব্যবহৃত মোট তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) প্রায় ১০ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করবে। যদিও কবে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, তা স্পষ্ট করে জানায়নি ভারত। সোমবার সকালে সমাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হারদ্বীপ সিং পুরি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বছরে ২২ লাখ টন এলপিজি আমদানির জন্য এক বছর মেয়াদি এই চুক্তি করা হয়েছে। এটি মূলত ভারতীয় বাজারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রথম এলপিজি চুক্তি।

ভারতের জনগণ যাতে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে এলপিজি পায় তা নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহের পথ খুলছি। এই চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অন্যতম বৃহৎ এলপিজি বাজার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত হলো। এর আগে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা উপক্ষো করে রাশিয়া থেকে ভারতের কম দামে তেল কেনা নিয়ে গত আগস্টে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তলানিতে নামে। এক পর্যায়ে এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। যদিও পরে ট্রাম্প একাধিকবার দাবি করেছেন, সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তির অংশ হিসেবে রাশিয়ার তেল আমদানি কমাতে রাজি হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি নয়াদিল্লি। উল্টো কৃষিপণ্য বাণিজ্য থেকে শুরু করে তেল কেনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

গত অক্টোবরে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রিফাইনার এইচপিসিএল-মিত্তাল এনার্জি জানায়, ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা রুশ তেল কেনা বন্ধ করেছে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
nalea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Etra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটি ইনকের কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস



সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন লিয়াকত আলী, সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান ও কোষাধ্যক্ষ আবু নাসির।

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সামাজিক সংগঠন সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটি ইনক-এর ২০২৫–২০২৭ মেয়াদের কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ নভেম্বর (রোববার) নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে-কেয়ার, ওয়েস্টচেস্টার অ্যাভিনিউতে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সি। সঞ্চালনায় ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ও সদস্য সচিব বিজয় কৃষ্ণ সাহা। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আরও দায়িত্ব পালন করেন খবির উদ্দিন ভূঁইয়া, খন্দকার আব্দুল বাকী, প্রকৌশলী আব্দুল খালেক ও মো. জাহাঙ্গীর হোসেন।

একই পদে একাধিক প্রার্থী না থাকায় আলোচনার ভিত্তিতে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হয়। সংগঠনের গত দিনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে উপস্থিত সদস্যরা বিভিন্ন পদে যোগ্য ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করেন। আলোচনা ও মতামত প্রদান করেন সাইফুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, লিয়াকত আলী, খবির উদ্দিন ভূঁইয়া, খন্দকার আব্দুল বাকী, মনজুর আহমেদ, সাঈদ ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি বশির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোহাম্মদ শাহজাহান, বর্তমান সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল রউফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সরদার আব্দুল মজিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবু জাফর, মনজুর চকদারসহ অনেকে। আরও মতামত দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সরদার জাহানগীর আলম, কর্পোরাল (অব.) আব্দুল মতিন, মো. মমতাজ উদ্দিন, রেজাউল করিম, বদরুল হক, সাঈদ ইসলাম ও কাজী রবিউজ্জামান।

আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিতে জনাব লিয়াকত আলীকে সভাপতি, কাজী রবিউজ্জামানকে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবু নাসিরকে কোষাধ্যক্ষ পদে প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করা হলে উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে সম্মতি জানান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরবর্তীতে তাদেরকে যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন।

নির্বাচনী কার্যক্রম শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস ছালাম সাহেবের উমরাহ হজ যাত্রা, সংগঠনের প্রয়াত সদস্যদের স্মরণ এবং নতুন কমিটির সফলতা কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সহ-সভাপতি হাজী আব্দুস ছালাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মো. বজলুল হক, মো. সোবাহান, মো. খুরশিদ আলম, রহমান উদ্দিন, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, তৌহিদুর রহমান, রেজাউল করিম, আব্দুর সামাদ, লাল মিয়া, আব্দুল রশিদ, আতাউর রহমান, আব্দুল লতিফ, দোলন খান, আলম মোহাম্মদ, সানাউল্লাহ, শচীন্দ্র নাথ সরকার, রামেন্দ্র মালাকার, এম এ জলিল, ইব্রাহিম, মিয়া মাসুদ, টি. হোসেন, শংকর, সুনীল কুমার অধিকারী, পান্না লাল সাহা, শহিদুল ইসলাম, আজিজুল হক, জহুরুল ইসলাম, এস এম মঈনুল ইসলাম, মো. ফজলিম উদ্দিন, মো. আতিকুর রহমান, মো. জালাল উদ্দিন, মনসুর রহমানসহ বহু সদস্য।

সিনিয়র নাগরিকদের কল্যাণে নিবেদিত এ সংগঠন নতুন কমিটির মাধ্যমে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে—এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন উপস্থিত সবাই।

নিউইয়র্কে ইমিগ্রেশন অভিযান জোরদারের

শেষ পৃষ্ঠার পর

অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টরা "মাঠে নেমেছে" এবং রাইকার্স আইল্যান্ড জেলে প্রবেশাধিকার নিয়ে পূর্বের একটি চুক্তি সিটি কাউন্সিল বাতিল করার পর তাদের উপস্থিতি আরও বাড়ানো হবে। তিনি বলেন, "আমরা নিউইয়র্ক সিটিতে আসছি, বরং আমরা এখনই সেখানে। আমরা চাই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করুক। তা না হলে আমাদের এজেন্টদের ঝুঁকিতে রেখে রাস্তায় জননিরাপত্তার জন্য হুমকি হওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতেই হবে।"এই সতর্কবার্তা আসে এমন এক সময়ে, যখন নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানী জানান, তিনি গৃহভাড়া সংকট এবং ফেডারেল সহায়তা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

মামদানী বলেন, নিউইয়র্কের আর্থসামাজিক সংকটে থাকা বাসিন্দাদের সহায়তার জন্য "যে কারও সঙ্গে" কথা বলার নীতি থেকেই এই উদ্যোগ। ডেমোক্র্যাটিক সমাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, যিনি একসময় সিটিকে "ট্রাম্প-প্রুফ" করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই সুর তার তুলনায় নমনীয়। তিনি অভিবাসীদের আইনি সহায়তার জন্য ১৬৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

এদিকে নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের একটি কোস্ট গার্ড স্থাপনায় অভিবাসীদের জন্য নতুন আটক কেন্দ্র খোলার বিষয়টি বিবেচনা করছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কর্মকর্তারা ফোর্ট ওয়াডসওর্থ ঘাঁটি পরিদর্শন করেছেন। বর্তমানে নিউইয়র্কে গ্রেপ্তার হওয়া অনেক অভিবাসীকে রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন আটক কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল গত সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাম্প যে পদক্ষেপ নিন—তা সিটিকে আইসিই দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হোক বা ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন—সবকিছুই দেশ ও নিউইয়র্ক সিটির অর্থনীতির জন্য "বিপরীত প্রতিক্রিয়া" ডেকে আনবে। তিনি সতর্ক করেন, নিউইয়র্ক সিটি দেশের আর্থিক কেন্দ্র—এখানে অস্থিরতা তৈরি করলে তার প্রতিকূল ফল ভোগ করতে হবে। হোকুল আরও জানান, তিনি শহরের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং তারা ট্রাম্পকে সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবেন। তিনি বলেন, "আমরাই দেশের আর্থিক কেন্দ্র, আর এটি নাড়াচাড়া করলে তার ফলাফল অনিবার্য।"

ট্রাম্প এরইমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অভিযান পরিচালনা করবেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আইসিই মূলত লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো এবং বস্টনের মতো ডেমোক্র্যাটশাসিত শহরগুলোর ওপর নজর দিচ্ছে। নিউইয়র্কে এজেন্সির উপস্থিতি এখনো তুলনামূলকভাবে কম দৃশ্যমান।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আইসিই ও অন্যান্য ফেডারেল সংস্থা নর্থ ক্যারোলাইনাতেও অভিযান জোরদার করেছে। হোম্যানের বক্তব্যের পর মঙ্গলবার সকালে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানায়, শার্লট এলাকায় সপ্তাহান্ত থেকে শুরু হওয়া অভিযানে ২০৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, শপিং সেন্টার, কান্ট্রি ক্লাব, গির্জার বাইরে এবং অন্যান্য স্থানে গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়েছে।

র‍্যালির মেয়র জ্যানেট কাওয়েল জানান, তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে ফেডারেল অভিবাসন এজেন্টরা মঙ্গলবার থেকেই শহরে প্রবেশ করতে পারে। তবে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। কাওয়েল এক বিবৃতিতে বলেন, র‍্যালি পুলিশ অভিবাসন–প্রয়োগে সহায়তা করে না এবং শহরের অপরাধের হার গত বছরের তুলনায় কমেছে। তিনি মানুষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জরুরি প্রয়োজনে ৯১১-এ কল করতে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানায়, জানুয়ারির শেষ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫ লাখ ৫০ হাজারের বেশি বহিষ্কার কার্যকর করা হয়েছে। আইসিইর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২১ জানুয়ারি থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপসারণ করা হয়েছে। দুই তথ্যের অমিল নিয়ে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি।

আটলান্টিক সিটিতে নির্বাচনী বিজয় সমাবেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হয়।

বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএএসির সভাপতি শহীদ খান, কাউন্সিলর সোহেল আহমেদ, বেংগল ক্লাবের সহ-সভাপতি আরিফ মাহমুদ লিমন, কলিন্স ডেইস সিনিয়র, স্টিফেনি মার্শাল, প্যাটিসিয়া বেইলি ও কনস্টেনস চ্যাপম্যান।

বক্তারা বিগত নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ ভোটদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

সংগীত পরিবেশন করেন আসিফ আনোয়ার ও জয়ন্ত সিনহা। বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। সমাপনী নৈশভোজের মাধ্যমে সমাবেশের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

টম ক্রুজের হাতে উঠল সম্মানজনক অস্কার

শেষ পৃষ্ঠার পর

একপর্যায়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ৬৩ বছর বয়সী তারকা। পর্দার সামনে-পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রমে যাঁরা সিনেমা তৈরি করেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান টম ক্রুজ।

তিনি বলেন, 'সিনেমা আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়েছে। আমাকে এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ও মতপার্থক্যের প্রতি সম্মান করতে শিখিয়েছে। আমরা যেখান থেকেই আসি না কেন, প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে একসঙ্গে হাসি, কাঁদি, আশায় বুক বাঁধি। আর এটাই সিনেমার শক্তি। এ কারণেই আমার কাছে এটি এত গুরুত্বপূর্ণ। সিনেমা বানানো শুধু আমার পেশা নয়, এটাই আমার পরিচয়।'

এরপর নিজের শৈশবে ফিরে যান টম ক্রুজ। কীভাবে খুব ছোটবেলায় সিনেমা তাঁকে বিস্মিত করেছিল, নতুন করে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল, সে কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'অতি অল্প বয়সেই সিনেমার প্রেমে পড়ি। অন্ধকার হলে প্রজেক্টরের আলো যখন পর্দায় বিস্ফোরণ ঘটাত, মনে হতো, পরিচিত পৃথিবীর বাইরে আরেকটা বিশাল জগৎ খুলে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, জীবন, প্রকৃতি—সবই যেন নতুন করে চোখ খুলে দিত। সেই আলোই আমার ভেতর জাগিয়ে তোলে কৌতূহল, দুঃসাহসিকতার ক্ষুধা, জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, মানবতাকে বোঝার তাগিদ আর গল্প বলার আকাঙ্ক্ষা।' শেষে তিনি যোগ করেন, 'শৈশবে পর্দায় দেখা সেই আলোর রেখাই আমাকে দেখিয়েছে, চাইলেই নিজের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। আমি তখন থেকেই সেই আলোকে অনুসরণ করে চলেছি।'

বড় তারকাদের উপস্থিতিতে জমজমাট ছিল গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসের লালগালিচা। হাজির হয়েছিলেন জেনিফার লরেন্স, মাইকেল বি জর্ডান, সিডনি সুইনি, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, ডোয়াইন জনসন, এমা স্টোনসহ অনেকেই।

ভিসায় বিশ্বকাপ টিকিটধারীদের অগ্রাধিকার

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্কেজ্যুলিং সিস্টেম' (পাস) দীর্ঘ প্রতীক্ষার তালিকায় থাকা বিশ্বকাপ টিকিটধারীদের ফিফার মাধ্যমে অগ্রাধিকারমূলক সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেবে।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের টিকিট থাকা মানেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিজিট ভিসা পাওয়া যাবে—এমন নয়, জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি বলেছেন, ফুটবল ম্যাচের টিকিটধারী বিদেশি নাগরিকরা আবেদন করার পর ছয় থেকে আট সপ্তাহের ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বা কনস্যুলেটে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেতে পারেন।

রুবিও হোয়াইট হাউসে বলেন, 'আপনার টিকিট ভিসা নয়; এটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের নিশ্চয়তাও দেয় না। আমরা আগের মতোই স্বাভাবিক নিরাপত্তা যাচাই করব। একমাত্র পার্থক্য হলো—আমরা তাদের কিউতে সামনের দিকে এনে দিচ্ছি।'

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ও রুবিওর সাথে প্রেস ওভাল অফিসে কথা বলতে গিয়ে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়াননি ইনফান্তিনো বলেন, বিশ্বকাপ দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১ কোটি দর্শনার্থী যেতে পারেন।

ইনফান্তিনো বলেছেন, 'এই ফিফা পাসের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে পারব—যারা টিকিট কিনেছেন, যারা আসল ফুটবল ভক্ত—তারা যেন সর্বোত্তম সুবিধা নিয়ে বিশ্বকাপ দেখতে আসতে পারেন, ভিসা পাওয়ার ধাপ থেকে শুরু করে।'

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রত্যাশীদের জন্য ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে কড়াকড়ি নীতি আরোপ করে, যা অনেক দেশের নাগরিকদের ভিসা পাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিছু দেশের সমর্থকরা যাদের দল আগামী বছর ইতোমধ্যে বিশ্বকাপের জন্য কোয়ালিফাই করেছে, তারা বর্তমানে দীর্ঘ ভিসা অপেক্ষার মুখে।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, যেমন কলম্বিয়ায় ভিসার সাক্ষাৎকার পেতে বর্তমানে প্রায় ১১ মাস লাগছে। মেক্সিকো সিটিতে অপেক্ষার সময় সাড়ে নয় মাস, আর টরন্টোতে (যারা কানাডার নাগরিক নন) সাক্ষাৎকার পেতে গড়ে ১৪ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

যদি এসব অপেক্ষার সময় অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে বিশ্বকাপ শুরু হয়ে শিরোপা জয়ীও নিশ্চিত হয়ে যাবে, কিন্তু অনেক দেশের সমর্থকের ভিসা অনুমোদন ঝুলেই থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

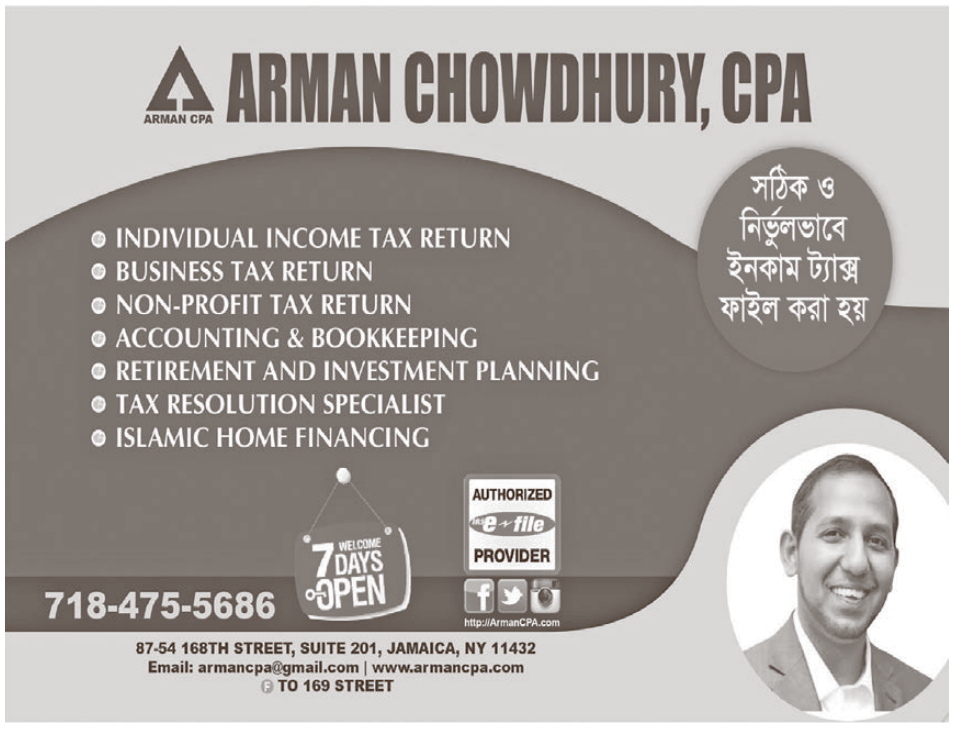
অবশ্য সব দেশের টিকিটধারীদের ক্ষেত্রে এই নতুন অগ্রাধিকার নিয়ম কার্যকর হবে কিনা সেটা নিশ্চিত নয়। বিশেষ করে যেসব দেশের নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে আংশিক বা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। জুন মাসে ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে ১২টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেন, নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করে।

এই তালিকায় রয়েছে ইরানও—যাদের জাতীয় ফুটবল দল বিশ্বকাপের জন্য ইতিমধ্যে যোগ্যতা অর্জন করেছে। জুনের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষক দল বিশ্বকাপ ও ২০২৮ অলিম্পিকসের জন্য ছাড় পাবে, তবে তাদের সমর্থকরা এখনও নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন।

আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া সব ভ্রমণকারীর ভিসা লাগবে না। যুক্তরাষ্ট্রের 'ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রাম'-এর আওতাধীন দেশগুলোর নাগরিকরা সাধারণত ৯০ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে পারেন। এতে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বড় অংশ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আরও কিছু দেশ রয়েছে।

বিশ্বকাপের সবশেষ দুই আসরের আয়োজক রাশিয়া ও কাতারে বিশ্বকাপে ম্যাচের টিকিট থাকলেই একটি 'ফ্যান আইডি' পাওয়া যেত, যা কার্যত ভিসার মতোই দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দিত।

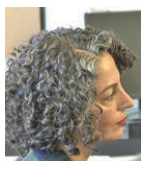
৪৮ দলের বিশ্বকাপে ৩৪টি দল নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। এরমধ্যে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে নতুন তিনটি দেশ কেপ ভার্দে, উজবেকিস্তান ও জর্ডান। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে আগামী ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ড্র।





হ্যামট্রাম্যাকের হারানো ব্যালট নিয়ে ক্লার্কের ব্যাখ্যা

পার্থ সারথী দেব,
মিশিগান


রানা ফারাজ

হ্যামট্রাম্যাক সিটির ক্লার্ক রানা ফারাজ ওয়েন কাউন্টি বোর্ড অব ক্যানভাসারের সামনে ৩৭টি হারানো ব্যালট (এবসেন্টি ব্যালট) নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেভেন নিউজ ও লোকাল ফোর নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে।

হ্যামট্রাম্যাকের মেয়র নির্বাচনে শীর্ষ দুই প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান মাত্র ১১। এ অবস্থায় নির্বাচনের রাতে ৩৭টি অগণিত ব্যালট পাওয়া যাওয়ায় বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফল পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

রানা ফারাজ বোর্ডকে জানান, নির্বাচনের রাতে তার অফিসে অনুপস্থিত ভোটার বোর্ড (এভি বোর্ড) ফোন করে বলে যে ব্যালট গণনায় অসঙ্গতি দেখা গেছে। মেশিনে তালিকাভুক্ত ব্যালটের সংখ্যা ও জমা পড়া ব্যালটের সংখ্যা মিলছে না। মোট ৯৯০টি এবসেন্টি ব্যালটের মধ্যে ৩৭টি কম পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, 'পুরোনো মেশিনে অনেক সময় জ্যাম হয়। তাই আমরা নিশ্চিত ছিলাম না সমস্যাটা কোথায়। চারদিকে খুঁজেছি। পরদিন খামগুলো আলাদা করার সময় আমার এক কেরানি খামের ভেতরে ব্যালট দেখতে পান।'

অগণিত ৩৭টি ব্যালট উদ্ধার করার পর এক প্রার্থীর মামলার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হলে সিটি ক্লার্ক রানা ফারাজকে প্রশাসনিক ছুটিতে পাঠানো হয়। তিনি এখনো ছুটিতে আছেন। ব্যালটগুলোর বৈধতা নিয়ে ক্যানভাসার বোর্ডের আইনজীবী প্রশ্ন তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত এগুলো গণনায় যুক্ত হবে কি না—সে সিদ্ধান্ত বোর্ডই নেবে।

মেয়র প্রার্থী মুহিত মাহমুদ একশন ৭ নিউজ ডেট্রয়েটকে বলেন, 'মানুষ ভোট দিয়েছে। কেরানির ভুলের জন্য তাদের অধিকার নষ্ট হওয়া উচিত নয়। কার জয় হবে—আমি না অ্যাডম আলহারবি—তা জানি না। কিন্তু মানুষের ভোট অবশ্যই গণনা হওয়া উচিত।'

অন্য প্রার্থী অ্যাডাম আলহারবি বলেন, 'এই ৩৭টি ভোট হঠাৎ পাওয়া গেছে। এগুলো কোথা থেকে এসেছে, নির্ধারিত সময়ের পর গণনায় যোগ হয়েছে কি না—আমরা জানি না। বোর্ডকে অনুরোধ করছি এগুলো বাতিল করতে। এগুলো ভোটার জালিয়াতির চেষ্টা হতে পারে।'

অনানুষ্ঠানিক ফল অনুযায়ী, অ্যাডাম আলহারবি পেয়েছেন ২ হাজার ৯ ভোট এবং মুহিত মাহমুদ পেয়েছেন ১ হাজার ৯৯৮ ভোট। ফলে ভোটের ব্যবধান মাত্র ১১।

৩৭টি ব্যালট গণনায় যুক্ত হবে কি না—এ নিয়ে কর্মকর্তাদের মতবিরোধের কারণে নির্বাচনের ফল এখন অনিশ্চিত। বোর্ডকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে ফল প্রত্যায়িত করতে হবে। আর মেয়র নির্বাচনের রাজ্য পর্যায়ের চূড়ান্ত সার্টিফিকেশনের শেষ সময় ২৫ নভেম্বর ২০২৫।

কাজী মশহুরুল হুদার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ মূকাভিনয় সন্ধ্যা

ডেস্ক রিপোর্ট



নিউ মেক্সিকোতে বসবাসরত বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক আয়োজন। বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনয় শিল্পী কাজী মশহুরুল হুদার ৭০তম জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়েছে তাঁর একক প্রদর্শনী "হুদা'স মাইম ফ্যান্টাসি"।

অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার। আলবুকার্কের আফ্রিকান আমেরিকান পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে। ঠিকানা—৩১০ সান পেড্রো এনই, আলবুকার্ক, নিউ মেক্সিকো ৮৭১০৮, যুক্তরাষ্ট্র।

মূকাভিনয় শিল্পকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কাজী মশহুরুল হুদা অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর গবেষণা, অভিনয় ও শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি দেশ-বিদেশে "মাইম আইকন" এবং "ইন্টারন্যাশনাল মাইম এম্বাসেডর অব বাংলাদেশ" হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তিনি বাংলা মূকাভিনয় গবেষণা কেন্দ্রের মহাপরিচালক এবং এই শিল্প নিয়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা।

অভিবাসন সংকট ও জন্মহার হ্রাস

যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা কমার আশঙ্কা

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রে বহু বছর ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো দেশটির জনসংখ্যা কমতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তান জন্মের হার কমে যাওয়া এবং অভিবাসনের হ্রাসই প্রধান কারণ।

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে "প্রতিস্থাপন হার" অর্থাৎ প্রতি নারী গড়ে ২.১ সন্তান জন্ম দেওয়া বজায় রাখা যায়নি। ২০২৪ সালে এটি ইতিহাসের সর্বনিম্ন ১.৫৯ এ নেমে এসেছে। তবে অভিবাসন দীর্ঘদিন এ খালি স্থান পূরণ করে এসেছে। ১৯৭০-এর দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণ শ্রমিকরা দেশটির অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি সবকিছু বদলে দিচ্ছে। নির্বাচনী সুবিধার জন্য কঠোর নীতি নেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক অভিবাসী—আইনগতভাবে থাকা বা নথিপত্রহীন—দেশ ত্যাগ করছেন। প্রাথমিক সেন্সাস ব্যুরো তথ্য অনুযায়ী, এই বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১.২ মিলিয়নের বেশি অভিবাসী শ্রম বাজার থেকে বেরিয়েছেন।

জনসংখ্যা হ্রাসের প্রভাব সুপরিচিত। কম জনসংখ্যা অর্থনীতির গতিশীলতা কমায়, বয়স্কদের সেবা দেওয়া কঠিন হয়, শ্রম খরচ বাড়ে এবং স্বাস্থ্যসেবা, বৃদ্ধসেবা ও কৃষিতে চাকরির জন্য প্রার্থী কমে যায়। গ্রামীণ ও শিল্পনগর অঞ্চলে অভিবাসী ভিত্তিক পুনর্জীবনও থেমে যেতে পারে বা বিপরীত দিকে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, যদি ২০২৫ সালে জনসংখ্যা হ্রাস অব্যাহত থাকে, তা দেশের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে।

মৃত্যুদণ্ডই শেখ হাসিনার উপযুক্ত বিচার: আখতার

ঢাকা অফিস

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, 'মৃত্যুদণ্ডই শেখ হাসিনার জন্য উপযুক্ত বিচার। এই রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে। সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে এই রায় সরকারকে কার্যকর করতে হবে।'

সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

ভিডিও বার্তায় শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান আখতার। তিনি বলেন, খুনি শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় না দিয়ে এদেশের বিচার ব্যবস্থার কাছে সোপর্দ করুন। শেখ হাসিনার রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে এ বিশ্বে একটা নজির তৈরি হবে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিসেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

মওলানা ভাসানী

জিয়াউদ্দীন এম চৌধুরী

ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনে থাকাকালে ১৯৭০ সালের শেষের দিকে আমি খুলনায় শিক্ষানবিশ সিএসপি ছিলাম। ব্যাচেলর হিসাবে, সন্ধ্যায় আমার যথেষ্ট অবসর সময় ছিল যা আমি স্থানীয় ক্লাবে বিলিয়ার্ড বা টেনিস খেলতে ব্যবহার করতাম। এমনই এক সন্ধ্যায় আমার জেলা প্রশাসক (ডিসি) আমাকে খুলনা সার্কিট হাউজে ডেকে পাঠান যেখানে যশোর ব্রিগেডের জোনাল সামরিক আইন প্রশাসক (জেডএমএলএ) ব্রিগেডিয়ার দুররানির সাথে বৈঠক করছিলেন। আমি অবাক হয়েছিলাম যে জেলা প্রশাসকের জোনাল সামরিক আইন প্রশাসকের সাথে একটি বৈঠকে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। ব্রিগেডিয়ার দুররানিকে আমি কিছুটা চিনতাম কারণ তিনি এবং আমি মাঝে মাঝে ক্লাবে টেনিস খেলতাম। কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে সার্কিট হাউসে ঢুকলাম। স্পষ্টতই আমাকে সার্কিট হাউসে টেনিস খেলার জন্য ডাকা হয়নি।

জেলা প্রশাসক এবং ব্রিগেডিয়ার দুররানি যেখানে তাদের বৈঠক করছিলেন সেখানে গেলে ডিসি আমাকে তার পাশে বসতে বললেন, ব্রিগেডিয়ার দুররানি বিপরীত সোফায় বসেছিলেন। তারা আমাকে বললেন সেই সন্ধ্যায় আমার একটি মিশন সম্পন্ন করার আছে। মিশন ছিল মওলানা ভাসানীকে সার্কিট হাউসে নিয়ে আসা। জেলা প্রশাসক জানান, মওলানা সড়ক পথে খুলনায় ফিরছেন । পুলিশ সূত্রে খবর, ওইদিন রাত ৮টার দিকে তিনি রূপসা ফেরিঘাটে পৌঁছাবেন। আমার কাজ হবে ফেরি ঘাটে তাকে আটকানো এবং ডিসি এবং জেডএমএলএর সাথে বৈঠকের জন্য তাকে সার্কিট হাউসে আসতে রাজি করানো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাধা দিলে কি তাকে গ্রেফতার করা হবে? না, মওলানাকে গ্রেফতার করা নয় , বরং সভায় আসার জন্য প্ররোচিত করা। আমার ডিসি আমার দিকে সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আমি জানি তুমি এটা করতে পারবে। এজন্য আমরা তোমাকে বেছে নিয়েছি'। আমাকে সন্তুষ্ট করা অযাচিত ছিল, কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। আমি একজন তরুণ সিএসপি প্রবেশনার যাকে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ মানতে হয়।

আমাকে ডিসির গাড়ি দেওয়া হয়, ভ্যানে করে পুলিশ এসকর্ট দেওয়া হয়। আমরা সার্কিট হাউস থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে রূপসা ফেরি ঘাটের দিকে রওনা দিলাম, আমি জানতাম না যে আমি এই মিশনে সফল হব কিনা। সে সময় খুলনা থেকে বাগেরহাট যেতে ফেরিতে রূপসা নদী পারাপারের ব্যবস্থা ছিল রূপসা ফেরি। একটি মাত্র ছোট ফেরি ছিল যা একবারে দুটি যানবাহন পরিবহন করতে পারত। ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা আটটা বাজে। ঠিক করলাম, ওপারে গিয়ে মওলানার জন্য অপেক্ষা করব, আর আমাদের দুটো গাড়ি ফেরিতে রাখব, ফলে তৃতীয় গাড়ির জন্য আর জায়গা থাকবেনা । সরকার, বিশেষ করে জেলা কর্তৃপক্ষ যাদের আমি প্রতিনিধিত্ব করতাম তারা একটি জেলায় (অন্তত সেই সময়ে) প্রশাসন বিশেষ ক্ষমতাবান হওয়ায় ফেরি দখল করতে আমার সমস্যা হয়নি। আমার কৌশল ছিল বাগেরহাটের দিক থেকে মওলানা ভাসানীকে আটকানো এবং সরকারি গাড়িতে চড়ার প্রস্তাব দেওয়া এই যুক্তিতে যে তিনি তার গাড়ি ফেরিতে নামিয়ে দিতে পারবেন না, যেখানে তৃতীয় গাড়ির জন্য জায়গা নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর হঠাৎ একটা ছোট গাড়ি ফেরির এক কোণে ঢুকে আমার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিল। আমি অত্যন্ত হতাশার সাথে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে গাড়িটিতে সেই সেলিব্রিটি ছিলেন যার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। সাহস না হারিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি পেছনের এক কোণে মওলানা ভাসানী। আমি খোলা



জানালা দিয়ে মওলানাকে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। মওলানা গাড়ি থেকে নেমে সৌজন্যের সাথে আমার হাত মুসাফা করলেন । আমি তাকে জানালাম যে আমি তাকে সার্কিট হাউজে ডিনার করার জন্য খুলনার জেলা প্রশাসকের আমন্ত্রণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। মওলানা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, ডিসি মহোদয় কেন এই দাওয়াত আগে দেননি, আর হঠাৎ কেন? আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে কিছুটা অসত্যের আশ্রয় নিতে হবে। আমি উত্তরে বললাম নৈশভোজের আমন্ত্রণটি মওলানার সাথে জরুরি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। ডিসি তার জন্য সরকারী গাড়ি পাঠিয়েছেন। মওলানা আমার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত বোঝার চেষ্টা করছিল আমি সত্যি বলছি কি বলছি না। তিনি ইতস্তত করায় আমি যোগ করলাম, জোনাল মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও তার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি ভেবেছিলাম জেডএমএলএ উল্লেখ করা সভার অনুরোধ এবং তাৎপর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি মওলানার উপর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রভাব ফেলল ।

আমি সেনা কর্তৃপক্ষের কথা বলতেই মওলানা ভাসানী তার পা পিছিয়ে গিয়ে তার গাড়ির সিটে লাফিয়ে উঠে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। দরজা বন্ধ করার আগেই আমিও গাড়িতে উঠে পড়লাম। আমি তার দু'হাত ধরে বললাম যে, সভাটি খুবই জরুরি এবং আমার চাকরি তার সার্কিট হাউসে যাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। মওলানা রাজি হলেন না, কিন্তু আমার কাছ থেকে বারবার অনুনয়-বিনয় করার পর তিনি শর্তে রাজি হলেন যে তিনি নিজের গাড়িতে যাবেন এবং আধা ঘণ্টার বেশি থাকবেন না। আমি তাকে বললাম যে আমরা সার্কিট হাউসে যাওয়ার পর সে ভাবেই ডিসিকে বলা হবে। হায় , তখনকার দিনে যদি সেল ফোন থাকতো? ভাসানী আমাকে তার গাড়িতে থাকতে রাজি হলেন। সরকারি গাড়িগুলো আমাদের পিছু নিল।

সার্কিট হাউজে পৌঁছে আমি মওলানা ভাসানীকে মূল লাউঞ্জে নিয়ে গেলাম এবং তাকে বসতে অনুরোধ করলাম। মাওলানা অধৈর্য হয়ে উত্তর দিলেন যে, তার হাতে সময় খুবই কম, এবং তাকে শহরে তার নির্ধারিত বিশ্রামস্থলে যেতে হবে। আমি ভিতরের কনফারেন্স রুমে ছুটে গেলাম ডিসি এবং ব্রিগেডিয়ারকে আমার সাফল্যের কথা জানানোর জন্য। তাদের জানালাম যে মাওলানা ভাসানী এ মিটিংয়ে খুব অনিচ্ছুক, আমি মিথ্যা শ্রমিকদের আলোচনার কথা বলে নিয়ে এসেছি তাঁকে। তারা সম্ভবত বিরক্ত মওলানার সাথে দেখা করবেন। আমার ডিসি ছিলেন শান্তশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; তিনি শুধু আমার দিকে মাথা নেড়ে লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মওলানা ডিসি ও ব্রিগেডিয়ারের সাথে একত্রিত হন। তাদের সভা চলাকালীন আমাকে লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল।

আমি একটি সংক্ষিপ্ত সভা আশা করছিলাম; কিন্তু সভা যখন শুরু হয় রাত দশটা পেরিয়ে গেছে। সভা আর শেষ হয়না। আমি নিজেও অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম, ততক্ষণে এগারটা পেরিয়ে গেছে। আমার রেস্ট হাউজে ফিরে যেতে হবে, রাতের খাবার খেতে হবে এবং ঘুমাতে যেতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম ডিসির সঙ্গে কথা বলবো। মিটিং রুমের দিকে এগোতেই শুনতে পেলাম মাওলানা খুব উঁচু গলায় কথা বলছেন। তিনি উর্দুতে কথা বলছিলেন, স্পষ্টতই সামরিক আইন প্রশাসকের সুবিধার জন্য। "আমি আপনাদের বলছি, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে নই, আমি এই দুষ্ট লোকের (জেনারেল ইয়াহিয়া)বিরুদ্ধে। তিনি আপনার সময় নষ্ট করছেন আমাকে আমার দাবি উত্থাপন থেকে বিরত থাকতে রাজি করাতে।" মাওলানা ভাসানী তখন কনফারেন্স ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মাওলানা ব্রিগেডিয়ার ও ডিসি সাহেবকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি তখনো কথা বলছিলেন পান চিবাতে চিবাতে। মাওলানা আঙুল তুলে বলতে থাকেন, 'আপনাদের প্রেসিডেন্ট ব্রেন ডেড; সে একজন মদ্যপ এবং নারীলিপ্সু। এই দুর্নীতিবাজ লোকের কথা কারও শোনা উচিত নয়। আপনারা এ লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেননা কেন? "

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখানে একজন লোক পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে গালি দিচ্ছেন এবং ইয়াহিয়া আরোপিত সামরিক আইনের শক্তিশালী প্রতিনিধি সেখানে দাঁড়িয়ে তিরস্কার শুনছিলেন। পরিবর্তে তিনি শেষবারের মতো হাত বাড়িয়ে মওলানাকে বারান্দায় অপেক্ষারত গাড়িতে নিয়ে যান। গাড়িতে ওঠার সময় মওলানা ভাসানী ব্রিগেডিয়ারের মুখের দিকে তাকালেন এবং যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মতো উর্দুতে বলছেন, "আমি আপনাকে বলছি, তিনি (ইয়াহিয়া) রাষ্ট্রপতি থাকলে এই পাকিস্তান থাকবে না"। (ইয়ে পাকিস্তান নেহী রহেগা)।

সার্কিট হাউস থেকে গাড়ি বের হতেই ব্রিগেডিয়ার আমাদের দিকে ঘুরে খুব একটা খুশি না হয়ে বললেন, "আচ্ছা, মওলানা তাই (পাকিস্তান ভেংগে যাবে) ভাবছেন? যাই হোক অন্তত তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি জনসমক্ষে বিচ্ছেদ নিয়ে কথা বলবেন না"। তিনি হেঁটে হেঁটে তার গাড়ির দিকে চলে গেলেন, আর আমি আমার ডেপুটি কমিশনারের পিছু পিছু আমাদের গাড়ি পর্যন্ত গেলাম। আমরা কথা বলিনি, কারণ ডিসি মহোদয় সম্ভবত তখনও ভাসানীর কথা শুনে চিন্তিত। আমরা কেউই সেই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি যে, মাত্র এক বছর পরেই মওলানা সঠিক প্রমাণিত হবেন।

জিয়াউদ্দীন এম চৌধুরী : প্রাক্তন বিশ্ব ব্যাংক কর্মকরতা, প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কৌশলগত আন্দোলনের হাতিয়ার লকডাউন ও শাটডাউন

দেলোয়ার জাহিদ

হরতাল এবং লকডাউন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনুশীলনে গভীরভাবে প্রোথিত। শাসনব্যবস্থা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং নির্বাচনী অখণ্ডতার ওপর তাদের প্রভাব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জরুরি তা তুলে ধরে, যা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার পথকে পুনরুদ্ধার করে।

হরতাল, লকডাউন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বলা চলে যেন একটি প্রক্সি যুদ্ধ—আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি সংসদ, আলোচনা বা জনসাধারণের বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন রাস্তায় চলে গেছে—এবং সেই রাস্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলিতে। বিরোধী দলের ডাকা হরতাল এবং সরকারের আরোপিত লকডাউনধরনের বিধিনিষেধ বৈধতার জন্য এক ভয়াবহ যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে উঠেছে।

বিরোধী দল যখন হরতাল ডাকে, তখন তা কেবল যান চলাচল ব্যাহত করে না—স্থিতিশীলতার মায়া নষ্ট করে, চ্যালেঞ্জ করে সরকারের কর্তৃত্ব। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ভয়, নজরদারি এবং দমন–পীড়নের দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে সংজ্ঞায়িত ব্যবস্থার অধীনে লক্ষ লক্ষ মানুষ অশ্রুত বোধ করে।

অন্যদিকে, লকডাউন এবং ব্যাপক চলাচলের বিধিনিষেধ ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে ভিন্নমত দমন করার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার প্রদান করে। সমাবেশ বন্ধ করে, কর্মীদের আটকে রেখে এবং জনসাধারণের স্থান নিয়ন্ত্রণ করে, সরকার কার্যকরভাবে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নিয়ম পুনর্লিখন করতে প্রয়াসী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে রাজনীতি আলোচনা এবং সংলাপে ফিরে আসতে পারে কি না—অথবা শাটডাউন ও লকডাউন পতনশীল গণতন্ত্রের স্থায়ী উপাদান হয়ে ওঠে কি না তার ওপর নির্ভর করে।

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাটডাউন এবং লকডাউনের কৌশলগত ব্যবহার পরীক্ষা উতীর্ণ হয়েছে কি না এখনো এর উপসংহার টানার সময় হয়নি, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দৃশ্যপটের ওপর আলোকপাত করে। এই হাতিয়ারগুলি কীভাবে জনসাধারণের আলোচনাকে প্রভাবিত করে, আলোচনার প্রক্রিয়াগুলিকে রূপ দেয় এবং রাজনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করে তা বিশ্লেষণ করে, নিবন্ধটি শাসন, নাগরিক প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ছেদ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্ধ এবং প্রশাসনিক লকডাউনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হাইব্রিড রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় দেখা একটি বৃহত্তর প্যাটার্ন প্রতিফলিত করে। এই প্রক্রিয়াগুলি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ—উভয়ের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। (রহমান, ২০২০; আহমেদ, ২০২৩)

২. হরতাল এবং বিরোধীদের একত্রিতকরণ

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ জানাতে, সম্মিলিত অভিযোগের ইঙ্গিত দিতে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে হরতাল—বা হরতাল—ব্যবহার করে আসছে (সিদ্দিকী, ২০১৫)। সাম্প্রতিক হরতালগুলি শাসনব্যবস্থা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রতিফলিত করে (ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ, ২০২৪)।

৩. রাষ্ট্র–দমনমূলক কৌশল হিসেবে লকডাউন ব্যবহৃত হয়

১৪৪ ধারার মাধ্যমে আরোপিত লকডাউন, নিরাপত্তা



মোতায়েন বা যোগাযোগ–বিধিনিষেধ রাজনৈতিক স্থান নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। পণ্ডিতরা যুক্তি দেন যে এই ধরনের পদক্ষেপগুলি প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (লেভিটস্কি অ্যান্ড ওয়ে, ২০১০)। এই কৌশলগুলির ওপর বাংলাদেশ সরকারের বর্ধিত নির্ভরতা রাজনৈতিক ঝুঁকি পরিচালনা এবং ভিন্নমত দমনের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে (হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০২৩)।

৪. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব

শাটডাউন এবং লকডাউনের পুনরাবৃত্তি গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে দুর্বল করে, মেরুকরণ বৃদ্ধি করে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর নাগরিকদের আস্থা দুর্বল করে (হাসান, ২০২১)। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনী পরিণতি এবং ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন (ইউরোপীয় ইউনিয়ন রিপোর্ট, ২০২৪)।

শাটডাউন এবং লকডাউন—যদিও প্রায় জনস্বাস্থ্য, জরুরি অবস্থা বা নিরাপত্তা সংকটের সাথে সম্পর্কিত—ক্রমবর্ধমানভাবে সরকার এবং বিরোধী দলগুলোর দ্বারা ব্যবহৃত রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আইনসভার অচলাবস্থা থেকে শুরু করে দেশব্যাপী প্রশাসনিক পক্ষাঘাত পর্যন্ত, রাজনৈতিক শাটডাউন জনমত গঠন করতে পারে, আলোচনার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বা ভিন্নমত দমন করতে পারে। এই নিবন্ধটি রাজনীতিতে শাটডাউন এবং লকডাউনের পিছনে কৌশলগত প্রেরণাগুলি পরীক্ষা করে এবং শাসন, সমাজ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর তাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মূল্যায়ন করে।

লকডাউনের কৌশলগত ব্যবহার

রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা বিভিন্ন কারণে লকডাউন ব্যবহার করে।

১. আলোচনার সুবিধা

লকডাউন বিরোধীদের চাপের মুখে আলোচনা করতে বাধ্য করতে পারে, বিশেষ করে যখন প্রয়োজনীয় পরিষেবা ব্যাহত হয়। কার্যক্রম বন্ধ করে, রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা তাদের এজেন্ডা অনুসরণ করার জন্য উচ্চ মূল্য বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

২. শক্তি এবং সংহতির প্রদর্শন

বিরোধীরা প্রায় জনসমর্থন প্রদর্শনের জন্য দেশব্যাপী লকডাউন বা সাধারণ ধর্মঘট (হরতাল) ডাকে। সম্মতির মাত্রা বৈধতা এবং রাজনৈতিক গতির সংকেত হয়ে ওঠে।

৩. জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন

জনগণ যদি বিশ্বাস করে যে সরকার সংকটের জন্য দায়ী, তাহলে লকডাউন রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণের সহানুভূতি তৈরি করতে পারে। বিপরীতে, নাগরিক যদি তাদের স্বার্থপর বা ক্ষতিকারক বলে মনে করে তবে তারা বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।

৪. সরকারের দক্ষতা দুর্বল করা

ঘন ঘন বন্ধের ফলে ক্ষমতাসীন সরকারগুলি স্থিতিশীলতা বা ঐকমত্য বজায় রাখতে অক্ষম বলে চিত্রিত হয়ে তাদের ওপর আস্থা নষ্ট হতে পারে।

লকডাউনের কৌশলগত ব্যবহার (পুনরুক্ত অংশ)

যদিও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে লকডাউন ন্যায্য হতে পারে, তবে রাজনৈতিকভাবে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে—

১. জনসাধারণের স্থান নিয়ন্ত্রণ

২. নির্বাচনী প্রকৌশল

৩. আখ্যান নিয়ন্ত্রণ

৪. মানসিক প্রভাব—যেমন লকডাউন নাগরিকদের মধ্যে ভয়, নির্ভরতা এবং সম্মতি জাগিয়ে তুলতে পারে, রাজনৈতিক গতিশীলতা রাষ্ট্রের পক্ষে স্থানান্তরিত করে।

সমাজ, অর্থনীতি এবং শাসনব্যবস্থার ওপর প্রভাব

১. অর্থনৈতিক ব্যাঘাত

২. জনসাধারণের আস্থা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

৩. নাগরিক স্বাধীনতার ওপর প্রভাব

৪. সামাজিক মেরুকরণ

৫. শাসনব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতা

শাটডাউন আইন–প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সরকার পরিচালনা এবং জনসেবাকে পঙ্গু করে দিতে পারে, যা সাংবিধানিক বা সংসদীয় কাঠামোর ত্রুটিগুলি প্রকাশ করে। রাজনৈতিকভাবে আরোপিত লকডাউনগুলি নির্বাহী বিভাগের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম করে এবং বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম এবং নাগরিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে দুর্বল করে তোলে।

শাটডাউন এবং লকডাউন আধুনিক রাজনীতিতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে রয়ে গেছে—জনসাধারণের আলোচনাকে প্রভাবিত করতে, আলোচনাকে রূপ দিতে এবং রাজনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করতে সক্ষম। তবে, তাদের অপব্যবহারের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগত মূল্য বহন করতে হয়। পরিশেষে, টেকসই রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা, আলোচনার প্রক্রিয়া এবং নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো প্রয়োজন—দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করে বা মৌলিক স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে এমন জবরদস্তিমূলক কৌশলের ওপর নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়—

১. ভবিষ্যতের সংঘাতের ভয়াবহ নজির

২. জোরপূর্বক বা বিঘ্নকারী কৌশলের ওপর ঘন ঘন নির্ভরতা আলোচনা, আপস এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নিয়মকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলে। নির্বাচনের সময় শাটডাউন দোষারোপ বা সহানুভূতি পরিবর্তন করতে পারে, অন্যদিকে লকডাউন প্রচারণা এবং ভোটারদের উপস্থিতিকে বিকৃত করতে পারে—গণতান্ত্রিক বৈধতাকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ধারণা—এই ধরণের কৌশলের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলিকে প্রায়শই অস্থির বা স্বৈরাচারী হিসেবে বিবেচনা করে, যা কূটনৈতিক সম্পর্ক, বিদেশি সাহায্য এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের জন্য একটি টেকসই অগ্রগতির পথ প্রকৃত রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর নির্ভর করে—যা অস্থায়ী চুক্তির ওপর নয় বরং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, জবাবদিহিতা এবং ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধার যৌথ প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে। সমঝোতার অর্থ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আস্থা পুনর্নির্মাণ, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের এই আস্থা পুনরুদ্ধার করা যে ক্ষমতা দলীয় সুবিধার পরিবর্তে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন দলগুলো সংঘর্ষের পরিবর্তে সংলাপ এবং জোরপূর্বকের পরিবর্তে ঐকমত্য বেছে নেয়, তখন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আরও গভীর হয়, সামাজিক সংহতি শক্তিশালী হয় এবং শাসন আরও স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠে। পরিশেষে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সর্বোত্তম স্বার্থ হলো এই স্বীকৃতি—কোনও একক দল, নেতা বা আদর্শ একা জাতির ভবিষ্যৎ বহন করতে পারে না; কেবলমাত্র সমঝোতা, বহুত্ববাদ এবং একটি নবায়িত সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও ন্যায়সঙ্গত, অংশগ্রহণমূলক এবং স্থিতিস্থাপক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

লেখক: দেলোয়ার জাহিদ, বাংলাদেশ নর্থ আমেরিকান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা

মওলানা ভাসানীর একটি গল্প

ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ

সিলেট পাইলট স্কুলের একটি পুরোনো গল্প শুনলাম আমার বড় ভাইয়ের কাছে। আমার বাবা আর আমরা দুই ভাই–এই স্কুলেরই ছাত্র। গল্পটি আগে শুনেছিলাম, কিন্তু মনে ছিল না। অনেক বছর আগের ঘটনা—হয়তো ১৯৩৭ সাল। তখন আমার বাবা দশ বছরের ছাত্র এবং মুসলিম হোস্টেলের মনিটর। সেই সময়ে তাঁরা আসাম মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনের নেতৃত্ব দিতেন। মৌলানা ভাসানী তখন বড় নেতা—চারদিকে তাঁর জয়জয়কার।

ঘোষণা হলো, তিনি সিলেটে আসবেন। তাই ট্রেনস্টেশনে অভ্যর্থনার জন্য বড় আয়োজন চলছে। ফুলের মালা, উচ্ছ্বসিত জনতা—সবকিছুরই প্রস্তুতি। আমার বাবা শামসুদ্দীন আহমেদ (মুক্তিযুদ্ধে সিলেট মেডিকেল কলেজের শহীদ অধ্যাপক ও সার্জারি বিভাগের প্রধান) সব গুছিয়ে রাতে বই নিয়ে বসেছেন। তখন গভীর রাত।

হঠাৎ দেখেন, ছোট্ট একটি পুঁটুলি নিয়ে মওলানা ভাসানী তাঁর ঘরে ঢুকেছেন। বাবা তো অবাক—তিনি এখানে কী করছেন? সবাই তো কাল ভোরে ট্রেনস্টেশনে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে—সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মৌলানা শুধু বললেন, "আগেই চলে এলাম।"

বাবা বললেন, "এটা তো হবে না। আপনাকে আজ নয়, কালকে আসতে হবে।" এরপর তিনি মওলানাকে বোঝাতে বোঝাতে, একরকম জোর করেই আবার স্টেশনে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁরা সরাসরি সিলেট যেতে পারলেন না। আরেকটি ট্রেন ধরে আগের স্টেশন—মোগলাবাজারে যেতে হলো, কারণ অভ্যর্থনা শুরু হবে ট্রেন থেকে নামার আগেই।

সারা রাত মোগলাবাজার স্টেশনে দু'জনই মশার কামড়ে অস্থির। ভোরে ট্রেন ধরবেন। মওলানা তো এতে



বিরক্ত—এমন অভ্যর্থনার তো তিনি তেমন ধার ধারতেন না, তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু বাবা বকুনিও খেলেন, তবুও নাছোড়বান্দা। যাহোক, ভোরের ট্রেনে অতিথি মওলানা ভাসানী যখন সিলেট স্টেশনে নামলেন, তখন এক অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা দেখে তিনি অত্যন্ত আপ্লুত হলেন সিলেটবাসীর ভালোবাসায়।

পরে বাবার সঙ্গে মওলানার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আসামে যখনই কোনো দুর্যোগ বা প্রয়োজন হতো, বাবা কলকাতা মেডিকেলে পড়ার মাঝেও সেখানে যোগ দিতেন—যেমন আসামের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণ দিতে, হজ ক্যাম্পে চিকিৎসা সহায়তা দিতে, অথবা বাঙাল খেদাও প্রতিহত করতে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাবা কোনোদিন রাজনীতি বা দলীয় কর্মকাণ্ডে জড়াননি। দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই তিনি নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে নানা শক্ত পদক্ষেপ নিয়ে বাঙালি চিকিৎসক, মানুষের সেবা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন।

জীবিকার তাগিদে একবার ঘর ছাড়লে স্থায়ীভাবে আর ফেরা হয় না

আবুল কালাম আজাদ

জীবিকার তাগিদে একবার ঘর ছাড়লে স্থায়ীভাবে আর ঘরে ফেরা হয় না—বাক্যটি শুধু একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে না; এটি বলে হাজার বছরের মানুষের যাত্রা, ভাঙন, স্বপ্ন, বিচ্ছেদের গভীরতম সত্য। ঘর মানুষকে যে নিরাপত্তা দেয়, সেই নিরাপত্তা যখন জীবনের বাস্তবতার কাছে হার মানে, তখন মানুষকে বের হয়ে আসতেই হয় চার দেয়ালের সুরক্ষাবলয় থেকে। প্রথমবার ঘর ছাড়ার সেই তীব্র অভিজ্ঞতা মানুষকে এমনভাবে পাল্টে দেয় যে, সেই ঘর আর তাকে আগের মতো ফিরে পায় না। আর মানুষটি—যিনি একদিন ঘর ছাড়লেন, তার ভেতরেও ফিরে আসে না সেই পুরোনো মানুষটি; বদলে যায় দৃষ্টিভঙ্গি, বদলে যায় আচরণ, বদলে যায় অনুভব। তাই ঘর থাকে, আবার থাকে না।

শৈশবের স্মৃতি, মাটির ঘ্রাণ, পরিচিত মুখ, গ্রামের পথ, উঠোনের আমগাছ—সবই মানুষের চিরন্তন আবেগ। কিন্তু যখন অভাব-অনটন বা স্বপ্ন বা দায়িত্ব মানুষকে ভবঘুরের মতো ছুটে নিয়ে যায় দূর শহরে বা বিদেশে, তখন এই আবেগগুলো ধীরে ধীরে স্মৃতিতে পরিণত হতে থাকে। প্রথমবার কোনো ছেলে যখন গ্রামের বাসা ছেড়ে ঢাকায় আসে চাকরি খোঁজার জন্য, তার ভেতরে যে দোলাচল, দ্বিধা, ভয়, উত্তেজনা কাজ করে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সে বুঝতে পারে—ঘর ছাড়ার অর্থ কেবল ভৌগোলিক বিচ্ছেদ নয়; এর অর্থ তার জীবনের নতুন অধ্যায়, যেখানে প্রতিদিনই এক নতুন যুদ্ধ, নতুন চ্যালেঞ্জ। যে মানুষটি গতকাল পর্যন্ত গ্রামের উঠোনে খেলা করত, সেই মানুষটি আজ রাত কাটায় এক বস্তির ছোট্ট ঘরে অথবা কোনো ডরমিটরিতে আটজনের সঙ্গে। তার জীবন বদলায়, ঘর বদলায়, মানুষ বদলায়। এরপর যখন সে একদিন ছুটিতে ঘরে ফিরে আসে, সে দেখে—যে উঠোনে সে খেলত, সেখানে এখন নতুন বাড়ি উঠছে; মা আগের মতো নন, বাবার শরীরেও বয়সের ছাপ; ছোট ভাইগুলো তাকে আর আগের মতো চায় না; গ্রামের বন্ধুরা সবাই অন্য জীবনে ব্যস্ত। সে তখনই বুঝতে পারে—ঘর আছে, কিন্তু তার ঘর আর নেই।

ঘর ছাড়ার অর্থ নিজের পরিচয়কে ভেঙে নতুন করে তৈরি করা। গ্রামে মানুষ থাকলে সে পরিচিত হয় অনেক পরিচয়ে—কারো ছেলে, কারো ভাই, কারো বন্ধু, কারো প্রতিবেশী। কিন্তু শহরে এসে সে হয়ে যায় শুধু একজন শ্রমিক, একজন কর্মচারী, একজন নামহীন মানুষ। শহর তাকে নিজের মতো করে গড়ে নেয়, বদলে দেয় তার হাসি, বদলে দেয় তার ভাষা, বদলে দেয় তার স্বভাব-চরিত্র। শহরের কঠোরতা, ভিড়, প্রতিযোগিতা, অনিশ্চয়তা মানুষকে ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতরে শক্ত করে দেয়। যে মানুষ একদিন গ্রামের উৎসব–আনন্দে অংশ নিত, সে শহরের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে ভুলে যায় তার অতীতের আনন্দগুলো। আর যখন সে ছুটিতে গ্রামে ফেরে, সে দেখে—তার ভেতরের শহরগ্রস্ত মানুষটির সঙ্গে গ্রামের সরল মানুষগুলোর দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

প্রবাসীদের গল্প আরও গভীর, আরও যন্ত্রণাময়। বিদেশের মাটিতে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন সংগ্রাম করে শুধুমাত্র পরিবারের মুখে হাসি দেখতে। প্রবাসে প্রথম যে আঘাত মানুষ পায়, তা হলো নিঃসঙ্গতা। পরবাসে কেউ কারও নয়, সবাই দৌড়ায় কেবল টাকার জন্য, বাঁচার জন্য, পরিবারের দায়িত্বের জন্য। অনেকে পাঁচ–ছয় বছর, কেউ দশ বছর বাড়ি ফিরতে পারে না। এই দীর্ঘ সময়ে ঘরের মানুষগুলো বদলে যায়। সন্তানরা বড় হয়ে ওঠে, তাদের চোখে বাবাকে বা মাকে মনে থাকে শুধু ভিডিও কলে দেখা মুখ হিসেবে। স্ত্রী বা স্বামী একা সংসার চালাতে চালাতে একসময় ক্লান্ত হয়ে যায়। বাবা-মা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েন। আর প্রবাসী মানুষটি—যে দিনভর রোদে সিমেন্ট মেশায়, মরুভূমিতে রড বাঁধে, কিংবা দোকানে ১৪ ঘণ্টা কাজ করে—সে প্রতিদিনই ভাবে ঘরে ফিরবে। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা তাকে ফেরায় না। আর ফিরে গেলেও সে বুঝে—যে ঘর সে ছেড়ে গেছে, সেই ঘর আর নেই। তার সন্তানরা তাকে সহজে চিনে না, তার গ্রামের ছেলেরা তাকে বিদেশফেরত বলে দূরত্ব রেখে চলে, তার নিজের ভাই–বোনও তাকে আগের মতো আপন মনে করে না। তাকে দেখে সবার মনে হয়—সে ধনী, সে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু কেউ জানে না তার ভিতরে কী পরিমাণ ভাঙন জমা আছে।

ঘর ছাড়ার পর মানুষ যতই দূরে যাক, ঘর তার ভেতরে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের জায়গা স্মৃতি হয়ে পড়ে। স্মৃতি যতই গভীর হয়, বাস্তবতা ততই ধূসর হয়। কেউ বিদেশে যায়, কেউ শহরে, কেউ অন্য কোনো জেলায়—ফলে পরিবার ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে। আগে যে বাড়িতে দশজন থাকত, পরে থাকে তিন বা চারজন। যাদের জন্য মানুষ ঘর ছাড়ে, সেই মানুষগুলোই একসময় আলাদা হয়ে যায়। সন্তানরা বড় হয়ে বিদেশে চলে যায় বিভিন্ন কাজে; বাবা-মা একা হয়ে পড়ে। পরিবার ছোট হয়, সম্পর্কের উষ্ণতা কমে যায়, সবাই নিজের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঘর ছাড়ার চক্রটি এগিয়ে চলে, আর কোনো একসময় দেখা যায়—চার–পাঁচ প্রজন্ম পর একটি বংশের কেউই আর আগের গ্রামের বাড়িতে থাকে না।

মানুষ হয়তো শারীরিকভাবে ফিরে আসে, কিন্তু মানসিকভাবে সে আর ফিরে আসে না। কারণ সে যে মানুষটিকে রেখে গিয়েছিল, সে মানুষ আর তার ভেতরে নেই। শহর বা বিদেশ তাকে এতটা বদলে দেয় যে, সে আর আগের জীবনের সরলতা বা সাদামাটা সুখগুলো অনুভব করতে পারে না। অন্যদিকে ঘরও বদলে যায়—নতুন বাড়ি, নতুন মানুষ, নতুন জীবন। এই দুই রূপান্তর মানুষের মধ্যে একটি স্থায়ী দূরত্ব তৈরি করে। তাই ঘর এবং মানুষ—দুটোই থেকে যায়, কিন্তু আগের মতো আর মিলিত হয় না।

অন্যদিকে সামাজিক পরিবর্তনও মানুষের ঘরবোধকে বদলে দেয়। প্রযুক্তি, মোবাইল, ইন্টারনেট—সব মিলিয়ে মানুষ ভার্চুয়াল জগতে আবদ্ধ। আজকের পৃথিবীতে মানুষ ঘর ছেড়ে গেলেও মায়ের মুখ ভিডিও কলে দেখা যাচ্ছে, সন্তানের স্কুলের ছবি পাওয়া যাচ্ছে, গ্রামের আড্ডার ভিডিও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ–ই তৈরি করেছে এক নতুন দূরত্ব, যাকে বলা যায় প্রযুক্তিগত মিলন কিন্তু মানসিক বিচ্ছেদ। মানুষ ভাবে সে ঘরের সঙ্গে যুক্ত আছে, কিন্তু বাস্তবে সে ঘরের বাইরে, সম্পূর্ণ আলাদা জগতে বাস করছে। সময়ের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ আরও গভীর হয়।

তাই ঘর ছাড়ার অর্থ কেবল ভৌগোলিক দূরত্ব নয়; এটি সময়ের দূরত্ব, মানসিক দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব। কেউ যখন ঘর ছাড়ে, সে নিজের এক অংশ ঘরে রেখে যায়, আর এক অংশ নিয়ে চলে যায় অজানার দিকে। আর সেই অজানা পথ তাকে এমনভাবে পাল্টে দেয় যে সে আর কোনোদিন পুরোপুরি ফিরে যেতে পারে না তার শিকড়ের কাছে। সে যতই চায়, যতই চেষ্টা করুক, শিকড় আর তাকে আগের মতো আঁকড়ে ধরে না। শিকড় থাকে, কিন্তু সে আর সেই আগের গাছ নয়।

এই প্রক্রিয়া মানবসভ্যতার ইতিহাসে চিরন্তন। মানুষ আন্দোলিত হয় নতুন সুযোগের জন্য। মিশরের পিরামিডের শ্রমিক, মেসোপটেমিয়ার কৃষক, মধ্যযুগের বণিক, শিল্পবিপ্লবের শ্রমিক—সবাই কোনো না কোনো সময় ঘর ছেড়েছে। আজকের অভিবাসী শ্রমিক কিংবা শহরমুখী যুবক সেই একই ধারার উত্তরসূরি। মানুষ এগোতে চায়, মানুষ বদলাতে চায়, মানুষ বাঁচতে চায়—আর এই বাঁচার লড়াই তাকে ঘর থেকে দূরে নিয়ে যায়।

অবশেষে বলতে হয়, ঘর মানুষকে যেমন আদর দেয়, জীবন ঠিক তেমনভাবেই তাকে দূরে ঠেলে দেয়। যে মানুষ ঘর ছাড়ে, সে আর কখনোই সম্পূর্ণভাবে ঘরে ফিরতে পারে না। হয়তো শরীর ফিরে আসে, হয়তো স্মৃতি ফিরে আসে, হয়তো মানুষগুলো তাকে ঘিরে ধরে—কিন্তু তার ভিতরের মানুষটি আর কখনো ঘরে ফেরে না। ঘর তখন তার কাছে স্মৃতি হয়, আবেগ হয়, কিন্তু বাস্তবতা আর নয়।

জীবনের এই কঠিন সত্যটাই প্রমাণ করে—জীবিকার তাগিদে একবার ঘর ছাড়লে স্থায়ীভাবে আর ঘরে ফেরা হয় না।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ও কলামিস্ট

কুরআন তিলাওয়াতের আধ্যাত্মিক শান্তি

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

মানুষের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস শান্তি। অথচ এ শান্তিই আজ সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য—চারদিকে ব্যস্ততা, অনিশ্চয়তা, টেনশন আর উৎকণ্ঠা মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে। জীবন যত এগোয়, অন্তরের শূন্যতা যেন আরও গভীর হয়। ঠিক এই জায়গাতেই কুরআন তিলাওয়াত মানুষের জন্য এমন এক প্রশান্তির দরজা খুলে দেয়, যা কোনো জাগতিক উপায় দিতে পারে না। কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে— "আল্লাহর স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়" (সূরা রা'দ, ১৩:২৮)।

এই শান্তি হঠাৎ মন ভালো করে দেওয়ার মতো সাময়িক অনুভূতি নয়; বরং এটি এমন এক গভীর প্রশান্তি, যা মানুষের হৃদয়ের গিঁট খুলে দেয়, ভয়ের চাপে নুয়ে পড়া আত্মাকে স্থির করে এবং মনের ভেতরের আলোকে জাগিয়ে তোলে।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় মনে হয় মানুষের উপর যেন নরম এক রহমতের পর্দা নেমে আসে। নবী (সঃ) এই দৃশ্যকে অত্যন্ত জীবন্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে প্রশান্তি নেমে আসে, রহমত ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা সেই ঘরকে ঘিরে রাখে এবং শয়তান দূরে সরে যায়।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৮৭)

মানুষ হয়তো ফেরেশতাদের চোখে দেখে না, কিন্তু তিলাওয়াতের সময় যে নীরব শান্তি তাকে ছুঁয়ে যায়, সেটিই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অদৃশ্য সান্ত্বনা।

দুশ্চিন্তা, ভয়, অস্থিরতা—জীবনের এসব চাপ মানুষকে ভঙ্গুর করে দেয়। কিন্তু কুরআনের সামনে বসলে বুঝতে পারে, প্রতিটি কষ্টের মাঝে রয়েছে আল্লাহর বিশেষ রহমত। আল্লাহ বলেন—

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি" (সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৫–৬)।

তিলাওয়াত মানুষকে মনে করিয়ে দেয়—দুঃসময়ের পেছনেও থাকে হিকমত। নবী (সঃ) আরও বলেছেন—

"কোনো দুশ্চিন্তা, কষ্ট, রোগ, এমনকি একটি কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ তা দ্বারা বান্দার গুনাহ মাফ করেন।" (সহীহ বুখারি, হাদীস ৫৬৪১)

সুতরাং কুরআনের শব্দ যখন হৃদয় স্পর্শ করে, তখন মানুষের অন্তরের ভার হালকা হয়ে আসে।

কুরআন তিলাওয়াত শুধু ধর্মীয় অনুভূতি নয়—এটি এক ধরনের আত্মিক চিকিৎসা। সূরা ফাতিহাকে নবী (সঃ) "আরোগ্যের সূরা" বলেছেন (সহীহ বুখারি, হাদীস ৫০০৭)। ক্লান্ত, হতাশ, মানসিকভাবে ভেঙে পড়া মানুষ যখন এই সূরা তিলাওয়াত করে, তখন মনে হয় তার হৃদয়ের ক্ষতে ওষুধ লাগছে। আবার সূরা রহমানের বারবার উচ্চারিত প্রশ্ন—"তোমার রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?"

মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়—সমস্যার মাঝেও আল্লাহর অনুগ্রহ অব্যাহত।

সবচেয়ে গভীর প্রভাব হলো—তিলাওয়াত মানুষের রবের সঙ্গে একান্ত এক "ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ" তৈরি করে। একাকিত্ব, ভয়, হতাশা যখন মানুষকে ভিতর থেকে আঘাত করে, তখন কুরআনের সামনে বসলে মনে হয়—সে একা নয়। কেউ একজন শুনছেন, দেখছেন, বুঝছেন।



নবী (সঃ) বলেছেন—

"কুরআন তিলাওয়াত করো। কারণ কিয়ামতের দিনে কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪)

অর্থাৎ তিলাওয়াত দুনিয়ায় শান্তির উৎস, আর আখিরাতে আশ্রয়।

কুরআন তিলাওয়াত মানুষের চরিত্রও বদলে দেয়। এটি মানুষকে নম্র করে, ধৈর্যশীল করে, ক্রোধ কমায় এবং দয়ার গুণ বাড়ায়। নবী (সঃ) বলেছেন—"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।" (সহীহ বুখারি, হাদীস ৫০২৭)

অতএব যে ব্যক্তি কুরআনের সঙ্গী হয়, সে নিজের অজান্তেই ভালো মানুষে পরিণত হতে থাকে।

শেষ কথা হলো—কুরআন তিলাওয়াত এমন এক প্রশান্তির উৎস, যা দুনিয়ার কোনো থেরাপি, ওষুধ বা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল দিতে পারে না। যে মানুষ প্রতিদিন কয়েক মিনিট হলেও কুরআন নিয়ে বসে, তার হৃদয় ধীরে ধীরে নরম হয়, অন্তরের গিঁট খুলে যায় এবং জীবন নতুন আলোয় ভরে ওঠে। কুরআন শুধু একটি গ্রন্থ নয়—এটি আত্মার চিকিৎসা, হৃদয়ের ওষুধ এবং জীবনের ঝড়ের মাঝে নিরাপদ আশ্রয়।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম



ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা

আব্দুল্লাহ শুয়াইব

আজকের আধুনিক জীবনে মানুষের জন্য শান্তি ও স্বস্তি প্রায়ই দূরের গল্প মনে হয়। আমরা যেসব দুশ্চিন্তা, চাপ এবং উদ্বেগ নিয়ে দিন পার করি, তার মধ্যে একটি শক্তিশালী আশ্রয় হিসেবে ইসলামের শিক্ষা দাঁড়ায়। ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম নয়, এটি এক ধরনের উপাসনা। মানুষ যখন তার ক্ষমতা, প্রতিভা এবং পরিশ্রম ব্যবহার করে জীবন যাপন করে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে অলসতা বা অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকা কখনো সম্মানজনক নয়। বরং সৃষ্টিকর্তার দয়ার অংশ হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি যদি তার শ্রমকে সৎভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহার করে, তা তাকে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি প্রদান করে। মহানবী এবং তাঁর সাহচর্যগণের জীবন এই শিক্ষার উজ্জ্বল উদাহরণ। তারা প্রতিদিনের কাজ, শিক্ষা, ব্যবসা এবং সামাজিক দায়িত্ব সবকিছুকেই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তাদের পরিশ্রম শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম ছিল না, বরং এটি সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের এক পবিত্র পথ।

ধর্মগ্রন্থ শ্রমের মর্যাদা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বলা হয়েছে, নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং জীবিকা সন্ধান করো এবং সৃষ্টিকর্তাকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। এই নির্দেশ মানুষকে জানায়—জীবিকা অর্জন করা শুধু প্রয়োজন নয়, এটি যদি সৃষ্টিকর্তার স্মরণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তবেই প্রকৃত সফলতা আসে। শ্রমিকের প্রতিটি প্রচেষ্টা তখন আত্মার উপাসনার সমতুল্য হয়ে যায়।

মহানবী নিজে এই শিক্ষা বাস্তবে দেখিয়েছেন। তিনি নিজ হাতে কাজ করতেন, ব্যবসা করতেন, এবং বলেছেন—নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায় না। তিনি পরিশ্রমী মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একবার তিনি এক ব্যক্তির হাতে কঠোর পরিশ্রমের চিহ্ন দেখে তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন—এই হাতকে সৃষ্টিকর্তা ভালোবাসেন। এই বাণী শুধু শ্রমকে সম্মান দেয় না, বরং এটিকে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত করে।

শ্রমিকের মর্যাদা ইসলামে শুধুই উপার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তাদের অধিকারও বিশেষভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিককে সময়মতো মজুরি দেওয়া একটি মৌলিক নীতি। বলা হয়েছে—শ্রমিককে তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই মজুরি দিয়ে দাও। শ্রমিকের মজুরি বিলম্ব করা বা কম দেওয়া নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিপরীতে।

পাশাপাশি শ্রমিকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং ন্যায় বজায় রাখাও অত্যন্ত জরুরি। মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক কখনো প্রভু–ভৃত্যের নয়; বরং এটি ভ্রাতৃত্ব ও সহকর্মিতার সম্পর্ক। শ্রমিককে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপানো যাবে না, প্রয়োজনে মালিককে সহায়তা করতে হবে। বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি তার অধীনস্থকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে না, সৃষ্টিকর্তা তাকে সহায়তা করবেন।

শ্রম শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়, এটি একটি পবিত্র দায়িত্ব। একজন কৃষক, রাজমিস্ত্রি, শিক্ষক, ব্যবসায়ী বা ফেরিওয়ালা—যদি তারা সততা, নিষ্ঠা এবং সচেতনতার সঙ্গে কাজ করেন, তবে তাদের শ্রম সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি উপাসনার সমতুল্য। এমনকি কেউ যদি সত্য উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করতে গিয়ে জীবন হারান, ধর্মীয় দৃষ্টিতে তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শ্রম জীবনের প্রতি মনোভাবকে পাল্টে দেয়। এটি মানুষকে ধৈর্যশীল, সহনশীল, বিনয়ী এবং দয়ালু করে। একজন পরিশ্রমী ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জন করে না, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনও আনে। পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে একজন মুসলমান তার ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত করে, যা তাকে এই পৃথিবীতে ও পরকালে সফলতার দিকে চালিত করে।

এভাবে, ইসলামী দৃষ্টিতে শ্রম শুধু দৈনন্দিন কাজ নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা। প্রতিটি প্রচেষ্টা, সততার সঙ্গে সম্পাদিত দায়িত্ব এবং সময়মতো কর্তব্য পালন—সবই সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের পথপ্রদর্শক। একজন শ্রমিকের জীবনই হয়ে ওঠে বিশ্বাসের বাস্তব শিক্ষা, যেখানে প্রতিটি ঘাম, প্রতিটি প্রয়াস এবং প্রতিটি চেষ্টা সৃষ্টিকর্তার কাছে মূল্যবান।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

মসজিদে শিশুদের নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব

নামাজের প্রতি আগ্রহ ও ইসলামী গঠন

নামাজ একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ঈমান আনার পরই মানুষের ওপর নামাজের বন্ধন অঙ্গীকার করতে হয়, এবং কিয়ামতের দিন প্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজ সম্পর্কে—এ কথা হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নামাজ শুধু আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দৃঢ় করে না; বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে শৃঙ্খলিত, দায়িত্বশীল ও পরিপূর্ণ করে।

অন্যদিকে, শিশুকাল হলো মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বয়সে গড়ে ওঠা অভ্যাস, শেখা আচরণ এবং অভিভাবকের নির্দেশনা শিশুর পুরো ভবিষ্যৎ গঠন করে। নবী (সাঃ) বলেছেন,

"প্রতিটি শিশু ইসলামী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক বা যে কোনো ধর্মের অনুসারী বানায়।" (সহীহ বুখারি, হাদিস ১৩৮৫)।

এই হাদিস আমাদের বোঝায়—শিশুকাল থেকেই তাকে সঠিক পথে পথপ্রদর্শন করা কতটা জরুরি।

যদি নামাজের গুরুত্ব ও শিশুকালের শিক্ষার প্রয়োজন—এই দুই বিষয় একসঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তবে স্পষ্ট হয় যে শিশুদের সঙ্গে মসজিদে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলা থেকেই মসজিদে যাতায়াত এবং জামাআতে নামাজ আদায়ের অভ্যাস গড়ে উঠলে শিশু ভবিষ্যতে নামাজে আগ্রহী ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। পাশাপাশি মসজিদে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা শিশুদের মধ্যে উদারতা, সামাজিকতা ও নৈতিকতা বিকাশে সাহায্য করে। নববী যুগের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এক হাদিসে বর্ণিত আছে—

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজে থাকাকালে মায়ের সঙ্গে থাকা এক শিশুর কান্না শুনলেন, এরপর তিনি ছোট সূরা পড়ে নামাজ সংক্ষিপ্ত করলেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ৪৭০)

আরেক হাদিসে এসেছে—

"রাসূল (সাঃ) জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এসময় হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এলেন; তাদের গায়ে ছিল লাল জামা। তারা হাঁটাচলা করতে করতে এগিয়ে আসছিল। রাসূল (সাঃ) মিম্বার থেকে নেমে তাদেরকে কোলে তুলে মিম্বারে ওঠালেন।" (আবু দাউদ, হাদিস ১১০৯)

এছাড়াও তাঁর নাতনী উমামা বিনতে যায়নবকে কাঁধে তুলে নামাজ আদায় করা সম্পর্কে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন—

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইমামতি করতে দেখেছি, এ অবস্থায় তাঁর কাঁধে ছিলেন নাতনী উমামা। রুকুতে গেলে তাঁকে নামিয়ে দিতেন এবং সিজদা থেকে উঠলে আবার কাঁধে তুলে নিতেন।"

(মিশকাত, হাদিস ৯৮৪; সালাত অধ্যায়)

এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে—রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই শিশুদের মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং তাদের প্রতি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতেন।

তবে যদি কোনো শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে মুসল্লিদের নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তবে সেই শিশুদের সাময়িকভাবে মসজিদে না আনা উত্তম। যেমন কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ—কারণ তা মুসল্লিদের অস্বস্তি সৃষ্টি করে। তেমনি শিশুর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ অন্যদের খুশু নষ্ট করলে অভিভাবককে সতর্ক থাকতে হবে।

আজকের দিনে অনেক দেশে—বিশেষত আরব অঞ্চলে—শিশুদের মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে তা তুলনামূলকভাবে কম। ইসলামী শিক্ষার আলোকে শিশুদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে তারা নামাজে অভ্যস্ত হয় এবং তাদের মধ্যে উদারতা, শৃঙ্খলা ও সামাজিক গুণাবলী তৈরি হয়। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো শিশু মসজিদের পবিত্রতা, অন্যদের খুশু বা নামাজের শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত না করে।

সারকথা হলো—শিশুদের মসজিদে আনা উচিত ধৈর্য, ভালবাসা ও সহনশীলতার সঙ্গে।

শিশুদের নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা, ধমকানো বা অপছন্দ করা কখনোই কাম্য নয়। বরং তাদের শান্তভাবে পথ দেখানো, নামাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং মসজিদের পবিত্রতা রক্ষায় সচেতন করা—এগুলোই মুসলিম পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

নবী (সাঃ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে এ দায়িত্ব পালন করলে শিশুরা শুধু নামাজে অভ্যস্ত হবে না; বরং তাদের চরিত্রও গড়ে উঠবে ঈমানের আলোয়।

মুহাদ্দিস, জামিআ রশিদিয়া আরাবিয়া, গাজীপুর



লাল জামা

কনক কুমার প্রামানিক

আজ মাহফুজের মন খুব খারাপ। স্কুলে টিফিনের সময় ফুটবল খেলতে গিয়ে তার প্রিয় লাল জামাটা ছিঁড়ে গেছে। এই জামাটা তার খুব পছন্দের ছিল। গত বছর রোজার ঈদে বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়ে জামাটা কিনেছিল সে। ঈদের আগের দিন সারারাত লাল জামাটা বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিল সে। পরদিন সকালে জামাটা পরে ঈদগাহে গিয়েছিল। খুশিতে চিকচিক করছিল তার চোখমুখ। এমন পছন্দের জামা ছিঁড়ে যাওয়া সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মাঠের কোনায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

স্কুল ছুটির পর মন খারাপ করে বাড়ি ফেরে সে। সব শুনে মা তাকে আর একটা নতুন লাল জামা কিনে দেওয়ার কথা বলেন। তাতেও আশ্বস্ত হতে পারে না মাহফুজ। রোজিনা ও নয়ন মিয়া দম্পতির একমাত্র ছেলে মাহফুজ। ওর বয়স সাত বছর। ক্লাস টুতে পড়ে। খুব ভাল ছেলে। পড়া লেখায় সে খুব মেধাবী। দরিদ্র বাবা নয়ন মিয়ার নিজস্ব কোন জমি জিরাত নাই। অন্যের জমি সে বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে। মানুষের জমিতে দিন মজুরের কাজ করে। শত কষ্ট হলেও নয়ন মিয়া ছেলের পড়ালেখা ও অন্যান্য বিষয়ে কখনো কার্পণ্যতা করেন না।

রাতে বাড়ি এসে নয়ন মিয়া ছেলে মাহফুজের মন খারাপের বিষয়টা জানতে পারেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলেন, "চিন্তা করিসনা বাবা আর কদিন পর আমন ধান কাটার পর তোকে সুন্দর একটা লাল জামা কিনে দেবো।" বাবার কথা শুনে শান্ত হয় মাহফুজ। গরীব হলেও ওদের পরিবারটা খুব সুখের। বাবা মা আর ছেলেতে মিলে আনন্দেই দিন কেটে যায় ওদের।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন রাতে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হয়। পরদিন সকালবেলা নয়ন মিয়া ধানের জমিতে গিয়ে দেখে কলাপাকা ধানগুলো সব মাটির সঙ্গে নেতিয়ে পড়েছে। এরপর এক নাগাড়ে আরো চার পাঁচ দিন ধরে বৃষ্টি হয় সে ধানের উপর। ধানগুলোতে চারা গজায় তারপর সেগুলো মাঠেই পঁচে যায়। কৃষকেরা কেউ ধান ঘরে তুলতে পারে না। এ বছর কৃষকের কষ্টের অন্ত থাকে না।

মাহফুজের আর লাল জামা কেনা হয় না। নয়ন মিয়া ছেলের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন। অন্যদিকে তার অনেক ধার-দেনাও হয়ে গেছে। নয়ন মিয়া শেষ সম্বল লাল গরুটা বেচে দেন। ধার-দেনা মিটিয়ে ছেলের জন্য



সুন্দর লাল টুকটুকে একটি জামা কিনে আনেন তিনি। সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে কিছুটা রাত হয়ে গিয়েছে। অভিমান করে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়ন মিয়া ছেলেকে ডেকে তুলে জামাটা পরিয়ে দিলেন।

তখন মাহফুজের খুশি দেখে কে? বাবাকে জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে বুকে। মধ্য আকাশের পূর্ণিমার চাঁদটা তখন কিছুটা হলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে।



প্রেম অ-প্রেমের জীবন

কাজী ইসলাম

শেষ পর্যন্ত মুক্তি মিললো। কোর্ট থেকে ডিভোর্স চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর ভাবে অণিমা। স্বস্তি বোধ করতেই পারে সে এখন। জেলখানার কয়েদ থেকে মুক্তির মতো আনন্দ সে এখন উদযাপন করতেই পারে।

পাশের ঘরে মেয়ে সুমি তার বান্ধবীদের নিয়ে উদযাপন করছে মায়ের মুক্তি। আসলে ডিভোর্সের সম্পূর্ণ ব্যপারটা তদারকি করেছে আইনের ছাত্রী সুমি। মায়ের দুর্বিষহ জীবনের সাক্ষী সে জন্মের পর থেকেই। তার শৈশবও কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো, সার্বক্ষণিক আতঙ্ক সঙ্গী করে।

তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনের ইতি হলো আজ।

কতোদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে। আজন্ম লালিত সংস্কার, দেশি সংস্কৃতির প্রভাব বিয়ে নামক শৃঙ্খলটা ছিন্ন করতে দেয়নি এতোদিন। বারবার ফিরে এসেছে ভাঙনের কিনারা থেকে।

প্রেমের বিয়ে ছিল। পরিবারের সবার অমতেই বিয়ে করেছিল সহপাঠী সাজুকে! আহ্ তারুণ্যের চশমা, কিছুরই বাস্তব চেহারা দেখতে দেয় না। তারুণ্যের রঙিন চশমায় দুনিয়া দেখায় রঙিন, গল্পের সেই স্বর্গের মতো। অনেকটা

"ফুলের বনে যার কাছে যাই তারেই লাগে ভালো"-এর মতো। মানতেই হবে সাজু গান গাইতো খুব ভালো। গিটার বাজিয়ে যখন গান গাইতো, মগ্ন সাধকের মতো লাগতো! মুগ্ধ হয়ে গান শুনতো অণিমা, শুধু কি শুনতো, দেখতোও। একজন মোহন সাধককে দেখতো। আসলে শুদ্ধ সাধক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বেশিরভাগই খবরের কাগজে প্রকাশিত ভণ্ড সাধকদের মতো।

বিয়ের পরে সচ্ছল পরিবারের অণিমা নিম্নমধ্যবিত্ত সাজুর পরিবারে মানিয়েই নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে শাশুড়ি আর ননদ তার প্রতি প্রথম থেকেই বিদ্বিষ্ট ছিল। প্রতিপদে দোষ, প্রতিপদে নিষেধাজ্ঞার কাঁটাতারের বেড়াজাল! প্রথমেই বন্ধ হলো লেখাপড়া। বন্ধ হলো কলেজ যাওয়া। ঘরের বৌ কি জজ-ব্যারিস্টার হবে নাকি! সাজুর দেখা গেলো এ নিয়ে কোন হেলদোল নেই। অণিমা মেধাবী ছিল, সাজু ওর তুলনায় নেহাত সাধারণ বা সাধারণেরও নিচে। সেই সাজু সেজেগুজে কলেজে যায়। আফসোস বাংলাদেশের ব্যাচেলর ডিগ্রি সে জোটাতে পারেনি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার স্বামীর ঘর করার আজাব আস্তে আস্তে অনুভব করতে থাকে অণিমা। মুখের দিকে তাকিয়ে মা বুঝে যেতেন সব। গোপনে হাতে টাকা গুঁজে দিতেন। মরমে মরে যেত অণিমা। চলছিল অথবা চলছিলো না এভাবেই।

আচ্ছা বিয়ের পরে কি সাজু কখনো শুধু অণিমাকে গান শুনিয়েছে? মনে পড়ে না। অথচ বিয়ের আগে আবেগে- আশ্লেষে বলেছিল, "সাজু, রোজ আমি তোমার গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাবো!"

সাজু ঠাট্টা করে বলতো, "কোন গান? ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো, ওইটাতো?"

অণিমা বলতো, "না ঐটে গাইবে, "A port remains undamaged in the storm!"

এসব কথা কি এই জন্মের? নাকি আগের জন্মের? নাকি স্বপ্নে দেখা দৃশ্য এগুলি!

খেয়ালের বসে অণিমা ডিভিতে অ্যাপ্লাই করেছিল। একদম জ্যাকপট কামাল হয়ে গেল, অণিমা ডিভি ভিসা পেয়ে গেল! সঙ্গোপনে ভাবলো হয়তো শাশুড়ি- ননদের সীমার বাইরে দুজনে দুজনকে নতুন করে খুঁজে পাবে, হয়তো সুখ ও স্বস্তির সবুজ তটভূমির দেখা মিলবে! নতুন জীবন হয়তো- -!

মা শুধু মৃদু আপত্তি করেছিলেন, "অতদূরে যাবি, একা?" মৃদু হেসেছিল অণিমা। মনে মনে বলেছিল,"একা কোথায়, সঙ্গে সাজু আছে না।"

তারপরেই শুরু হলো স্বপ্নের আমেরিকায় দুঃস্বপ্নের জীবন।সচ্ছল পরিবারের মেয়ে অণিমা কখনও ভাবেনি জীবনে টিকে থাকা এমন কঠিন হতে পারে। এখানে কেউ নেই, মায়ের ছায়া নেই, ভাইদের আশ্বাস নেই, শৈশবের বান্ধবীরা নেই। আছে শুধু অনিশ্চয়তা, আছে শুধু উদ্বেগ। প্রথম ধাক্কাটা এসেছিল সাজুর কাছে থেকেই। সে নাকি এসব হাবিজাবি কাজ করতে পারবেনা! বাসায় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে শুধু। একার ছোট্ট কাঁধে সংসারের বোঝা টেনে চলে অণিমা। দম আটকে আসে মাঝেমাঝে। এর মধ্যে এলো সুমি। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে যায় অণিমা। নতুন করে বুক বাঁধে। জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা এলো তখনই। রাত্তিরে কেঁদে ওঠায় ১৪ দিন বয়সী মেয়ের পিঠে চড় মারে সাজু তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। স্তম্ভিত হয়ে যায় অণিমা। একোন দানবের সঙ্গে তার বসবাস! সেই শুরু দানবের রুপ দেখা। ক্ষণেক্ষণে মানুষের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে একটা বীভৎস দানব। নিদারুণ যন্ত্রণার জীবন। যখন তখন গায়ে হাত তোলা শুরু হয়। অশ্লীল গালিগালাজ তো ডালভাত। এই দানব নিয়েই চলছিল সংসার। এই নরকেই মেয়ে বড় হচ্ছিল। পরীর মতো একটা কিশোরী। কিন্তু সেই মেয়েকেও যখন তখন মারধর করতো। মেয়ে রাগে ক্ষোভে ফুঁসতো!

একদিন ব্যপারটা এতোদূর গড়ালো যে পাশের আ্যপার্টমেন্টের কেউ ৯১১ - এ ফোন করে। পুলিশ আসে। ব্যপারটা কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। কোর্ট মেয়ের নিরাপত্তার জন্য ফস্টার প্যারেন্টের হেফাজতে মেয়েকে দেয়। সে আর এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি। "আমার মেয়ে অন্যের হেফাজতে!" যখন তখন মেয়ের কাছে যাবার সুযোগ নেই। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য! আহা মেয়েটা মায়ের হাতের রান্না ছাড়া খেতে পারতো না! সেই মেয়েকে খেতে হয় বাজারের কেনা জাঙ্ক খাবার! ফস্টার প্যারেন্টরা ব্যপারটা ব্যবসা হিসেবে চালাতেন, মানবিক, অপত্য স্নেহের কোন ব্যপার ছিলো না। দিনে দিনে শুকিয়ে যায় মেয়েটা! মানসিক দিক দিয়ে বিষণ্ণতায় ভুগতো। দেখা করার সময় মা-মেয়ের কান্নাতেই সময় যেত! রাতের পর রাত জায়নামাজে কাটিয়েছে অণিমা। মেয়েকে ফিরে পাওয়ার প্রার্থনায়! এদিকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাজও করতে হয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। সমাধান মেয়েই করে। আঠারো বছর পূর্ণ হলে মেয়ে কোর্টে আবেদন করে মায়ের সঙ্গে থাকার। মঞ্জুর হয় সে আবেদন। দীর্ঘদিন পর মেয়েকে জড়িয়ে বড় শান্তিতে ঘুমায় সে রাতে অণিমা!

মেয়ে দায়িত্ব নেয় এবার! উকিল- কোর্ট- মামলা। "মেয়েটা আমার কতো বড় হয়ে গেছে,"-ভাবে অণিমা!

দানবটা বহু চেষ্টা করেছে মিটমাট করবার। মেয়ে কোর্ট থেকে আদেশ বের করে সে যেন মা-মেয়ের ত্রিসীমানায় না আসে!

আজ কোর্টের রায় হয়েছে। অণিমার জীবন আজ অভিশাপ মুক্ত!! আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাবে অণিমা! বড় শান্তিতে ঘুমাবে।পাশের ঘরে মেয়ে ও তার বান্ধবীদের জলতরঙ্গের মতো উচ্ছল হাসির শব্দ ভেসে আসে।

অথচ ঘুম আসেনা অণিমার। কাটা কাটা আধোঘুম আধো জাগরণে স্বপ্ন দেখে-সেই কলেজ জীবন, সেই রঙিন দিনগুলি। শেষ পর্যন্ত ঘুম আসে ক্লান্ত অণিমার চোখে। গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে সে শোনে, কে যেন গিটার বাজিয়ে গাইছে, "A port remains undamaged in the storm!"

ঘুম ভেঙে ঠিক মনে করতে পারলো না অণিমা, গানটা কে গাইছিল স্বপ্নে! সাজুই কি? মেয়ের জন্য নাস্তা বানাতে বানাতে অণিমা গুনগুন করে গায়, "A port remains undamaged in the storm!"

দূরের বন্ধুকে

সেলিনা আক্তার

প্রিয় বন্ধু,

অনেক দিন হলো তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা হয়নি। দূরত্ব আমাদের মাঝখানে এক ধরনের নীরবতা তৈরি করেছে যা কখনো কখনো খুব ভারী লাগে। তাই ভাবলাম, তোমাকে চিঠি লিখি। চিঠি যেমন দ্রুত নয়, তেমনই অস্থিরতাও নেই; বরং এতে থাকে একটু থেমে ভাবার জায়গা, যা কথোপকথনের তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও আন্তরিক।

এখানে হেমন্ত নেমেছে। সকালগুলো ঝলমলে; রোদের মোলায়েম উষ্ণতা জীবনের ব্যস্ততায় একটা ছোট বিরতি এনে দেয়। মাঝে মাঝে হালকা শীত এসে গাল ছুঁয়ে যায়, আর সেই মুহূর্তে তোমার কথা খুব মনে পড়ে। মনে হয়, তুমি পাশে থাকলে আমরা আবার সেই অযথা হাসির, গল্পে ডুবে থাকা দুপুরগুলো ফিরিয়ে আনতে পারতাম।

তুমি নিশ্চয়ই তোমার নিজের জীবনে ব্যস্ত। তোমার শহরের সংস্কৃতি, মানুষের আচরণ, রাস্তাঘাটের ছন্দ-সবই নিশ্চয়ই তোমাকে মুগ্ধ করছে। কখনো ভাবি, তুমি কি আগের মতো সকালে কফি হাতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলো দেখো? বিকেলের আকাশ কি তোমার শহরেও একইভাবে রঙ ছড়ায়? রাত নামলে সেখানে বাতাস কি আমাদের বাড়ির মতোই গল্প বলে?

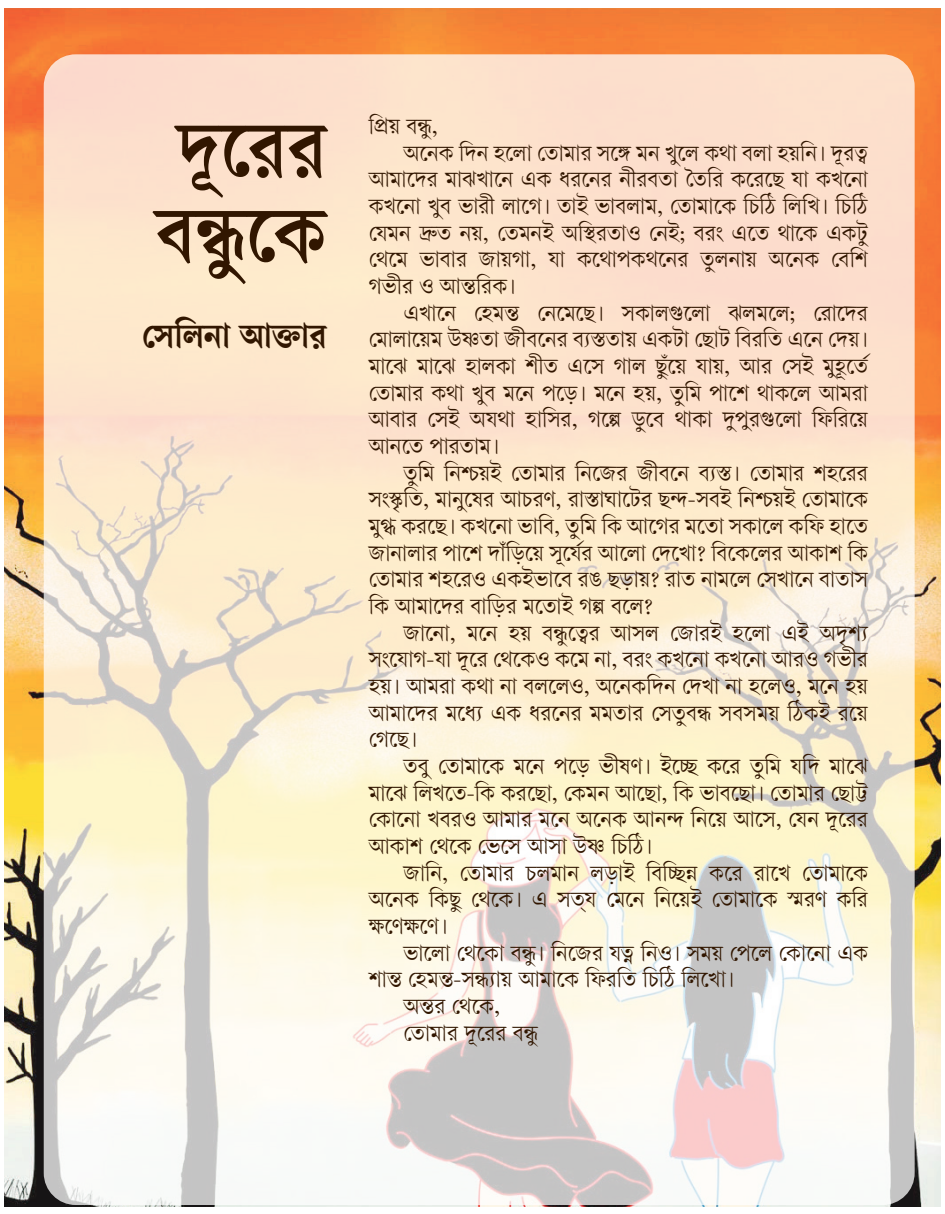
জানো, মনে হয় বন্ধুত্বের আসল জোরই হলো এই অদৃশ্য সংযোগ-যা দূরে থেকেও কমে না, বরং কখনো কখনো আরও গভীর হয়। আমরা কথা না বললেও, অনেকদিন দেখা না হলেও, মনে হয় আমাদের মধ্যে এক ধরনের মমতার সেতুবন্ধ সবসময় ঠিকই রয়ে গেছে।

তবু তোমাকে মনে পড়ে ভীষণ। ইচ্ছে করে তুমি যদি মাঝে মাঝে লিখতে-কি করছো, কেমন আছো, কি ভাবছো। তোমার ছোট্ট কোনো খবরও আমার মনে অনেক আনন্দ নিয়ে আসে, যেন দূরের আকাশ থেকে ভেসে আসা উষ্ণ চিঠি।

জানি, তোমার চলমান লড়াই বিচ্ছিন্ন করে রাখে তোমাকে অনেক কিছু থেকে। এ সত্য মেনে নিয়েই তোমাকে স্মরণ করি ক্ষণেক্ষণে।

ভালো থেকো বন্ধু। নিজের যত্ন নিও। সময় পেলে কোনো এক শান্ত হেমন্ত-সন্ধ্যায় আমাকে ফিরতি চিঠি লিখো।

অন্তর থেকে,
তোমার দূরের বন্ধু



হেমন্তের চিঠি

শাহানাজ শিউলী



মমতাময়ী হেমন্ত,

ভোরের শিউলি-ঝরা সুবাস আর শিশিরে ভেজা সজল চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে তোমায় লিখতে বসলাম। কারণ, তুমি ছিলে আমার এক অনন্ত অপেক্ষা। আজ সেই অপেক্ষার অবসান হলো। তাই মনের বাতায়ন খুলে তোমায় লিখতে খুব ইচ্ছে করছে।

আমি লিখছি এমন এক সময়ে, যখন সময়ের পালাবদলে নীরব, অঘোষিত এক যুদ্ধ চলছে-ক্ষুধার্ত শিশুর উদাস দৃষ্টি, মনুষ্যত্ব ও বিবেকের পচনের দুর্গন্ধে দূষিত বাতাস, আর এক আসন্ন ঘোর তমসায় কাতর পৃথিবী। এই দুঃসময়ের মাঝেও তুমি হৃদয়ে উঁকি দিয়ে এলে। তাই তোমাকে স্বচক্ষে গভীরভাবে দেখার লোভটা আর সামলাতে পারলাম না। চলে এলাম মমতামাখা মাটির স্পর্শে-আমার সবুজ-শ্যামল গাঁয়ে।

প্রাতঃভ্রমণে যখন তুমি আমার কুয়াশার চাদরে জড়িয়ে নিলে, আর আমার আলতা-পরা দুটি পা শিশিরে ভিজিয়ে দিলে, তখন এক অন্যরকম শিহরণে কেঁপে উঠেছিল মন।

সত্যি, তোমার কাশফুল আর কচি ধানের সবুজ পাতায় দোলানো হালকা বাতাসের মোলায়েম মমতার স্পর্শ আমাকে এক মুহূর্তে নিয়ে গিয়েছিল সবুজ দিগন্তে। তারার মতো ফুটে থাকা শাপলারা তখন খিলখিল করে হেসেছিল।

তুমি এত মমতাময়ী, এত স্নিগ্ধ, এত আত্মদানকারী-ভাবতেই মনটা উদার হয়ে যায়।

চাষির চোখে-মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে আমি মুগ্ধ হই। ধানের শীষে নুয়ে থাকা সোনালি আশার দোলায় আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি।

সত্যি বলতে কি, তুমি আমার হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক অন্যরকম অনুভূতি যা ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করা অসম্ভব।

তুমি বুকের পাঁজরে শিউলির গালিচা বিছিয়ে দিয়ে সরিষার হলুদ পাপড়িতে বরণ করলে আমায়। তাই তোমার মায়াবী রূপের প্রেমে পড়েছিলাম। হৃদয়ের গভীর মমতা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলে।

খেজুরের মিষ্টি রস আর নলেন গুড়ের পায়েসের তৃপ্ত স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

হালকা ঠান্ডা নরম বাতাসের সঙ্গে মিষ্টি রোদ-এক অমৃত স্বাদ, যা সারা জীবন মনে থাকবে।

তুমি জেনে অবাক হবে, তোমার এই স্পর্শটুকু পাওয়ার জন্য আমি কত রাত-দিন অপেক্ষা করেছি, কত দিন গুনেছি।

তুমি আমার কাছে কুয়াশার আলতো ঘোমটায় ঢাকা এক মায়াবী সকাল। আমার প্রতিটি সুখকর মুহূর্ত তোমাকে নিয়েই রচিত। তোমার মায়াবী চাহনি গভীর, তোমার উষ্ণ ছোঁয়া হাসির মতো লেগে থাকে আমার হৃদয়ে।

দূরের মাঠে যখন বাতাস দোলে, মনে হয়-তোমার কণ্ঠে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে-মৃদু, কোমল, অথচ অদ্ভুত মায়ায় ভরা।

প্রিয়, সারাদিন তোমার মিষ্টি রোদের আবেশ আমার সারা শরীরে যেমন জড়িয়ে থাকে, তেমনি বিকেলগুলো তোমাকে ছাড়া ভাবতে পারি না।

ধানের সোনালি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমি তোমার হাত ধরে পৃথিবীর সব রোদ, সব বাতাস, সব ভালোবাসা ছুঁয়েছি।

সন্ধ্যার কুয়াশা যখন নামে, গোধূলি লগ্নে আমি চোখ বুজে তোমার মুখখানা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখি-শান্ত, মায়াময়, তোমার আলোয় গলে যাওয়া এক রূপকথার মতো।

তুমি-নীরব, মুগ্ধ, অথচ হৃদয়ভরা উষ্ণতা নিয়ে আসা এক মায়াবিনী।

আমি তোমাকে ভালোবাসি ঠিক সেই আলোর মতো; যা নরম, অন্তহীন, চিরন্তন।

ক বি তা র এ ক পা তা

অষ্টম বর্ষেরও সূচনা সংখ্যা—বিশ্ব সাহিত্যে কবিতার ভাণ্ডার থেকে তুলে আনা কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা। আশা করি অনুদিত কবিতাগুলি মূল কবিতার সমান আনন্দ দানে সক্ষম হবে।
নিরন্তর শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে। —**ফারুক ফয়সল**

অপ্রকাশিত যন্ত্রণা

নাজওয়া জেবিয়ান

অনুবাদ: মোহাম্মদ হাইকেল হাশমী

সবচেয়ে কঠিন
যন্ত্রণা,
যা অনুভব করা যায়
কিন্তু
প্রকাশ করা যায় না।

শব্দরা
তোমার অন্তরে ঝড় তোলে,
চেষ্টা করে পালাতে
চোখের অশ্রু হয়ে
অথবা ত্বকের শ্বেত গ্রন্থি দ্বারা,
কিন্তু
তোমার নীরবতা,
তাদের অন্তরের খাঁচায়
বন্দি রাখে।



গাছেরা

জয়েস কিলমার

অনুবাদ: কামরুল হাসান

আমি ভাবি যে আমি কখনোই দেখব না
একটি গাছের মতো অপরূপ একটি কবিতা।
একটি গাছ যার ক্ষুধার্ত মুখ চেপে আছে
মাটির মধু প্রবাহিত স্তনের উপর;

একটি গাছ যা সারাদিন তাকায় ঈশ্বরের দিকে
আর তার পত্রময় বাহু তোলে প্রার্থনায়;

একটি গাছ গ্রীষ্মে পরিধান করতে পারে
তার চুলের খোঁপায় পাখিদের নীড়;
যার বুকের উপর তুষার পেতেছে শয্যা;
আর যে ঘনিষ্ঠ বাস করে বৃষ্টির সাথে।

আমার মতো বোকারা কবিতা রচনা করে,
কিন্তু কেবল ঈশ্বরই বানাতে পারে গাছ।

খোঁজ

ইউনুস এমরে

অনুবাদ: বদরুজ্জামান আলমগীর

দীনহীন এই কাঙাল এক সকল ভাবিয়া কয়
আমার মতন অভাগা আর দুঃখী ভবে কী রয়,
ভাঙা দিল হাল, মনভাঙা পাল নয়ন ভরা জল
কুটুমছাড়া দুনিয়ার এতিম আছেনি ভুবনের তল?

জনম দুঃখী কপাল পোড়া আমি যাই কথা কইয়া
বিচ্ছেদ অনলে অঙ্গ জ্বলে দিবারাতি রইয়া রইয়া,
মালিক, আর করো না দ্বিতীয় জনে এমন ভিখারী
তোমার কাছে মীন চায় নীড়াশ্রয়, ও দয়ার নিকারী।

এই মড়া যে প্রেমের মড়া পাবলিকে না বোঝে
তিনদিন পরে তারা যায় সাদা কাফনের খোঁজে,
আমারে ধোয় খালে বিলের নাপাক পানির ধারা
আমার শব ঘুম মানে না গোলাপ জল ছাড়া।

আমার দেহ কাবা শরীফ সে যে অবজ্ঞা না মানে
ঝড় তুফানের হাঁক শোনে না তোমার প্রেমের টানে,
মাটির তলে যামু না আমি চাই যে তোমার নজর
হাওয়ার উপর ভাইসা থাকুম পিপাসার্ত কবর।

সেই ঘোলাটে ছায়া

লাসজলো ক্রাস্নাহোরকাই

অনুবাদ: লায়লা ফারজানা

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে
কারণ তার আর কিছু করার ছিল না,
এগিয়ে যাওয়া ছাড়া

কারণ পৃথিবী এগিয়ে চলে,
বাতাস এগিয়ে যায়,
এমন কি সেই পদদলিত ধূলাও

আর সবকিছু — যা কোনোদিন শুরু হয়েছিল
এবং তারপর আর কোনো থামা নেই,
কোনো বিশ্রাম নেই,

এমন কি গন্তব্য —
কারণ তারপর আর কোনো শেষ নেই

জেরুজালেমের গোলাপ-কাঁটা এবং শস্যের কান

(দৃশ্য: মেডিটেরিয়ানের পশ্চিম উপকূলের এক মাঠ)

সামিহ আল কাসিম

অনুবাদ: রাজু আলাউদ্দিন

শস্যের কান : হত্যা করো না আমাদের তুমি আয়ু ফুরাবার আগে
জেরুজালেমের গোলাপ-কাঁটা : কারণবিহীন হত্যা করা, এই তো আমার কাজ
শ. কা : কিন্তু তোমার সুন্দর ফুল মিষ্টি...
জে. গো. কা : বাঁধনহারা ইচ্ছে আমার সড়ক যেন...
শেষ হয়েছে তোমার মৃত্যুতে
শ. কা : কিন্তু তোমার বিষণ্ণ ফুল আর
তোমার অভিশপ্ত বিষাদ আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে
ইচ্ছেমতো বাঁচো এবং মরো
বাঁচো-মরো যাই করো... কিন্তু আমায় ছাড়ো
জে. গো. কা : পরস্পরের ভাগ্যলিখন এই...
আমি মরছি বলেই তুমি বাঁচো
কিংবা তুমি মরো বলেই বাঁচি
শ. কা : পরস্পরের জন্যে মাঠে প্রচুর জায়গা আছে
জে. গো. কা : কিন্তু এটাই তোমার আমার ভাগ্যলিখন ভাই
এটাই নিয়তি
[আগুনের প্রবেশ]
শ. কা এবং জে. গো. কা : আমাদেরকে খুন করো না আগুন
আমরা দু'জন তরুণ কান্তি বাড়ছি একই সাথে
খুন করো না
খুন ..

কবি পরিচিতি

কবি **নাজওয়া জেবিয়ান**, একজন লেবাননী-কানাডিয়ান লেখক, কবি, বক্তা এবং শিক্ষাবিদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের নাম—মাইণ্ড প্ল্যাটার, দ্য নেকটার অফ পেইন, ওয়েলকাম হোম, দ্য বুক অফ হিলিং, দ্য ওনলি কনস্ট্যান্ট, স্পার্কস অফ ফিনিক্স, কনভারসেশনস অন লেটিং গো, দ্য ওয়ান হু ব্রোক ইউ ক্যান্ট হিল ইউ।

অনুদিত কবিতা: অপ্রকাশিত যন্ত্রণা। **অনুবাদ:** মোহাম্মদ হাইকেল হাশমী। বাংলাদেশের কবি, লেখক ও অনুবাদক। উর্দু সাহিত্য এবং সা'দাত হাসান মান্টোসহ অন্যান্য উর্দু সাহিত্যিকদেরে কাজ বাংলায় অনুবাদের জন্য সুপরিচিত। হাইকেল হাশমী 'শের ও শায়েরি' শিরোনামে উর্দু কবিতা নিয়েও কাজ করেছেন।

কবিতা: **দ্য ট্রিজ**, কবি: **আলফ্রেড জয়েস কিলমার**

আমেরিকান সেনাবাহিনীতে সার্জেন্ট থাকাকালে কিলমার ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সে মারা যান। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩১ বছর।

প্রকৃতি ও ঈশ্বর ভাবনা নিমজ্জিত কবি 'গাছেরা এবং অন্যান্য কবিতা' (১৯১৪) ও মেইন স্ট্রীট অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস (১৯১৮) নামের দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতার বই ছাড়াও প্রবন্ধ লিখেছেন, সাহিত্য সমালোচক ছিলেন, ছিলেন প্রভাষক। তিনি সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

অনুদিত কবিতা: গাছেরা। অনুবাদ: কামরুল হাসান।

আশির দশকের কবি। প্রথম কাব্য 'সহস্র কোকিলের গ্রীবা' প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। মোট ১৪টি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও নিয়মিত ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লিখে থাকেন। ভ্রামণিক ও ভ্রমণগদ্য লেখক হিসাবে খ্যাতিমান।

কবিতা 'কনভারসেশন বিটুইন ইয়ার অফ কর্ন অ্যাণ্ড জেরুজালেম রোজ থর্ন'

কবি: **সামিহ্ আল কাসিম** ফিলিস্তিনী কবি। ইসরাইলি-আরব পত্রিকা কুল আল-আরবের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তবে আরব বিশ্বে এবং বহির্বিশ্বেও তিনি মূলত কবি হিসাবে ব্যাপক পরিচিত।

অনুদিত কবিতা **জেরুজালেমের গোলাপ-কাঁটা** এবং **শস্যের কান**। অনুবাদ: কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক রাজু আলাউদ্দিন। নিরলস পঠন-পাঠন, দীর্ঘ বসবাস ও পেশার যোগে রাজু আলাউদ্দিন সমৃদ্ধ ল্যাটিন সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষার পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, অনুবাদ মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা ৩১। রাজু আলাউদ্দিনের কবিতা ও প্রবন্ধ ইংরেজি, স্প্যানিশ, ইতালীয় ও সুইডিশ ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

কবিতা: **আই ওয়াণ্ডার- ইজ এনিওয়ান হেয়ার**। কবি: **ইউনুস এমরে**। তাঁর কবিতাগুলি আনাতোলিয়ান লোককবিতার ঐতিহ্যে রচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী একজন সুফি আধ্যাত্মবাদী কবি, যিনি আনাতোলিয়ার সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছেন।

অনুদিত কবিতা: **খোঁজ**। অনুবাদ: **বদরুজ্জামান আলমগীর**। একজন কবি, নাট্যকার ও নাট্য বক্তিত্ব এবং অনুবাদক। নাট্যপত্র সম্পাদনা করেছেন। কবিতার বই—পিছুটানে টলটলায়মান হাওয়াগুলির ভিতর, নদীও পাশ ফেরে যদিবা হংসী বলো, দূরত্বের সুফিয়ানা; ভাষান্তরিত কবিতা— ঢেউগুলো যমজ বোন, প্যারাবল—হৃদপেয়ারার সুবাস।

কবিতা: ছোট ছোট গীতিকবিতার 'অজা ব্রুনগোস রনিয়ানাত' থেকে একটির অনুবাদ—'সেই ঘোলাটে ছায়া'।

কবি: ২০২৫ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী হাঙ্গেরিয়ান লেখক, ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার **লাসজলো ক্রাস্নাহোরকাই**। পাঠক সমালোচক তাঁকে মানব মনের জটিল ও গভীরে আলো ফেলা একজন উত্তরাধুনিক লেখক হিসাবে চিহ্নিত করেন। নোবেল জয়ের আগে তিনি ২০১৫ সালে ম্যান বুকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

অনুদিত কবিতা: **সেই ঘোলাটে ছায়া**। অনুবাদ: **লায়লা ফারজানা**। কবি ও অনুবাদক।

'ঝরা পাতার র‍্যাপসোডি' এবং 'নীল ইগুয়ানা' তাঁর প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অনুবাদকৃত কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে তিনটি—'মার্কিন দেশের কবিতা' 'দ্য গ্রেট গ্যাটসবি' ও 'পেদ্রো পারামো'।

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472



INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.



শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

TOP 10 PERSONAL INJURY ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 20 November 2025, 9th Year, Issue 453

বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ , ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৩



সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে জয়ী প্রথম বাংলাদেশি কাউন্সিলর এট লার্জ সোহেল আহমেদের উদ্যোগে বিজয় সমাবেশ। বুধবার বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে

ভিসায় বিশ্বকাপ টিকিটধারীদের অগ্রাধিকার

উত্তর আমেরিকা অফিস

‘গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ প্রায় দ্বোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের উত্তাপ ইতিমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের রোমাঞ্চিত করছে। আগামী জুনে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বসেরার মঞ্চের স্বাক্ষী হতে সমর্থকদের মধ্যে এরমধ্যেই টিকিট কেনার হিড়িক লেগেছে। আর এরমধ্যে যারা টিকিট সংগ্রহ করেছেন, তাদের জন্য দারুণ এক সুখবরই দিল যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের ম্যাচের টিকিট থাকা ভ্রমণকারীদের ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্টে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলো অগ্রাধিকার দেবে। হোয়াইট হাউসে সোমবার ট্রাম্প বলেছেন, ফিফার ‘প্রায়োরিটাইজড অ্যাপয়েন্টমেন্ট

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অর্জন



সম্মানসূচক অস্কার হাতে টম ক্রুজ

টম ক্রুজের হাতে উঠল সম্মানজনক অস্কার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অবশেষে সম্মানসূচক অস্কার পেলেন টম ক্রুজ। গত রোববার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৬তম গভর্নর অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন নির্মাতা আলেহান্দ্রো গঞ্জালেস ইনারিতু। চার দশকের ক্যারিয়ারে এটি টম ক্রুজের অন্যতম বড় অর্জন। এ পর্যন্ত চারবার মনোনয়ন পেলেও একবারও প্রতিযোগিতামূলক অস্কার জিততে পারেননি টম।

চলতি বছর এ সম্মান আরও পেয়েছেন কোরিওগ্রাফার ও অভিনেত্রী ডেবি অ্যালেন এবং প্রোডাকশন ডিজাইনার উইন থমাস। এ ছাড়া সংগীতশিল্পী ও মানবাধিকারকর্মী ডলি পার্টন পান জিন হারশল্ট মানবিকতা পুরস্কার। তবে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

অস্কার গ্রহণের পর বিশ্বজুড়ে দর্শকদের সঙ্গে কীভাবে তাঁর গভীর সংযোগ তৈরি করেছে, তা নিয়ে কথা বলেন টম ক্রুজ। বলতে বলতে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

আটলান্টিক সিটিতে নির্বাচনী বিজয় সমাবেশ

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে জয়ী প্রথম বাংলাদেশি কাউন্সিলর এট লার্জ সোহেল আহমেদ উদ্যোগে বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেলে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এই নির্বাচনী বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আটলান্টিক সিটির পুনঃনির্বাচিত মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র। সমাবেশ ছাড়াও কথামালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নিউইয়র্কে ইমিগ্রেশন অভিযান জোরদারের হুঁশিয়ারি হোম্যানের

ট্রাম্পের কঠোর অবস্থান

ফেডারেল অভিবাসন–প্রয়োগকারী দল ইতোমধ্যেই নিউইয়র্ক সিটিতে অভিযান চালাচ্ছে এবং আরও এজেন্ট মোতায়েন করা হচ্ছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সীমান্ত-নীতির প্রধান কর্মকর্তা (বর্ডার জার) টম হোম্যান বলেছেন, ফেডারেল অভিবাসন–প্রয়োগকারী দল ইতোমধ্যেই নিউইয়র্ক সিটিতে অভিযান চালাচ্ছে এবং আরও এজেন্ট মোতায়েন করা হচ্ছে। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, শহরের ‘সাংকচুয়ারি’ নীতি মোকাবিলায় প্রশাসন কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবে।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হোম্যান বলেন, ইমিগ্রেশন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল

রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন

প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে জন্য বাংলা ভারতীয় ও কন্টিনেন্টাল খাবারে দক্ষ

অভিজ্ঞ কারী ও কাবাব শেফ প্রয়োজন

প্রার্থীকে পার্টি ইভেন্ট অনুযায়ী বিশেষ মেনু তৈরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রেস্টুরেন্ট বা পার্টি হলে ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। টিমওয়ার্ক, সময়ানুবর্তিতা এবং পেশাদারিত্বের মান বজায় রাখার সক্ষমতা থাকতে হবে।

ঠিকানা
1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208.
আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫+
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR , YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
IRS e-file
• Income Tax • Business setup
• Sales Tax • Payroll (W2, 1099)
• Corporate Tax • All imigratoin Services
• Partnership Tax • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

মতিন OTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR | ETIHAD
এয়ার টিকেট, হজ্ব-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

FROMEN INJURY LAW
www.fromenlaw.com 716-855-1222
Licensed in New York and the U.S. Supreme Court.
CALL NOW FOR FREE CONSULTATION
আমরা দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আইন সেবা প্রদান করে থাকি
SERVICES
• Car accidents • Drunk driving accidents
• Truck accidents • Wrongful death
• Bus accidents • Construction site accidents
• Ride share Uber/Lyft accidents • Slip & fall accidents Dog bite
• Pedestrian accidents • Workplace accidents
• Motorcycle accidents • Product liability
NAZMUS SAKEEB, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
CONTACT US
OFFICE: 716-855-1222
CELL: 716-377-7918
nsakeeb@fromenlaw.com
www.fromenlaw.com

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com